দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা মঙ্গলবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-৮১ ॥ ০৯ জুলাই ২০২৪ ॥ ২৫ আষাঢ় ১৪৩১ বাংলা ॥ ০২ মহররম ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

পলিশ করা চকচকে চাল আর বাজারে থাকবে না: খাদ্যমন্ত্রী

নওগাঁ প্রতিনিধি : খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, চালের পুষ্টিমান ঠিক রাখতে পলিশ করা চকচকে চাল বাজারজাত বন্ধে আইন করা হয়েছে। শিগগিরই এ আইন বাস্তবায়ন করা হবে। পলিশ করা চকচকে চাল আর বাজারে থাকবে না। গতকাল সোমবার দুপুরে নওগাঁর পোরশা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তির চেক বিতরণ ও বিভিন্ন দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ঢেউটিন বিতরণ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন খাদ্যমন্ত্রী। মন্ত্রী আরও বলেন, নতুন আইন অনুযায়ী ধান থেকে চাল করার সময় সর্বোচ্চ দুই ছাঁটাই দেওয়া যাবে। চাল বেশি পরিমাণে ছাঁটাই করলে পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায়। চাল ছাঁটাই কম করা হলে প্রায় ১৬-১৮ মেট্রিক টন চাল নষ্ট হবে না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে চিনের বেইজিং ক্যাপিটাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছলে চিনের ভাইস মিনিস্টার ও চীন সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা স্বাগত জানায়।

চীনে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী ও তার সফরসঙ্গীদের বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি বিশেষ ফ্লাইট (বিজি-১৭০১) স্থানীয় সময় গতকাল সোমবার সন্ধ্যা ৬টায় (বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪টা ৫ মিনিট) বেইজিংয়ের ক্যাপিটাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে অবতরণ করে। এর আগে গতকাল সোমবার বেলা ১১টার দিকে প্রধানমন্ত্রী ও তার সফরসঙ্গীদের নিয়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিশেষ ফ্লাইট ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করে। প্রধানমন্ত্রী ৮ থেকে ১১ জুলাই বেইজিংয়ে অবস্থান করবেন। এ সফরে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ২০ থেকে ২২টি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ জানিয়েছেন, এ সফরে অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং খাতে সহযোগিতা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, ডিজিটাল অর্থনীতি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা, ৬ষ্ঠ ও ৯ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ, বাংলাদেশ থেকে

২-এর পাতায় দেখুন

সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব নতুন নাকি প্রচলিত আইনের প্রয়োগ?

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশে সম্প্রতি বেশ কয়েকজন সাবেক ও বর্তমান সরকারি কর্মকর্তার দুর্নীতির খবর নিয়ে তোলপাড় চলছে। এসব কর্মকর্তার নিজের ও পরিবারের সদস্যদের নামে নগদ অর্থ, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাটসহ জ্ঞাত আয় বহির্ভূত অস্বাভাবিক সম্পদের মালিকানা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও চলছে তুমুল আলোচনা। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদ বিবরণী নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়ার কথা। কিন্তু সম্পদের হিসাব দিতে সরকারি চাকরিজীবীদের তেমন আগ্রহ নেই। আবার তাদের নিয়ন্ত্রণকারী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর, বিভাগ ও সংস্থার উদ্যোগ চোখে পড়ার মতো নেই। এ পরিস্থিতিতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব বিবরণী জমা দেওয়ার বিষয়টি বিধিমালা আছে- সে পর্যন্তই রয়েছে। সচিবালয় সূত্রে জানা গেছে, মন্ত্রণালয়, সংস্থা, দপ্তর ও বিভাগগুলো বিচ্ছিন্নভাবে কর্মকর্তাদের হিসাব জমা নেয়। সেটা দায়সাড়া গোছের। কিন্তু সেই সম্পদ বিবরণীর বিষয়ে কোনো খোঁজ-খবর নেওয়া হয় না। এছাড়া সরকারি চাকরিতে কর্মরত কোনো ব্যক্তির অস্বাভাবিক সম্পদ থাকলেও ব্যবস্থা নেওয়ার নজির খুব কম। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে অবসরে যাওয়ার পর এবং কর্মরত অবস্থায় বেশ কয়েকজনের অস্বাভাবিক সম্পদের বিষয়টি সামনে এসেছে। বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ তিনটি পদে এক দশকেরও বেশি সময় দায়িত্ব পালন করেছেন বেনজীর আহমেদ। প্রতিবারই দায়িত্ব পালনের সময় আলোচনায় ছিলেন তিনি। তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অনুসন্ধানে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও সংসদ সদস্য সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) আবেদন করেন। পরে অনুসন্ধান শুরু করে দুদক। বিপুল সম্পদ থাকার প্রাথমিক প্রমাণ পেয়ে দুদক আদালতে এসব সম্পদ জব্দের আবেদন করে। আইনজীবীদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এখন পর্যন্ত আদালত পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদ এবং তার স্ত্রী ও তিন মেয়ের নামে যে সব সম্পদ জব্দ বা ফ্রিজ করার নির্দেশ দিয়েছেন তার মধ্যে আছে ঢাকার গুলশানে চারটি ফ্ল্যাট, ৩৩টি ব্যাংক হিসাব, তিনটি শেয়ার ব্যবসার বিও অ্যাকাউন্ট, প্রায় ৬২১ বিঘা জমি, ১৯টি কোম্পানির শেয়ার এবং ৩০ লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট ছিলেন মো. মতিউর রহমান। ঈদুল আজহার আগে মুশফিকুর রহমান ইফাত নামে এক তরুণ ১৫ লাখ টাকার ছাগল 'কিনে' আলোচনায় আসে। পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও গণমাধ্যমে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে ওই তরুণ মতিউর রহমানের ছেলে। যদিও তিনি সংবাদমাধ্যমের কাছে তা অস্বীকার করেন। তবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী

২-এর পাতায় দেখুন

কোটাবিরোধী আন্দোলন

বাংলামোটর-কারওয়ান বাজার পেরিয়ে ফার্মগেট অবরোধ

স্টাফ রিপোর্টার : এক দফা দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী রাজধানীর শাহবাগ থেকে বাংলামোটর, কারওয়ান বাজার পেরিয়ে ফার্মগেট মোড়ে অবস্থান নিয়েছেন কোটাবিরোধী আন্দোলনকারীরা। গতকাল সোমবার বিকেল পৌনে ৫টার দিকে একদল শিক্ষার্থী কারওয়ান বাজার হয়ে মিছিল নিয়ে ফার্মগেটের দিকে যায়। এসময় শিক্ষার্থীদের 'চাকরি তার, মেধা যার', 'সংবিধানের মূল কথা, সবার জন্য সমতা', 'বঙ্গবন্ধুর বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই', 'সারা বাংলায় খবর দে, কোটা প্রথার কবর দে', 'মুক্তিযুদ্ধের হাতিয়ার, গর্জে ওঠো আরেকবার', 'জেগেছে রে জেগেছে, ছাত্র সমাজ জেগেছে', 'সংগ্রাম না রাজপথ, রাজপথ রাজপথ', এই বাংলায় হবে না, বৈষম্যের ঠিকানা', 'আঠারোর হাতিয়ার, গর্জে ওঠো আরেকবার', 'আমার সোনার বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই', 'এসো ভাই এসো বোন, গড়ে তুলি আন্দোলন' সহ বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিতে মিছিল বের করে শিক্ষার্থীরা। এরপর বিকেল ৪টার দিকে রাজধানীর শাহবাগ, কারওয়ান বাজার, ফার্মগেট, সায়েন্সল্যাব, পল্টন, গুলিস্তান, আগারগাঁও এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছেন আন্দোলনকারীরা। শাহবাগ থেকে একদল শিক্ষার্থী মৎস্য ভবন এবং আরেকদল শিক্ষার্থী বাংলামোটরের দিকে যায়। শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে বিপুলসংখ্যক পুলিশ অবস্থান নেয়। তবে, বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে তাদের কোনো বিরোধের খবর পাওয়া যায়নি। শিক্ষার্থীদের অবরোধ কর্মসূচি বাংলা ব্লকেডের কারণে গতকাল স্থবির হয়ে পড়েছিল ঢাকা শহর। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সড়ক-মহাসড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা; আজ সোমবারও শিক্ষার্থীদের আন্দোলন চলছে। এদিকে, রাজধানীর এসব গুরুত্বপূর্ণ সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ায় ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ যাত্রী ও পথচারীরা।

শোনা যায়।এতে কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় অবরোধে আটকেপড়া অনেককে হেঁটে গন্তব্যে যেতে দেখা গেছে। এর আগে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে থেকে

কুয়েটে অফিসার্স এসোসিয়েশন, কর্মকর্তা সমিতি, কর্মচারী সমিতি এর যৌথ আয়োজনে সর্বাত্মক কর্মবিরতি ও অবস্থান কর্মসূচি

পাঁচ মন্ত্রীর রুদ্ধদ্বার বৈঠক

স্টাফ রিপোর্টার : চার মন্ত্রীকে নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। এ আকস্মিক বৈঠকের পর এ বিষয়ে পরিষ্কার কোনো বক্তব্য না পাওয়া গেলেও বৈঠকে কোটা আন্দোলন মূল আলোচ্য বিষয় ছিল বলে জানা গেছে। পূর্বঘোষণা অনুযায়ী গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১২টায় রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন ওবায়দুল কাদের সংবাদ সম্মেলন শেষে দুপুর সোয়া ১টায় দপ্তর কক্ষে যান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। সেখানে আগে থেকে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী এবং তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী। তারা সংবাদ সম্মেলনে ছিলেন না। দপ্তর কক্ষে দপ্তর কক্ষে প্রবেশাধিকার বন্ধ করে সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ওই দুজনকে নিয়ে বৈঠকে বসেন। বেলা ১টা ৩২ মিনিটে আওয়ামী লীগ

২-এর পাতায় দেখুন

আওয়ামী লীগ নেতা বাবুল হত্যায় বাঘা পৌর মেয়র ৩ দিনের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগ নেতা আশরাফুল ইসলাম হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার রাজশাহীর বাঘা উপজেলা পৌর সভার মেয়র আক্কাছ আলীর তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। রিমান্ড শুনানি শেষে গতকাল সোমবার দুপুরে রাজশাহীর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-১ ও দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক হাদিউজ্জামান আক্কাসের আইনজীবীর করা জামিন আবেদন নাকচ করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট জিয়াউর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, বাঘা পৌর সভার মেয়র আক্কাস আলীকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঁচ দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে হাজির করেছিল পুলিশ। কিন্তু আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। আর তার পক্ষে করা জামিন আবেদন নাকচ করে দিয়েছেন আদালত। এর আগে

২-এর পাতায় দেখুন

৪ বিভাগে ভারী বৃষ্টিপাতের আভাস

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের চারটি বিভাগে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। অন্যত্র হতে পারে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি। গতকাল সোমবার এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদ ড. আবুল কালাম মল্লিক জানিয়েছেন, মৌসুমি বায়ুর অক্ষ পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারি অবস্থায় রয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। মঙ্গলবার সকাল থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

২-এর পাতায় দেখুন

নতুন অর্থবছরের শুরুতেই রেমিট্যান্স প্রবাহ নিম্নমুখী

স্টাফ রিপোর্টার : বিদায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় কম রেমিট্যান্স দিয়ে শুরু হলো নতুন অর্থবছর ২০২৪-২৫। নতুন বছরের প্রথম ৬ দিনে এলো ৩৭ কোটি ৫ লাখ ৩০ হাজার মার্কিন ডলার। সে হিসেবে প্রতিদিন প্রবাসী আয় এসেছে চার হাজার ৩৩৫ কোটি টাকা (প্রতি ডলার ১১৭ টাকা হিসাবে)। এ রেমিট্যান্স আগের বছরের প্রতিদিন বা অব্যাবহতি মাস জুন অথবা আগের বছরেরই প্রথম মাস জুলাইয়ের চেয়ে কম। গত রোববার রাতে এ তথ্য প্রকাশ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। তথ্য বলছে, নতুন বছরের প্রথম ৬ দিনে প্রতিদিন প্রবাসী আয় এসেছে ৬ কোটি ১৭ লাখ ৫৫ হাজার মার্কিন ডলার। আগের মাসে জুনে প্রতিদিন প্রবাসী আয় এসেছে ৮ কোটি ৪৭ লাখ ২১ হাজার ৬৬৭ মার্কিন ডলার। আগের অর্থবছরের জুলায়ে প্রতিদিন

২-এর পাতায় দেখুন

কার ভুলে রপ্তানি হিসাবে বড় হেরফের

দেশের রপ্তানি আয়ের হিসাবে বড় ধরনের গরমিল হয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের হিসাবে বড় ধরনের গরমিল হয়েছে। মূলত বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে ইপিবির তথ্যে বড় পার্থক্য দেখা দিয়েছে। ইপিবির দেওয়া হিসেবে প্রায় এক হাজার ৪০০ কোটি ডলারের হদিস পাচ্ছে না বাংলাদেশ ব্যাংক। এ ঘটনায় বাংলাদেশ ব্যাংক, ইপিবি ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) - কেউ দায় নিচ্ছে না। দেশের রপ্তানির তথ্য মূলত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ইপিবি প্রকাশ করে থাকে। প্রতিষ্ঠানের তথ্যকে উৎস হিসেবে দেখিয়ে রপ্তানি আয়ের তথ্য প্রকাশ করে থাকে বাংলাদেশ ব্যাংক। কিন্তু গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ের দেশের বৈদেশিক লেনদেনের তথ্য প্রকাশ করলে রপ্তানির তথ্যে বড় ধরনের হেরফের দেখা দেয়। পরে ইপিবির রপ্তানি আয় থেকে গরমিলের ওই পরিমাণ বাদ দেওয়া হয়। এতে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যের হিসাব এলোমেলো হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে লেনদেন

বাংলাদেশের বৈদেশিক লেনদেনের তথ্য প্রকাশ করলে রপ্তানির তথ্যে বড় ধরনের হেরফের দেখা দেয়

ভারসাম্যের চলতি হিসাব ও আর্থিক হিসাবে বড় পরিবর্তন হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, এপ্রিল পর্যন্ত ১০ মাসে ৩ হাজার ৩৬৭ কোটি ডলারের পণ্য জাহাজীকরণ করা হয়েছে। আর ইপিবির তথ্যে রপ্তানি দেখানো হয় ৪ হাজার ৭৪৭ কোটি ডলারের বেশি। অর্থাৎ এর মানে পণ্য জাহাজীকরণেই পার্থক্য ১৩ দশমিক ৮০ বিলিয়ন ডলার। সংশ্লিষ্টরা জানান, ইপিবি মূলত এনবিআরের কাস্টম হাউসের তথ্যের ভিত্তিতে পরিসংখ্যান প্রকাশ করে। কাস্টমস কর্তৃপক্ষ রপ্তানির জন্য জাহাজীকরণের আগে পণ্য যাচাইয়ের পর বিল অব এক্সপোর্ট ইস্যু করে। এটি ধরেই তারা রপ্তানি হিসাব করে থাকে। কিন্তু একই রপ্তানি চালানের তথ্য এনবিআরের কাস্টমস বিভাগ একাধিকবার এন্ট্রি করায় তথ্যের এই অসঙ্গতি তৈরি হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ইপিবির কর্মকর্তারা এজন্য এনবিআরকে দায় দিচ্ছেন। তারা বলছেন, এনবিআরের দেওয়া

২-এর পাতায় দেখুন

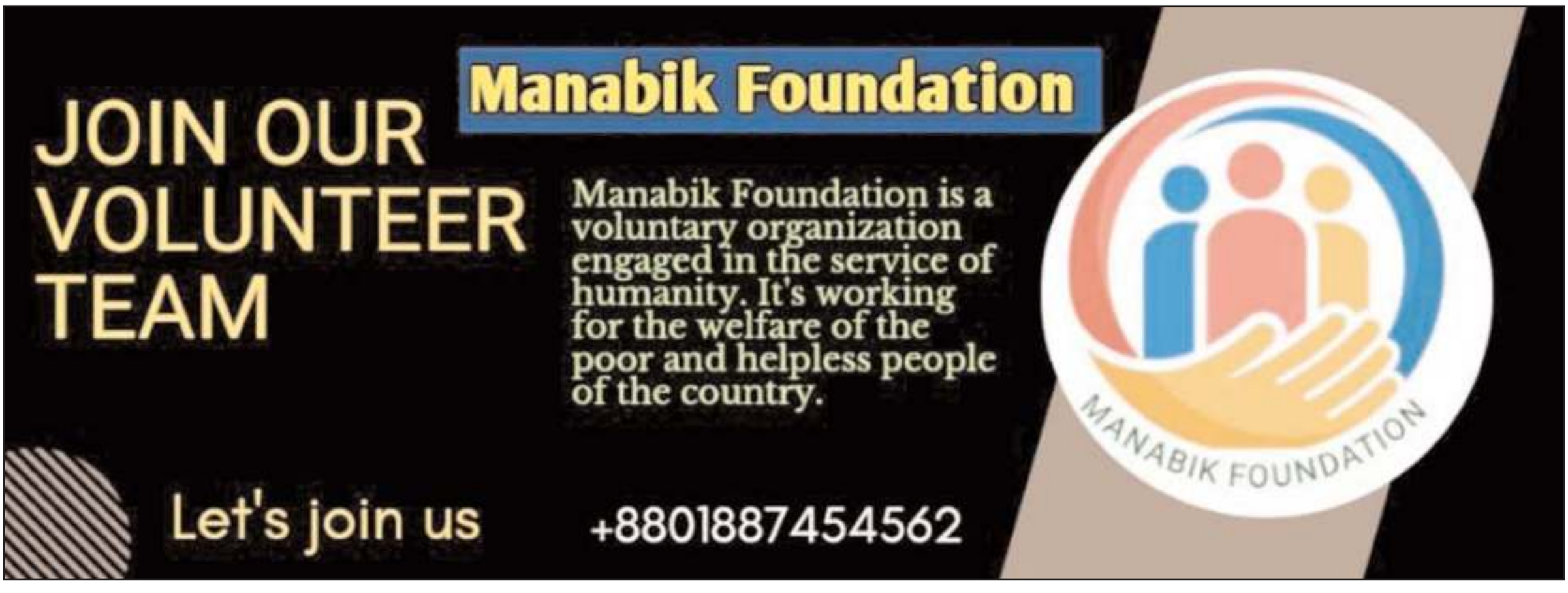

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা মঙ্গলবার ॥ ০৯ জুলাই ২০২৪ ॥ ২৫ আষাঢ় ১৪৩১ বাংলা

সরকার কোটা বাতিলে আন্তরিক বলেই উচ্চ আদালতে আপিল করেছে : কাদের

স্টাফ রিপোর্টার : সরকার কোটা বাতিলে আন্তরিক বলেই উচ্চ আদালতে আপিল করেছে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, আদালতের চূড়ান্ত রায় না হওয়া পর্যন্ত কোটা বাতিলের দাবিতে আন্দোলনকারীদের অপেক্ষা করতে হবে। গতকাল সোমবার আওয়ামী লীগ সভাপতির ধানম-ন্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন তিনি। সেতুমন্ত্রী বলেন, সরকার কোটা বাতিলে আন্তরিক বলেই উচ্চ আদালতে আপিল করেছে। আদালতের চূড়ান্ত রায় না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। রাস্তাঘাট বন্ধ করে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করা পরিহার করা উচিত। আদালত কোটা বাতিলের পরিপত্র বাতিল করেছেন সরকারের পক্ষ থেকে ফের আপিল করা হয়েছে। তিনি বলেন, কোটা আন্দোলনের ৩১ জন শিক্ষার্থী বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। কোনো রাজনৈতিক দল আদালতের বিচারাধীন বিষয়ে পক্ষ নিতে পারে না। বিএনপি প্রকাশ্যে এই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন ওবায়দুল কাদের। ওবায়দুল কাদের বলেন, শিক্ষকদের পেনশন স্কিম নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি থাকতে পারে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে বাস্তবতার আলোকে। শিক্ষক না আমলা-কে সুপিরিয়র সে বিতর্কে সরকার যাবে না। কাদের বলেছেন, বিএনপি ও তার সমমনারা কোটা আন্দোলনের ওপর ভর করেছে। তারা প্রকাশ্যে সাপোর্ট করেছে, এর মানে তারা এর মধ্যে অংশগ্রহণও করছে। কাজেই এখন এটা পোলারাইজড পলিটিক্সের মধ্যেই পড়ে গেছে। এটার পলিটিক্যাল কালার আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। ওবায়দুল কাদের বলেন, এখানে কারা কারা যুক্ত আছে, কোনো ষড়যন্ত্রের অংশ কিনা সেটা আন্দোলনের গতিধারার মধ্যেই বোঝা যাবে। সময়ের পরিবর্তনে সবকিছুই পরিষ্কার হয়ে যাবে। কোনো কিছুই লুকানো সম্ভব হবে না, সেটা আমরা পর্যবেক্ষণ করছি। কোনও আন্দোলনে রাজনৈতিক দল সমর্থন জানাতেই পারে, তার সমালোচনা কেন করছেন- এমন প্রশ্ন করা হলে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, আদালতের বিরুদ্ধে আন্দোলনে পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো রাজনৈতিক দল সম্পৃক্ত হয়, দেখান? এটা বিচারাধীন। কোনো রাজনৈতিক দল পারে না এইভাবে। এটা তো আদালতের রায়। কোটা আন্দোলন নিয়ে তিনি বলেন, তারা যে আন্দোলনটা করছে সেই সিদ্ধান্ত ছিল সরকারের। সরকারই সেই আপিল করেছে। যে বিষয়টা আদালতের, সেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলা, সমালোচনা করা বা প্রতিবাদ করা এটা তো আইনসিদ্ধ নয়। আরেক প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, আমরা আপিল করলাম, এখনও আদালত চূড়ান্ত রায় দেননি। এখানে আমরা কীভাবে ইন্টারফেয়ার করি? আমরা বলছি জনদুর্ভোগ হয় এমন আন্দোলন পরিহার করা উচিত। আদালতের রায় হোক তারপর দেখা যাবে। সর্বজনীন পেনশনের প্রত্যয় স্কিম নিয়ে শিক্ষকদের আন্দোলন নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, স্কিম মুখ থুবড়ে পড়বে কেন? এখানে ভুল বোঝাবুঝি থাকতে পারে। তাদের সঙ্গে ৭-এর পাতায় দেখুন

বিএনপি ও তার সমমনারা কোটা আন্দোলনের ওপর ভর করেছে। তারা প্রকাশ্যে সাপোর্ট করেছে, এর মানে তারা এর মধ্যে অংশগ্রহণও করছে

কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি এনটিআরসিএর নিয়োগবঞ্চিতদের

স্টাফ রিপোর্টার : বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) সনদধারী নিয়োগবঞ্চিতরা আগামী ১৫ জুলাই থেকে কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ হলে ১-১৭ তম ব্যাচের নিয়োগ বঞ্চিতদের নিয়োগ কার্যকর করার দাবিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন থেকে এ কর্মসূচির ঘোষণা আসে। এনটিআরসিএ নিবন্ধিত নিয়োগ বঞ্চিত শিক্ষক ফোরামের নেতারা এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। সংবাদ সম্মেলনে নেতারা বলেন, পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণ হয়ে সনদ পেয়েছি। এ সনদ আমাদের যোগ্যতা প্রমাণ করে। অথচ শূন্য পদ লাখের বেশি থাকার পরও আমাদের নিয়োগ থেকে বঞ্চিত করে অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার সঙ্গে একটি কালো অধ্যায়ের সূচনা করছে এ সরকার। এ অল্প সংখ্যক নিয়োগ বঞ্চিতদের নিয়োগ না দিয়ে তাদের জীবন অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে। তাদের হাহাকার ও ক্ষোভের প্রতিক্রিয়া এ সরকারকেই বহন করতে হবে। তাদের দাবি, নিয়োগ বঞ্চিত হওয়ার পেছনে রয়েছে এনটিআরসিএ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৭-এর পাতায় দেখুন

জাপান বাংলাদেশের বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত বন্ধু : রেলমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : জাপান বাংলাদেশের বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত বন্ধু বলে মন্তব্য করেছেন রেলমন্ত্রী মো. জিল্লুল হাকিম। গতকাল সোমবার দুপুরে রেল ভবনে মন্ত্রীর অফিস কক্ষে রেলমন্ত্রী মো.জিল্লুল হাকিমের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইওয়ামা কিমিনোরি। সাক্ষাৎকালে এসব কথা বলেন তিনি। জিল্লুল হাকিম বলেন, জাপান বাংলাদেশের বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত বন্ধু। বাংলাদেশ তার উন্নয়নের জন্য জাপানের কাছ থেকে অনেক বেশি পরিমাণে সরকারি উন্নয়ন সহায়তা পেয়ে থাকে। রেলমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতুর কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং রেলওয়ের চলমান বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, জাপান বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের অনেক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ভবিষ্যতেও রেলওয়ের প্রকল্পে জাপানের কাজ করার সুযোগ রয়েছে। মন্ত্রী জাপানের রাষ্ট্রদূতকে বাংলাদেশের মাতাবাড়ি রেলওয়ে প্রকল্পে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের আহ্বান জানিয়ে বলেন, মাতারবাড়িকে কেন্দ্র করে যে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে তা সম্পন্ন হলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটবে। এজন্য সরকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে জোর দিচ্ছে। মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র ৭-এর পাতায় দেখুন

বিএনপি নেতা ইশরাকের রিমান্ড বিষয়ে শুনানি ২৩ জুলাই

স্টাফ রিপোর্টার : রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে রাজধানীর পল্টন থানায় করা এক মামলায় বিএনপি নেতা ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেনের রিমান্ডের বিষয়ে শুনানির তারিখ পিছিয়ে আগামী ২৩ জুলাই ধার্য করেছেন আদালত। গতকাল সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুর রহমানের আদালতে ইশরাকের রিমান্ড শুনানির জন্য দিন ধার্য ছিল। শুনানিতে ইশরাকের ১০ দিনের রিমান্ড আবেদনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করা হয়েছে জানিয়ে শুনানি পেছানোর আবেদন করেন মাসুদ আহমেদ তালুকদার, মহসিন মিয়া। আদালত সময় আবেদন মঞ্জুর করে রিমান্ডের বিষয়ে শুনানির তারিখ ২৩ জুলাই ধার্য করেন। এর আগে গত ২৫ মে মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের পরিদর্শক মো. কবির হোসেন হাওলাদার ইশরাক হোসেনের ১০ দিনের ৭-এর পাতায় দেখুন

খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি এখন জাতীয় দাবি : ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি এখন জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। গতকাল সোমবার দুপুরে রাজধানী ঢাকার গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিকের কাছে এ মন্তব্য করেন তিনি। এর আগে দুপুরে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে দেখতে যান তিনি। ফখরুল বলেন, খালেদা জিয়ার জটিল অসুখ আছে। এ বিষয়টি বারবার সরকারকে বললেও কোনো কিছু করেনি তারা। খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তির দাবি এখন জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়েছে জানিয়ে ফখরুল বলেন, তার প্রতি যে অন্যায় করা হচ্ছে সেটি চরম অন্যায়। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাকে রাজনীতিকে দূরের রাখতেই এভাবেই আটকে রেখে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া আসা হচ্ছে দেশনেত্রীকে। আমরা বারবারই বলেছি মাল্টি ৭-এর পাতায় দেখুন

খালেদা জিয়াকে হাসপাতালে দেখতে গেলেন রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার : হাসপাতালে ভর্তি বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে হাসপাতালে দেখতে যান দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী। এ সময় তিনি চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেন। তার সঙ্গে ছিলেন বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম। জানা যায়, গত রোববার গভীর রাতে অসুস্থ হয়ে পড়লে মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে গতকাল সোমবার ভোরে জরুরি ভিত্তিতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার গুলশানের বাসভবন ফিরোজা থেকে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে গতকাল সোমবার ভোর ৪ ৭-এর পাতায় দেখুন

কোটা আন্দোলনকারীদের ৬৫ সদস্যবিশিষ্ট সমন্বয় কমিটি ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার : কোটা আন্দোলন বাস্তবায়নে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদের নিয়ে 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের' ব্যানারে ৬৫ সদস্যবিশিষ্ট সমন্বয় কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার ২৩ সমন্বয়ক ও ৪২ সহ-সমন্বয়কের এ কমিটি ঘোষণা করা হয়। সমন্বয়করা হলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নাহিদ ইসলাম, সারজিস আলম, হাসনাত আব্দুল্লাহ, আসিফ মাহমুদ, মো. মাহিন সরকার, আবদুল কাদের, আবু বাকের মজুমদার, আবদুল হান্নান মাসুদ, আদনান আবির, জামান মৃধা, মোহাম্মদ সোহাগ মিয়া, নুসরাত তাবাসসুম, রাফিয়া রেহনুমা হৃদি, মুমতাহীনা মাহজাবিন মোহনা, আনিকা তাহসিনা, উমামা ফাতেমা, আলিফ হোসাইন ও কাউসার মিয়া। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আরিফ সোহেল, চট্টগ্রাম ৭-এর পাতায় দেখুন

লাগামহীন পেঁয়াজের বাজার দফায় দফায় বাড়ছে দাম

স্টাফ রিপোর্টার : গত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে অস্থিরতা বিরাজ করছে পেঁয়াজের বাজারে। কোরবানির ঈদের আগে থেকে দফায় দফায় বেড়ে চলেছে নিত্যপ্রয়োজনীয় এ পণ্যটির দাম। বাজার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকা সংশ্লিষ্টরা যেন কোনোভাবেই ঊর্ধ্বমুখী এ পণ্যটির দামের লাগাম টেনে ধরতে পারছেন না। পেঁয়াজের দাম প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকার কারণ হিসেবে সরবরাহ সংকটের কথা বলছেন বিক্রেতারা। যদিও রাজধানীর বিভিন্ন বাজার ঘুরে সরবরাহের সংকট দেখা যায়নি। বরং ক্রেতারা এর পেছনে ব্যবসায়ীদের অসাধু মনোভাবকে দায়ী করছেন। গতকাল সোমবার রাজধানীর কারওয়ান বাজার ও পশ্চিম রাজাবাজার ঘুরে দেখা যায়, বাজারগুলোতে পেঁয়াজের কোনো সংকট নেই। প্রতিটি দোকানেই সাধারণ সময়ের মতোই যথেষ্ট পরিমাণ পেঁয়াজ রয়েছে। দাম বাড়ায় পেঁয়াজ বিক্রি কিছুটা কমলেও চাহিদায় বড় ধরনের পরিবর্তন আসেনি। কারওয়ান বাজারের পাইকারি পেঁয়াজ বিক্রেতারা জানান, বর্তমানে প্রতিপাল্লা (পাঁচ কেজি) পাবনা ও রাজশাহীর পেঁয়াজ ৫২০ টাকা থেকে ৫৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ফরিদপুরের পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৫০০ টাকা থেকে ৫১০ টাকা। আর ভারতীয় পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৪৯০ থেকে ৫০০ টাকা পাল্লা। এক সপ্তাহ আগে এ বাজারেই প্রতিপাল্লা পাবনা ও রাজশাহীর পেঁয়াজ ৪৬০ টাকা, ফরিদপুরের পেঁয়াজ ৪২০ টাকা ও ভারতীয় পেঁয়াজ ৪৪০ টাকা বিক্রি হয়েছিল। অর্থাৎ গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে প্রায় সব ধরনের পেঁয়াজের দাম পাল্লায় ৫০ থেকে ৯০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। কেজি হিসেবে বেড়েছে ৫ টাকা থেকে ১০ টাকা পর্যন্ত। কোরবানির ঈদের আগে এ বাজারে প্রতিপাল্লা পাবনা ও রাজশাহীর পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছিল ৪০০ টাকা, ফরিদপুরের পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছিল ৩৮০ টাকা ও ভারতীয় পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছিল ৩৫০ টাকায়। ৭-এর পাতায় দেখুন

অভিযোগ গঠন বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে ড. ইউনূসের আবেদন

স্টাফ রিপোর্টার : গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক-কর্মচারীদের লভ্যাংশ আত্মসাতের মামলায় অভিযোগ গঠনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছেন। আবেদনটিতে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের আদেশ বাতিল চাওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার ড. ইউনূসের আইনজীবী ব্যারিস্টার আবদুল্লাহ আল মামুন এ আবেদন করেন। তিনি বলেন, বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি কাজী ইবাদত হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে আবেদনটির ওপর শুনানি হবে। গত ২ জুন অভিযোগ গঠনের ওপর উভয় পক্ষের শুনানির শেষে বিষয়টি আদেশের জন্য রেখেছিলেন আদালত। ড. ইউনূসসহ আসামিদের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল মামুন। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) ৭-এর পাতায় দেখুন

এনআইডি সংশোধন

৬৫ হাজার আবেদন ঝুলে আছে

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংশোধনে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) হালনাগাদ করে মাঠ কর্মকর্তাদের ক্ষমতা দেওয়ায় ভোগান্তি আরো বেড়েছে। এতে এক মাসে ৬৫ হাজার আবেদন নতুন করে ঝুলে গেছে। নির্বাচন কমিশন (ইসি) কর্মকর্তারা জানান, এনআইডি সংশোধনের আবেদন ক্যাটাগরির ভিত্তিতে হয়। এক্ষেত্রে ক, ক-১, খ, খ-১, গ, গ-১ ও ঘ; এ সাতটি ক্যাটাগরিতে ফেলা হয় আবেদনগুলো? অর্থাৎ কোনো আবেদন জমা পড়লে সেগুলোর সমস্যার ধরণ বুঝে ক্যাটাগরিতে ফেলেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা। ক্যাটাগরি হয়ে গেলে সে অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা আবার সংশ্লিষ্ট আবেদন নিষ্পত্তি করেন। জানা গেছে, আগে ইসির এনআইডি শাখার ১০ কর্মকর্তা ১০ অঞ্চলে আবেদনগুলো ক্যাটাগরি করতেন। সম্প্রতি এসওপি সংশোধনে ১০ অঞ্চলে ২০ কর্মকর্তাকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে কার্যক্রম ত্বরান্বিত না হয়ে আরও ঝুলে গেছে। গত এক মাসে ৬৫ হাজার আবেদন ক্যাটাগরিহীন অবস্থায় রয়েছে, যেখানে আগে ১০ হাজারের মতো ঝুলে থাকতো। এ অবস্থায় সেবাগ্রহীতাদের ভোগান্তি বেড়েছে। ৭-এর পাতায় দেখুন

জনগণের কাছে আস্থা হারিয়েছে সরকার : জি এম কাদের

রংপুর প্রতিনিধি : সরকার জনগণের কাছে আস্থা হারিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা জি এম কাদের। গতকাল সোমবার বিকেলে ৪ দিনের সফরে এসে রংপুর সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন। জিএম কাদের বলেন, বর্তমানে সরকার জনগণের কাছে আস্থা হারিয়েছে। তারা নিজেরাই আস্থাহীনতায় ভুগছে, ফলে আন্দোলনকারীরা পিছু হটছেন না। জনগণের মনের কথা না বুঝে পদক্ষেপ নেওয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। নিজ অর্থায়নে তিস্তা প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে, এটি উত্তর জনপদের মানুষের প্রাণের দাবি বলে উল্লেখ্য করে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান বলেন, সরকারের মেঘা প্রকল্প হতে পারে তিস্তার পানিচুক্তি ও নিজ অর্থায়নে তিস্তা প্রকল্প বাস্তবায়ন।
শিক্ষার্থীদের কোটা বিরোধী আন্দোলন ও শিক্ষকদের পেনশন স্ক্রীমের আন্দোলন যৌক্তিক বলে মনে করেন জাপা চেয়ারম্যান। তাই ৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে দুই নারীসহ ৪ জনের অস্বাভাবিক মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে পৃথক ঘটনায় দুই নারীসহ চার জনের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। তারা হলেন মুগদায় সুমি আক্তার (৩০), মিরপুরে রাজিয়া আক্তার (১৮), বিমানবন্দরে মো. ইব্রাহিম দিপু (২৭), বনানীতে ইমরান হক (৫০)। গত রোববার রাতে পৃথক ঘটনায় তারা মারা যান। সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ গতকাল সোমবার সকালে ময়নাতদন্তের জন্য লাশগুলো ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছেন। মুগদা থানার এসআই আঙ্গুরা আক্তার সীমা জানান, গত রোববার দিবাগত রাত দেড়টায় মুগদা জেনারেল হাসপাতাল থেকে সুমী আক্তারের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। সুমী পারিবারিক কলহে কীটনাশক (বিষ) পানে অসুস্থ হন বলে দাবি তার স্বজনদের। তারাই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে সুমী আইসিইউতে মারা যান। তিনি লক্ষ্মীপুর রায়পুর উপজেলার চরবংশি গ্রামের ইসমাঈলের কন্যা। ৭-এর পাতায় দেখুন

দু'বছর না যেতেই বিকল হচ্ছে ট্রেনের নতুন ৩০টি ইঞ্জিন। বির্তকের পরও সাড়ে ৯০০ কোটি টাকায় কেনা হয় মিটারগেজ লোকোমোটিব গুলো। ছবিটি সোমবার চট্টগ্রামের লোকোশেড থেকে তোলা

সোনামসজিদ স্থল বন্দরে পানামা পোর্টে অনিয়ম ও দূর্নীতির অভিযোগ, কমেছে আমদানী

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধিঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ স্থলবন্দরের পানামা পোর্টে অনিয়ম ও দূর্নীতির অভিযোগ দীর্ঘদিনের । ফলে ব্যাপকহারে কমেছে ভারত থেকে পণ্য আমদানী। সরকার হারাচ্ছে রাজস্ব, ব্যবসায়ীরা হতাশ এবং এই বন্দর ছেড়ে অন্য বন্দরে পাড়ী জমাচ্ছে ব্যবসায়ীরা । কিন্তু পানামা কর্তৃপক্ষ বলেছেন পণ্য আমদানী কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো ডলার সংকট । সরজমিনে পানামা পোর্টের আমদানী রপ্তানী কারক ও পাথর ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে পানামা পোর্টের মধ্যে পাথর লোড আনলোড হয় না । পাথর লোড-আনলোড হয় পানামা পোর্টের বাইরে কিন্তু লোড-আনলোড শ্রমিক চার্জ দিতে হয় আমদানী কারকদের। পানানা কর্তৃপক্ষ আমদানী রপ্তানীকারকদের নিকট হতে গাড়ি লোড-আনলোড শ্রমিক চার্জ বাবদ টন প্রতি ৬৯.৬৯ দ্ধ২ = ১৩৯.৩৮ টাকা ও ১৫%ভ্যাট সহ ১৬০.২৮ আদায় করেন এবং পরে আবার আমদানী-কারকদের ফেরত দেন ৫২টাকা। বাকী ১০৮.২৮ টাকার কোন খোঁজ নেই। গত ১০মার্চ ২০২৪খ্রী: তারিখের শ্রমিক চার্জের একটি বিলের কপিতে দেখা গেছে ৫৪০ মেট্রিক টন পাথরের শ্রমিক চার্জ নিয়েছেন ভ্যাট সহ ৮৬হাজার ৫৫১.২০ টাকা। আমদানী-রপ্তানীকারকদেরকে ফেরত দিয়েছেন ২৮হাজার ৮০টাকা। ভ্যাট সহ বাকী ৫৮হাজার ৪৭১.২০ টাকা পানামাপোর্ট কর্তৃপক্ষের কাছে। আমদানী রপ্তানীকারকদের দাবী হলো ১৫% ভ্যাট বাদে বাকী সব টাকাই আমরা ফেরত পাবো। কারণ আমরা পানামা পোর্টের মধ্যে পাথর লোড- আনলোড করিনা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থল বন্দরের কয়েকজন জানান নিয়ম অনুযায়ী পানামাপোর্টের ৫নং গেট দিয়ে রাত ১০টার পর পণ্যবাহী ট্রাক বের হতে পারবে না । কিন্তু পানামা পোর্টের একটি সিন্ডিকেটের দ্বারা ১০০-২০০ টাকা চাঁদা আদায়ের মাধ্যমে রাত ১০টার পরে প্রতিদিনই প্রায় ২০-২৫টি করে পণ্য বাহী ট্রাক বের হয়। শুধু তাই নয় ৩নং গেট দিয়ে বাংলা খালি ট্রাক সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত প্রবেশ করার নিয়ম থাকলেও পানামা কর্তৃপক্ষ বিকাল সাড়ে ৫টার মধ্যে সেই গেট

শিবগঞ্জে রাসেল ভাইপার সাপের বাচ্চার ছোবলের শিকার এক কৃষক

স্টাফ রিপোর্টার : চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার পদ্মার চরে মিলন নামে এক কৃষককে সাপে কেটেছে বলে জানা গেছে,বর্তমানে ওই কৃষক শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।আজ

সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে, জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার পদ্মা পাড়ের চরলক্ষীপুর এলাকায় এ সাপে কাটার ঘটনা ঘটে। আহত কৃষক উপজেলার পাঁকা ইউনিয়নের বোগলাউড়ি জাইটপাড়া গ্রামের তোবজুল হকের ছেলে। জানা গেছে, মিলন সকাল থেকে চরলক্ষীপুর এলাকার একটি চরে চীনা ফসল কাটছিলো। এ সময় তাকে কামড় দেয় একটি সাপের বাচ্চা। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় সাপটি জীবিত ধরে রোগীসহ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে সহযোগীরা। পরে সেখানে ভর্তি করে চিকিৎসা দেয়া হয় মিলনকে। এদিকে, হাসপাতালে আসার পর চিকিৎসকরা নিশ্চিত করেন যে সাপ তাকে কামড়িয়েছে সেটি রাসেল ভাইপারের বাচ্চা। শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক সেলিম রেজা জানান, সাপে কাটা রুগীর চিকিৎসা চলছে, সে এখন সুস্থ এবং স্বাভাবিক আছে।

ভারতে হারানো মোবাইল উদ্ধার হলো চট্টগ্রামে

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের কলকাতা শহরে হারানো আইফোন ১৪ প্লাস মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে চট্টগ্রাম থেকে। নগরের কোতোয়ালী থানাধীন নিউমার্কেট এলাকার জলসা মার্কেটে থেকে মোবাইল ফোনটি উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মহানগর গোয়েন্দা (বন্দর ও পশ্চিম) বিভাগ। গোয়েন্দা পুলিশ জানিয়েছে, মোবাইল ফোনটি ভারত থেকে চোরাই পথে ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের হাত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। সিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) কাজী মো. তারেক আজিজ জানান, কিছুদিন আগে একজন ভারতীয় নাগরিকের আইফোন ১৪ প্লাস মোবাইল কলকাতায় হারিয়ে যায়। পরে তিনি সেখানকার মহেশতলা থানায় জিডি করেন। মোবাইল হারানোর কিছুদিন পর বাদীর কাছে একটি ই-মেইল যায়। এতে বলা ৭-এর পাতায় দেখুন

দুবাইয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ বাংলাদেশি নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে এক সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ বাংলাদেশি প্রবাসী নিহত হয়েছেন। গত রোববার বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- নবাবগঞ্জ উপজেলার বালেঙ্গা গ্রামের শেখ ইব্রাহীমের ছেলে ইবাদুল ইসলাম, আবদুল হাকিমের ছেলে মো. রাশেদ, লুৎফর রহমানের ছেলে মো. রানা, শেখ ইরশাদের ছেলে মো. রাজু এবং দোহার উপজেলার দোহার বাজার এলাকার মো. মঞ্জুর ছেলে মো. হিরা মিয়া। তারা সবাই সংযুক্ত আরব আমিরাতের আজমান প্রদেশে একই কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন। নিহতদের মধ্যে চারজনই জয়কৃষ্ণপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা। নিহতদের স্বজনদের বরাত দিয়ে নবাবগঞ্জ উপজেলার জয়কৃষ্ণপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রেশমা আক্তার বলেন, গত রোববার সকালে গাড়িতে করে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে তাদের গাড়িটি দুর্ঘটনায় পড়ে বিস্ফোরিত হয়। এতে ওই পাঁচজনের মৃত্যু হয়।

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

পাঁচ মন্ত্রীর রুদ্ধদ্বার বৈঠক

সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে আসেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। একই সময়ে আসেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বেগম শামসুন্নাহার চাঁপা। তারা দুজনও যোগ দেন বৈঠকে এ সময় দলীয় দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়াও উপস্থিত ছিলেন। এক ঘণ্টা বৈঠক শেষে দুপুর সোয়া ২টার দিকে দপ্তর কক্ষ ত্যাগ করেন মন্ত্রীরা। প্রথমেই ওবায়দুল কাদের বের হন। তবে, তিনি এ সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে কোনো কথা বলেননি। ওবায়দুল কাদেরের পর বেরিয়ে আসেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। তিনিও গণমাধ্যমের সঙ্গে কোনো কথা বলেননি। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হন বৈঠকে অংশ নেওয়া শিক্ষামন্ত্রী এবং তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী। তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, সামগ্রিক বিষয় নিয়ে কথা বলেছি। রাজনৈতিক, সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে কথা বলেছি এটা রুটিন আলোচনা। কোটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। নির্দিষ্ট একটা বা দুইটা বিষয় নিয়ে নয়, সামগ্রিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে আজকের বসার বিষয়টা আপনারা জেনেছেন, এই বসাটা নিয়মিত। এভাবে আমরা নিয়মিত বসি। বিভিন্ন জায়গায় বসা হয় শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি, আসলে এই মুহূর্তে গণমাধ্যমের সঙ্গে আলোচনার করার মতো বিষয় না। কোটা আন্দোলন প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আদালতে যে বিষয়টি বিচারাধীন আছে, আমরা এ বিষয়ে এই মুহূর্তে কোনো মন্তব্য করব না। সেটা আদালতের বিষয়। আদালত থেকে যেভাবে সিদ্ধান্ত আসবে, সেভাবে হবে। আমাদের অবস্থান হচ্ছে, যেহেতু আদালতে বিষয়টি বিচারাধীন আছে, সে বিষয়ে আমরা মন্তব্য করব না। অপেক্ষা করতে হবে। সরকার তো আপিল করেছে। সুতরাং, আমি এ বিষয়ে মন্তব্য করব না।

নতুন অর্থবছরের শুরুতেই রেমিট্যান্স

প্রতিদিন এসেছিল ৬ কোটি ৫৭ লাখ ৭১ হাজার ৬৬৭ ডলার। আর পুরো বছরে গড় প্রবাসী আয় এসেছিল ৬ কোটি ৫৫ লাখ ২১ হাজার ২৮৮ মার্কিন ডলার। এ হিসাবে চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছর প্রবাসী আয় নিম্নমুখী ধারায় সূচনা করলো। ৬দিনে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে রেমিট্যান্স এসেছে ৩ কোটি ৭২ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার। কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ২ কোটি ৮৬ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার। বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৩০ কোটি ৩৩ লাখ ১০ হাজার মার্কিন ডলার। আর বিদেশি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ১২ লাখ ৮০ হাজার ডলার।

৪ বিভাগে ভারী বৃষ্টিপাতের আভাস

সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বুধবার সকাল থেকে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের কিছুকিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে। বর্ধিত পাঁচ দিনে বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে।

নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ঘাটতি

সম্ভব হচ্ছে না। ব্লেন্ডেড শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক দক্ষ ও অভিজ্ঞ অধ্যাপকদের নিয়ে রিসোর্স পুল গঠন করে শিখন ঘাটতি দূর করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। সব বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্লেন্ডেড শিক্ষা পদ্ধতি বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়ে ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে সময়োপযোগী বেশকিছু নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু, এসব নীতিমালার বাস্তবায়ন অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলসহ সংশ্লিষ্টদের এসব নীতিমালা বাস্তবায়নে আন্তরিক হওয়ার পরামর্শ দেন অধ্যাপক আলমগীর। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক হাসিনা খান বলেন, চলতি বছরের মধ্যে ব্লেন্ডেড শিক্ষা বিষয়ক মহাপরিকল্পনার খসড়া চূড়ান্ত করা হবে। এ লক্ষ্যে ইউজিসি অংশীজনদের সঙ্গে সভা করেছে। ব্লেন্ডেড শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা অংশগ্রহণমূলক করা, শিক্ষার্থীদের মানসিক দক্ষতা ও সমস্যার সমাধানসহ আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা সক্ষম হবে। ব্লেন্ডেড শিক্ষা পদ্ধতি বাস্তবায়নে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় আইসিটি অবকাঠামো গড়ে তোলার কথা জানান তিনি। সভায় ‘উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ব্লেন্ডেড শিক্ষা মহাপরিকল্পনা’ তুলে ধরেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের প্রফেসর ড. মুহাইমিন আস সাকিব এবং ‘ব্লেন্ডেড লার্নিং রোডম্যাপ: কষ্ট মডেলিং অ্যান্ড অ্যাস্টিমেশন’ বিষয় তুলে ধরেন বাংলাদেশ রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন নেটওয়ার্কের (বিডিরেন) সিইও মোহাম্মদ তৌরিত। ইউজিসি’র অতিরিক্ত পরিচালক বিষ্ণু মল্লিকের সঞ্চালনায় কর্মশালায় ঢাকা ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলের ৩১টি পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, আইকিউএসি ও আইসিটি’র পরিচালক ও প্রতিনিধিরা অংশ নেন। উল্লেখ্য, সশরীরে ও অনলাইন শিক্ষা সমন্বিত করে উচ্চশিক্ষার জন্য ‘ব্লেন্ডেড লার্নিং’ নীতিমালার খসড়া চূড়ান্ত করেছে ইউজিসি। উচ্চশিক্ষায় বাংলাদেশ যেন পিছিয়ে না পড়ে সে বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে খসড়া নীতিমালায়। এছাড়া, ক্লাসরুম শিক্ষা অধিক অংশগ্রহণমূলক করা, শিক্ষার্থীদের কার্যকরভাবে শিক্ষন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং শিখন প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক প্রভাব রাখার উদ্দেশ্যে এই নীতিমালা করা হয়।

২০২৪ সালে ইতিহাসের সবচেয়ে

উৎস শুকিয়ে গেছে। লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজের অধীন গবেষণা সংস্থা গ্রেন্থাম ইনস্টিটিউটের জলবায়ু বিশেষজ্ঞ ফ্রেডেরিক ওটো রয়টার্সকে এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘এখন বিশ্বজুড়ে এল নিনো আবহাওয়া প্যাটার্ন চলছে। এই ধরনের আবহাওয়া পরিস্থিতিতে গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত উষ্ণতা স্বাভাবিক; তবে গত জুনে যে তাপমাত্রা দেখেছে বিশ্বড় তার প্রধান কারণ এল নিনো আবহাওয়া প্যাটার্ন নয়, বরং অতিমাত্রায় জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ও গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসরণ।’ ‘আমার ধারণা, ২০২৪ সাল শিগগিরই বিশ্বের ইতিহাসে উষ্ণতম বছর হতে যাচ্ছে, কারণ রাতারাতি জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ও গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ হ্রাস করা সম্ভব নয়,’ রয়টার্সকে বলেন ফ্রেডেরিক।

দেশের রপ্তানি আয়ের হিসাবে

তথ্যের ভিত্তিতেই তারা রপ্তানির তথ্য প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে, এনবিআর কর্মকর্তারা সরাসরি এবিষয়ে কোনো কথা বলছেন না। এনবিআরকে দায়ী করে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু জানান, এনবিআরের দিক থেকেই একাধিকবার গণনার ফলে এ সমস্যা হয়েছে। তারা এই দায় স্বীকারও করেছেন। এদিকে, ২০ মাসের রপ্তানি হিসাব থেকে ২ হাজার ৩০০ কোটি মার্কিন ডলারের গলমিলের ঘটনায় এনবিআর ও ইপিবির ওপর দায় চাপিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সরকারকে দেওয়া চিঠিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানায়, এক বৈঠকে এনবিআরের প্রতিনিধি ইতোমধ্যে তাদের পর্যবেক্ষণের কথা জানিয়েছেন। সেখানে তিনি জানান, একই পণ্য রপ্তানির জন্য একাধিক রপ্তানি হিসাব রয়েছে, যা সার্ভারে নতুন করে ইনপুট দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশ ব্যাংক তফসিলি ব্যাংকের শাখা থেকে রপ্তানি আয়ের তথ্য সংগ্রহ করে। ফলে সেই তথ্য-উপাত্তের সঙ্গে প্রকৃত রপ্তানির তেমন পার্থক্য থাকে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের সংগ্রহ করা এবং ইপিবি প্রকাশিত রপ্তানি তথ্যের মধ্যে অসঙ্গতির কারণ চিহ্নিত করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরও জানায়, একই রপ্তানি তথ্য এবং পণ্যের এইচএস কোড একাধিকবার ইনপুট করা হয়েছে। পণ্যের কাটিং, মেকিং ও ট্রিমিংয়ের ক্ষেত্রে শুধু ম্যানুফ্যাকচারিং চার্জ দিতে হয়। তবে কাপড়সহ সব অংশের হিসাব রেখেছে ইপিবি। ইপিবি অনেক সময় নমুনা পণ্যের দামও ইনপুট করেছে, যা নমুনা পণ্যের মূল্য হিসেবে আসার কথা নয়। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান জানান, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) থেকে যে পরিমাণ পণ্য রপ্তানি হয়েছে তা ডাবল কাউন্ট (দুবার গণনা করা বা দুবার যোগ করা) করায় তথ্যে গরমিল হয়েছে। তিনি বলেন, এনবিআরের কাজই হচ্ছে, যারা বেশি রাজস্ব দেয় তাদের ওপর আরও ট্যাক্সের বোঝা চাপানো। এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এনবিআরকে ডিজিটালাইজড করা গেলে এ প্রবণতা কমবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে ইপিবির সমন্বয়েরও অভাব রয়েছে উল্লেখ করে সালমান এফ রহমান বলেন, ইপিজেড থেকে যে পরিমাণ পণ্য রপ্তানি হয়েছে, ইপিবি তা ডাবল গণণা করায় রপ্তানি আয়ের তথ্যে গরমিল হয়েছে।

কাস্টমস কমিশনার এনামুলের

কারপার্কি স্পেসহ ১৮৩৫ বর্গফুট ফ্ল্যাট, যার মূল্য ৫১ লাখ ২৯০০ হাজার টাকা। এছাড়া কারপার্কিংসহ কাকরাইলে ১৯০০ বর্গফুট ও ৩৮০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট, যার মূল্য ২ কোটি ৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা। গাজীপুরে ৬২ লাখ ৪০ হাজার টাকার পাঁচ কাঠা জমি। মোহাম্মদপুরে তিনটি বাণিজ্যিক ভবনে চার হাজার বর্গফুটের তিনটি স্পেস। যার প্রতিটির মূল্য ৭১ লাখ ৩৫ হাজার করে। এছাড়া মোহাম্মদপুরে ১০ হাজার ৯৬৫ বর্গফুটের স্পেস রয়েছে যার মূল্য দুই কোটি ৩৫ লাখ ৯০ হাজার টাকা। এ ছাড়া গুলশানের ৭২ লাখ টাকার ২৪২৮ বর্গফুটের ফ্ল্যাট এবং বাড্ডায় চার কাঠা নাল জমি যার মূল্য ১৪ লাখ ৫৫ হাজার টাকা। ঘুষ-দুর্নীতির মাধ্যমে ৯ কোটি ৭৬ লাখ ৯৭ হাজার টাকা মূল্যের অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭(১) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়।

বাড়ছে ডেঙ্গু, সিটি করপোরেশন

স্বাস্থ্য অধিদফতরের তথ্য বলছে, এই বছরের জানুয়ারিতে ১ হাজার ৫৫ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩৩৯, মার্চে ৩১১, এপ্রিলে ৫০৪, মে’তে ৬৪৪, জুনে ৭৯৮ এবং জুলাইয়ে এখন পর্যন্ত ৩২৭ জন রোগী ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে ভর্তি হয়েছেন। কীটতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ড. কবিরুল বাশার বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘আমরা ঢাকার বিভিন্ন এলাকা এবং ঢাকার বাইরেও এডিস মশা নিয়ে কাজ করছি। চট্টগ্রাম, বরিশাল, বরগুনা, কক্সবাজার, গাজীপুর, চাঁদপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি শুধু ঢাকা নয়, ঢাকার বাইরেও এডিস মশার ঘনত্ব বাড়ছে। মাঠপর্যায়ে ডেঙ্গুর বাহক মশার যে ঘনত্ব পাচ্ছি, অন্যান্য বছরের তুলনায় তা বেশি।’ তিনি আরও বলেন, ‘ডেঙ্গু এখন এমন একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেটিকে সরকার বা সিটি করপোরেশন একা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। পৃথিবীর কোনও দেশই জনগণের সম্পৃক্ততা ছাড়া ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সফল হয়নি। জনগণকেও যে যার অবস্থান থেকে নিজ নিজ বাড়ি ও বাড়ির আঙ্গিনায় এডিস মশার প্রজনন যেন না হয়, সেটি নিশ্চিত করতে হবে। সবার সম্মিলিত প্রয়াসে সঠিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারলে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।’ স্বাস্থ্য অধিদফতরের সাবেক পরিচালক ও জনস্বাস্থ্যবিদ অধ্যাপক ডা. বে-নজির আহমেদ বলেন, ‘ডেঙ্গু সংক্রমণ বৃদ্ধির সঙ্গে জলবায়ু তথা বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা সম্পৃক্ত। ২০০০ সাল থেকে যদি পরিসংখ্যান দেখা হয়, তাহলে দেখা যাবে গত ২৩ বছরে ধীরে ধীরে ডেঙ্গু সারা দেশে ছড়িয়েছে। অথচ ২০১৪ সাল পর্যন্ত রাজধানীর বিত্তশালী এলাকায় ডেঙ্গুর প্রকোপ ছিল। এখন কিন্তু সেখানে সীমাবদ্ধ।’

জনস্বাস্থ্যবিদ ডা. মুশতাক হোসেন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় পরিচ্ছন্ন অভিযান চালাতে হবে। স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর কিংবা জনপ্রতিনিধিদের এখানে সম্পৃক্ত করতে হবে। কাজটি প্রতিদিন করতে হবে, একদিন করেই বসে থাকলে হবে না। এটি জনগণের সম্পৃক্ততা ছাড়া সম্ভব না। সিটি করপোরেশনের কাছে এত জনবল নেই। একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা দাঁড় করাতে হবে। সেটি মানুষকে সম্পৃক্ত করে করা সম্ভব।’ অন্যদিকে স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম বলেছেন, ‘২০২৪ সালে বাংলাদেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতি এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় সন্তোষজনক অবস্থায় আছে। যদিও আমরা চাই, ডেঙ্গু পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে থাকুক। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে কারও মৃত্যু প্রত্যাশা করি না। কিন্তু পরিসংখ্যান বিবেচনায় আমরা এখনও ভালো অবস্থায় আছি।’ গত বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত ‘ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক জাতীয় কমিটি’ এর ২০২৪ সালের দ্বিতীয় সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, ‘বিগত বছরগুলোর চেয়ে এ বছর ঢাকা শহরের মানুষকে অধিক সচেতন করতে পেরেছি। জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে সিটি করপোরেশন থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত সবাই কাজ করে যাচ্ছে। জেলা, উপজেলা ও পৌরসভা পর্যায়ের গঠিত কমিটিগুলো যাতে সক্রিয়ভাবে কাজ করে সে বিষয়ে স্ব স্ব কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গত বছরের মতো এ বছরও দেশের সব জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারকে এ সংক্রান্ত পদক্ষেপ নিতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সিটি করপোরেশনসহ স্থানীয় সরকার বিভাগের সব প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। যে অঞ্চলগুলোতে বেশি মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে, আমরা সে অঞ্চলগুলোকে হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত করছি। তাৎক্ষণিকভাবে হটস্পটে প্রতিনিধি গিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে বৃত্তান্ত নিয়ে আক্রান্ত রোগীর অঞ্চল চিহ্নিত করে দ্রুত পদক্ষেপ নিচ্ছি।’

কোটাবিরোধীদের ধৈর্য ধরার

এখানে আদালত কতটুকু হস্তক্ষেপ করতে পারে সেটাই আমরা আদালতের সামনে তুলে ধরেছি। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে কোটা পদ্ধতি বাতিল করার আগ পর্যন্ত সরকারি চাকরিতে নিয়োগে ৫৬ শতাংশ পদ বিভিন্ন কোটার জন্য সংরক্ষণ করা হতো। এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য ছিল ৩০ শতাংশ, নারী ১০ শতাংশ, জেলা ১০ শতাংশ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৫ শতাংশ, প্রতিবন্ধী ১ শতাংশ কোটা। এই কোটা পদ্ধতি সংস্কারের দাবিতে ছয় বছর আগে ‘বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের’ ব্যানারে আন্দোলন গড়ে তোলেন শিক্ষার্থী ও চাকরি প্রত্যাশীরা। সে সময় এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন নুরুল হক নুরসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতি পর্যালোচনা করতে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলমের নেতৃত্বে ২০১৮ সালের ২ জুন একটি কমিটি করে সরকার। সব কাজ শেষে সরকারি চাকরির প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে কোনো কোটা না রেখে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের নিয়ম চালু করতে ২০১৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কাছে সুপারিশ জমা দেয় কমিটি। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন পাওয়ার পর ৩ অক্টোবর তা মন্ত্রিসভার বৈঠকে তোলা হলে সেখানে কোটা বাতিলের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়। পরদিন ৪ অক্টোবর কোটা পদ্ধতি বাতিল করে পরিপত্র জারি করেন জনপ্রশাসন সচিব।পরিপত্রে বলা হয়, নবম গ্রেড (আগের প্রথম শ্রেণি) এবং দশম থেকে ১৩তম গ্রেডের (আগের দ্বিতীয় শ্রেণি) পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান কোটা পদ্ধতি বাতিল করা হলো। এখন থেকে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হবে। এদিকে ২০২১ সালে কোটা পদ্ধতি বাতিলের এই পরিপত্রের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও প্রজন্ম কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সভাপতি অহিদুল ইসলাম তুষারসহ ৭ জন। রিটে প্রাথমিক শুনানির পর হাইকোর্ট একই বছরের ৭ ডিসেম্বর রুল জারি করেন। সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা নিয়ে সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে কোটা পদ্ধতি বাতিল করা পরিপত্র কেন স্বেচ্ছাচারী ও আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, জানতে চাওয়া হয় রুলে।মন্ত্রিপরিষদ সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সচিব, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যানসহ পাঁচ বিবাদীকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়। সেই রুলের চূড়ান্ত শুনানির পর গত ৫ মে মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলের সিদ্ধান্তকে অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন হাইকোর্ট। পরে রায়টি স্থগিত চেয়ে সরকার আপিল বিভাগের চেম্বার আদালতে আবেদন করে। গত ৯ জুন এ আবেদনের শুনানিতে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, হাইকোর্টের রায়ের পর সরকারি চাকরিতে ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটা ফিরে আসায় নানান রকম অসুবিধা হচ্ছে। কোটা থাকবে কি থাকবে না, এটা সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তের বিষয়। সরকারের নীতিনির্ধারণী বিষয়ে আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। অ্যাটর্নি জেনারেলের শুনানির পর অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল শেখ মোহাম্মদ মোরশেদ আন্দোলনের কথা তুললে চেম্বার বিচারপতি তাকে আদালতে আন্দোলন টেনে না আনার কথা বলে সতর্ক করেন। আর হাইকোর্টের রায়ে হস্তক্ষেপ না করে আবেদনটি শুনানির জন্য আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে পাঠিয়ে দেন। সেই ধারাবাহিকতায় গত ৪ জুলাই প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন ছয় বিচারপতির আপিল বিভাগে আবেদনটি শুনানির জন্য ওঠে। আপিল বেঞ্চ আদেশ দেন, সরকারি চাকরির প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা পদ্ধতি বাতিলের সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করা হাইকোর্টের রায় আপাতত বহাল থাকবে। পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ হলে রাষ্ট্রপক্ষকে লিভ টু আপিল (নিয়মিত আপিল) করতে বলেন আদালত। পাশাপাশি মামলার শুনানি মুলতবি রাখা হয়।

আওয়ামী লীগ নেতা বাবুল হত্যায়

শুক্রবার ঢাকা থেকে আক্কাস আলীকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। এরপর শনিবার সকালে আক্কাস আলীকে রাজশাহীতে আনা হয় এবং জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশের কার্যালয়ে নেওয়া হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর শনিবার দুপুরে পৌর মেয়র আক্কাসকে আদালতে তোলা হয়। কিন্তু মামলার নথি জজকোর্টে থাকায় পাঁচ দিনের রিমান্ডের আবেদন জানানো হলেও সেই দিন রিমান্ড শুনানি অনুষ্ঠিত হয়নি। মামলার নথি এলে পরে রিমান্ড আবেদনের শুনানির কথা ছিল।২২ জুন বাঘা পৌর মেয়র আক্কাস আলীর দুর্নীতি অনিয়মের প্রতিবাদে চলা মানববন্ধন কর্মসূচি চলাকালে আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপে ব্যাপক হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। মেয়রের দুর্নীতি ছাড়াও এলাকায় আধিপত্য বিস্তার ও উপজেলা দলিল লেখক সমিতির বাড়তি টাকা আদায়কে সমর্থন দেওয়া বা না দেওয়া নিয়ে ওই সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটেছিল। এ ঘটনায় থানা ও আদালতে এখন পর্যন্ত পাল্টাপাল্টি দুইটি মামলা হয়েছে। ঘটনার দিন প্রতিপক্ষের হামলায় উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম বাবুল গুরুতর আহত হন। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। জরুরি অস্ত্রোপচারের পর তাকে রামেক হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে (আইসিইউ) রাখা হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৬ জুন বিকেলে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় বাঘা উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহিনুর রহমান পিন্টু বাদী হয়ে মেয়র আক্কাসকে প্রধান করে ৩২ জন নামীয়সহ শতাধিক ব্যক্তিকে আসামি করে বাঘা থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। এছাড়া এ ঘটনায় আদালতেও মামলা হয়েছে। স্থানীয় আবুল কালাম (৩৫) নামের এক ব্যক্তি বাদী হয়ে ২৭ জুন রাজশাহীর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-১ ও দ্রুত বিচার আদালতে মামলাটি দায়ের করেছেন। ওই মামলায় মামলায় আসামি হিসেবে বাঘা উপজেলা দলিল লেখক সমিতির সভাপতি শাহিনুর রহমানসহ ৩২ জনের নামোল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া আরও ১শ থেকে ১৫০ জনকে অজ্ঞাতপরিচয় আসামি করা হয়েছে।

নতুন অর্থবছরের শুরুতেই রেমিট্যান্স

এসেছিল ৬ কোটি ৫৭ লাখ ৭১ হাজার ৬৬৭ ডলার। আর পুরো বছরে গড় প্রবাসী আয় এসেছিল ৬ কোটি ৫৫ লাখ ২১ হাজার ২৮৮ মার্কিন ডলার। এ হিসাবে চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছর প্রবাসী আয় নিম্নমুখী ধারায় সূচনা করলো। ৬দিনে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে রেমিট্যান্স এসেছে ৩ কোটি ৭২ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার। কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ২ কোটি ৮৬ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার। বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৩০ কোটি ৩৩ লাখ ১০ হাজার মার্কিন ডলার। আর বিদেশি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ১২ লাখ ৮০ হাজার ডলার।

সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব

লীগের সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দীন হাজারী সংবাদমাধ্যমকে জানান, ইফাত মতিউর রহমানের দ্বিতীয় স্ত্রীর ছেলে। এরপরই মতিউর রহমানের বিপুল সম্পদের সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হতে থাকে। একই সঙ্গে প্রকাশিত হয় দেশে ও বিদেশে তার সন্তান ও পরিবারের সদস্যদের বিলাসবহুল জীবনের খবর। গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, তার স্ত্রী, ছেলে-মেয়েসহ পরিবারের সদস্যদের নামে এখন পর্যন্ত ৬৫ বিঘা জমি, আটটি ফ্ল্যাট, দুটি রিসোর্ট ও পিকনিক স্পট এবং দুটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় দুদকে আবেদন এবং সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব যেন নেওয়া হয় ও সেগুলো যেন প্রকাশ করা হয়, তার নির্দেশনা চেয়ে উচ্চ আদালতে রিট আবেদন করা হয়। এ বিষয়ে রিটকারী আইনজীবী সুবীর নন্দী দাস বলেন, ‘রিটে আমি বলেছি, প্রথমত, কেন রিট করেছি, সেটা হলো যে আইনটি এগজিস্টিং (বর্তমানে) আছে সেটি বাস্তবায়ন করার জন্যে। সেই আইনটি যদি প্রপারলি বাস্তবায়ন করা যায় তা হলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি অনেকাংশে রোধ করা যাবে।’ ‘সম্পূর্ণ রোধ করা না গেলেও অনেকাংশ রোধ করা যাবে। আর সেখানে অবশ্যই নতুন আইনের প্রয়োজন আছে, ইথিক্যাল স্ট্যান্ডের জন্য, তাদের আচরণবিধির জন্য নতুন আইনের দরকার আছে। যদি নতুন আইন না হয় তা হলে আমাদের এগজিস্টিং যে আইনটি আছে, যদি সেটিও পুরোপুরি বাস্তবায়ন করে সেখানে অনেকাংশে রিফিউজ করা সম্ভব। আমরা নতুন আইন করার পাশাপাশি বর্তমান আইনটি বাস্তবায়নের জন্য বলেছি রিট আবেদনে।’ বলছিলেন সুবীর নন্দী দাস। তবে, গত ২৩ জুন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, সরকারি কর্মকর্তা চাকরিতে প্রবেশের সময় সম্পদের হিসাব দাখিল করেন এবং সময় সময় তারা সেটা জমাও দেন। এ নিয়ে নতুন করে কোনো আইন করার প্রয়োজন নেই বলে মনে করেন তিনি। জানা গেছে, পাঁচ বছর পরপর সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব জমা দেওয়ার বিধান ১৯৭৯ সালে চালু হয়। বর্তমানে দেশে প্রায় ১৫ লাখ সরকারি কর্মচারী আছেন। চাকরিজীবীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আচরণ বিধিমালায় নিয়ম যুক্ত করা হয়। দশকের পর দশক ধরে এ নিয়ম পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। যদিও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অণুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. মাসুদুল হাসান সাংবাদিকদের জানান, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাছে সরকারি কর্মচারীর সম্পদের হিসাব দেওয়ার বিধান রয়েছে। এটি একেবারে প্রতিপালিত হচ্ছে না তা বলা যাবে না। প্রচলিত আইনের প্রয়োগ জরুরি এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও সিনিয়র অ্যাডভোকেট মো. মোমতাজ উদ্দিন ফকির বলেন, ‘সরকারি কর্মচারীর সম্পদের হিসাব দেওয়ার বিধান রয়েছে, সেটি প্রয়োগ করা দরকার। নতুন আইন করতে হবে বলে আমি মনে করি না। বর্তমানের আইনটি প্রয়োগ না হলে পরে চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে।’

মোমতাজ উদ্দিন ফকির বলেন, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতিতে জিরো টলারেন্স দেখিয়েছেন। তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। আমরাও চাই দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ। দেশের মানুষও দেশটা দুর্নীতিমুক্ত হিসেবে দেখতে চায়। আমার মনে হয় সরকারের সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো সংস্থা, সচেতন নাগরিক এবং গণমাধ্যমকে ভূমিকা পালন করতে হবে। দেশের সবাই মিলে যদি শক্ত হাতে দুর্নীতি রোধ করার চেষ্টা না করা হয়, তাহলে লাল ফিতা বা আমলাতান্ত্রিকতার দৌরাত্ম্য এমন পর্যায়ে চলে যাবে তখন রশি টেনেও কোনো লাভ হবে না।’ সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পদ প্রকাশের আইন নিয়ে দুদকের প্রধান আইন কর্মকর্তা ও সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট মো. খুরশীদ আলম খান বলেন, ‘সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদ বিবরণী দাখিলের বিষয়ে আমি মনে করি যে আইন আছে সেই আইনটি প্রয়োগ করা দরকার। তার জন্য নতুন করে আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজন নেই। এই আইন প্রয়োগ করেই দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব। নতুন আইন করলে আরো জটিল প্রক্রিয়া ধারণ করবে।’

খুরশীদ আলম খান বলেন, সরকার, রাষ্ট্র, দেশ ও জাতির স্বার্থে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান থেকে দুর্নীতি দূর করতে হবে। সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে বর্তমান আইন যথেষ্ট নাকি নতুন আইন করার প্রয়োজন রয়েছে? এমন প্রশ্নের জবাবে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সংবিধান বাস্তবায়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মামুন মাহবুব বলেন, ‘নির্দ্বিধায় ও প্রচণ্ড আস্থার সঙ্গে বলছি, এ বিষয়ে নতুন কোনো আইনের প্রয়োজন নেই। আমাদের যে প্রচলিত আইন, বিশেষ করে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী নীতিমালা বিধি ১৯৭৯ অন্যান্য রুলস, বাস্তবায়ন হলেই দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব।’ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদের বিবরণী দাখিলের বিষয়ে আদেশ ও রুল জারির বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট সৈয়দ মামুন মাহবুব বলেন, ‘কোর্টের এতগুলো নির্দেশনা প্রতিপালন করতে পারবেন কি না এমন সিদ্ধান্তের বিষয়ে আদালত আমার মতামত জানতে চাইলে হাইকোর্টকে জানিয়েছি যে সম্ভব না হলেও অন্তত তিন মাসের মধ্যে একটা অগ্রগতি রিপোর্ট দিতে। সেটি করা সম্ভব হবে।’

সৈয়দ মামুন মাহবুব আরো বলেন, ‘সরকারের সংশ্লিষ্ট যারা দুর্নীতি দমন করতে চান, সরকার বা দুর্নীতি দমন কমিশন বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি দুই মাসের মধ্যে সরকারের সব মন্ত্রণালয়ের সচিব, দপ্তরের মহাপরিচালক, ঢাকার পুলিশ কমিশনার ও আইজিপির সম্পত্তির হিসাব নিতে পারেন এবং তাতে পুরাতন তথ্যের দরকার নেই।’ সৈয়দ মামুন মাহবুব যুক্তি তুলে ধরে বলেন, ‘চলতি বছরের জুলাই মাসে সম্পদের হিসাব নিয়ে আবার এক বছর পর আগামী বছরের জুলাইয়ের নির্দিষ্ট দিনে হিসাব নিক। এইটুকু করতে পারলেও দুর্নীতির বিষয়ে কাজে দেবে।’ ভারতে সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব দেওয়ার এই আইনটি আছে উল্লেখ করে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জানান, ভারতে যেদিন সরকারি কর্মকর্তা চাকরিতে যোগ দেন, সেদিন তার সম্পদের একটা হিসাব দেন। আবার যখন তিনি অবসরে যান তখন সম্পদের একটা হিসাব দেন। আপনারা জানেন ভারতের জাতীয় দুর্নীতি দমন কমিশন, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটসহ (ইডি) বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে চাকরিতে যোগদান এবং অবসরে যাওয়ার সম্পদের হিসাব যদি ১০ শতাংশের মধ্যে থাকে অর্থাৎ ১০ শতাংশ সম্পদ বাড়ে তা হলে তারা আর এগোয় না। ১০ শতাংশের বেশি সম্পদ হলেই তদন্ত শুরু করে। ‘এটা কোনো রকেট সায়েন্স না যে চাইলেই সব করা সম্ভব। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা বা আজ যিনি বিচারপতি (বিচারক) নিয়োগ পেলেন কিংবা অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে নিয়োগ পেলেন যদি উনার কাজে যোগদানের পর থেকেই তিনি প্রতি এক বছর পর পর তার হিসাব দেন, দুর্নীতি দমন করতে নতুন কোনো আইনের প্রয়োজন হবে না বা নেই।’ তবে সৈয়দ মামুন মাহবুব জোর দিয়ে বলেন, ‘দুর্নীতি দমন করতে নতুন কোনো আইনের দরকার নেই। শুধু রাজনৈতিক সদিচ্ছার দরকার, আপনি দুর্নীতি দমন করতে চান কি না।’ সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, কিছু মানুষ টাকা-পয়সা ও অবৈধ সম্পদের দিকে পা বাড়ায় আবার পরবর্তীসময়ে তারাই মামলা খেয়ে দেশ থেকে পালায়। তাহলে সেই অর্থ-সম্পদ বানিয়ে লাভটা কী হলো। প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে। সে যে কেউ হোক না কেন দুর্নীতি করলে কারও রক্ষা নেই। এ প্রসঙ্গ তুলে ধরে মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ বলেন, নিয়ম অনুসারে প্রতি পাঁচ বছর পর সরকারি কর্মচারী তাদের সম্পদের হিসাব জমা দেবেন। আগে তা প্রতি বছর দেওয়ার নিয়ম ছিল। এখন পাঁচ বছরেও অনেকে তা দিতে চান না। স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত জনপ্রশাসন গড়ে তোলার স্বার্থে এ আচরণবিধি কঠোর ও কঠিনভাবে সরকারের প্রয়োগ করা উচিত। ক্যাডার নিয়ন্ত্রণকারী অন্য মন্ত্রণালয় নিশ্চুপ থাকলেও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় যেহেতু আচরণবিধি জারি করেছে, তাই তাদের মুখ্য ভূমিকা নেওয়া উচিত। মনজিল মোরসেদ বলেন, আচরণবিধি না মানলে তা অসদাচরণ। তাই সম্পদের হিসাব না দিলে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করা উচিত। এতে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা ভীত হবেন এবং দুর্নীতি পুরোপুরি বন্ধ না হলেও নিয়ন্ত্রণে আসবে।

চীনে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী

কৃষিপণ্য রপ্তানি ও দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগের সমঝোতা স্মারকগুলো স্বাক্ষরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।’ চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ২০১৬ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। সে সময় দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ক কৌশলগত অংশীদারত্বে পৌঁছেছিল। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্বশেষ ২০১৯ সালের জুলাই মাসে বেইজিং সফর করেছিলেন। এর আগেও তিনি একাধিকবার চীন সফর করেছেন। দুই দেশ আগামী বছর তাদের প্রথম কূটনৈতিক সম্পর্কের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করবে। গত ২১ থেকে ২২ জুন ভারত সফরের ১৫ দিনের মধ্যেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর এই চীন সফর হচ্ছে। শেখ হাসিনার চীন সফরের দ্বিতীয় দিনে ৯ জুলাই এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের (এআইআইবি) প্রেসিডেন্ট জিন লিকুন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। এর পর প্রধানমন্ত্রী চীনের বেইজিংয়ের সাংগ্রি-লা সার্কেলে চীনের ওয়ার্ল্ড সামিট উইং-এ বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য, ব্যবসা ও বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধাবিষয়ক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন। একই দিন বিকেলে বেইজিংয়ের গ্রেট হল অব দ্য পিপল-এ প্রধানমন্ত্রী ও কনসাল্টেটিভ পার্টির প্রেসিডেন্ট মি. ওয়াংয়ের মধ্যে একটি বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী পরে তিয়েনানমেন স্কয়ারে পিপলস হিরোদের স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন। সন্ধ্যায় তিনি বেইজিংয়ে বাংলাদেশ হাউসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে চীনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আয়োজিত এক নৈশভোজে যোগ দেবেন। ১০ জুলাই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও চীনের স্টেট কাউন্সিলের প্রিমিয়ার লি কিয়াং-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক গ্রেট হল অব দ্য পিপলে হবে। এ সময় তাদের উপস্থিতিতে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ)সহ বেশকিছু নথিতে স্বাক্ষর করা হবে। পরে তিনি একই স্থানে চীনের স্টেট কাউন্সিলের প্রিমিয়ার আয়োজিত মধ্যাহ্ন ভোজসভায় যোগ দিবেন। বিকেলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেইজিংয়ের গ্রেট হল অব দ্য পিপলে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। চীন সফর শেষে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেইজিং ক্যাপিটাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে (বিজি১৭০৪) বেইজিং সময় ১১ জুলাই বেলা ১১টায় দেশের উদ্দেশে রওনা দিবেন। ফ্লাইটটি একই দিন বাংলাদেশ সময় দুপুর ২টায় ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করার কথা রয়েছে।

পিরোজপুরে ইউপি চেয়ারম্যান সাময়িক বরখাস্ত

স্টাফ রিপোর্টার : পিরোজপুর সদর উপজেলার শিকাদার মল্লিক ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম হাওলাদারকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব পূরবী গোলদার স্বাক্ষরিত ৭ জুলাইয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানা যায়। জানা গেছে, শহিদুল ইসলাম হাওলাদার শিকদার মল্লিক ইউনিয়ন পরিষদের দুইবারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান। তিনি জেলা আওয়ামী লীগ আইন বিষয়ক সম্পাদক।এ ইউনিয়নের পাঁচপাড়া বাজারে থাকা কালীমন্দির ভাঙচুর ও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি তিনি। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯-এর ৩৪(১) ধারা অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নিয়েছে মন্ত্রণালয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, একটি মামলার অভিযোগপত্র পিরোজপুরের চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত গ্রহণ করায় এবং পিরোজপুর জেলা প্রশাসকের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে শহিদুল ইসলাম হাওলাদারকে চেয়ারম্যান পদ থেকে সাময়িক বরাখাস্ত করা হয়েছে। পিরোজপুর জেলা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) সরদার ফারুক আহম্মেদ জানান, পিরোজপুর সদর উপজেলার শিকদার মল্লিক ইউনিয়নের একটি কালীমন্দির ২০১৮ সালের ৭ জুলাই ভাঙচুর এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে সুভাষচন্দ্র মিস্ত্রি নামে এক ব্যক্তি বাদী হয়ে পিরোজপুর সদর থানায় ওই বছরের ৭ অক্টোবর মামলাটি করেন। তাতে চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম হাওলাদারকে প্রধান আসামি করা হয়।পুলিশ তদন্ত শেষে ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম হাওলাদার ও তার সহযোগীদের নামে ২০২৩ সালের ৫ মে দণ্ডবিধির ১৪৩, ৪৪৭, ৩২৩, ৩২৫, ৩০৭, ২৯৫, ৩৭৯, ৪২৭, ৫০৬ এবং ১১৪ ধারায় আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে। পিপি আরও জানান, আদলত শহিদুল ইসলামের নামে চার্জ গঠন করলে তিনি কিছুদিন কারাভোগের পরে জামিনে মুক্তি পান। বরখাস্তকৃত চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম হাওলাদার জানান, তিনি এখনও চিঠি পাননি, তবে লোকমুখে শুনেছে। চিঠি হাতে পাওয়ার পর এর বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাবেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে কামড়ের পর সাপ নিয়ে হাসপাতালে কৃষক

স্টাফ রিপোর্টার : চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলায় ধানক্ষেতে কাজ করার সময় মিলন আলী নামে এক কৃষককে কামড় দিয়েছে বিষধর ‘রাসেলস ভাইপার’। পরে সাপের বাচ্চাটিকে জীবিত অবস্থায় ধরে বস্তায় ভরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন ওই কৃষকের ছোট ভাই। বর্তমানে মিলন আশঙ্কামুক্ত। গতকাল সোমবার দুপুরে উপজেলার পাঁকা ইউনিয়নের বোগলাউড়ি এলাকার একটি ধানক্ষেত থেকে ওই কৃষককে সাপে কাটে। মিলন ওই এলাকার তোবজুল হকের ছেলে। কৃষক মিলন জানান, তিনি পদ্মা নদীর পাড়ে জমিতে ধান কাটার পর ধানের বোঝা বানিয়ে মাথায় নেওয়ার পর তার শার্টটি নিতে গেলে শার্টের নিচে থাকা একটি সাপ তার পায়ে কামড় দেয়। এ সময় চিৎকার করলে স্থানীয় কৃষকরা এগিয়ে আসেন এবং তার পায়ে শক্ত করে তিনটি বাঁধন দিয়ে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এ সময় তার পরামর্শে তার ছোট ভাই সাপটিকে ধরে জীবিত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসে। তিনি আরও বলেন, সাপের ধরন চিহ্নিত করতে এবং সঠিক চিকিৎসা নিতেই তিনি সাপটি ধরে আনেন। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক মো. মামুন কবির জানান, আক্রান্ত ব্যক্তি একটি সাপের বাচ্চাসহ হাসপাতালে আসেন। এ সময় তার পায়ের বিভিন্ন স্থানে শক্ত বাঁধন দেওয়া ছিল এবং তিনি স্থানীয়দের সহায়তায় দ্রুত হাসপাতালে আসতে পারায় সাপের ধরন দেখে চিকিৎসা দেওয়া সহজ হয়। বর্তমানে তিনি আশঙ্কামুক্ত হলেও তাকে আরও ২৪ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। মিলনকে কামড় দেওয়া সাপটি একটি বাচ্চা সাপ এবং রাসেলস ভাইপার বলে নিশ্চিত করেন হাসপাতালের কর্তব্যরত ওই চিকিৎসক।

বিমসটেকের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক ১১ জুলাই

স্টাফ রিপোর্টার : ‘বিমসটেক’ বা বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টিসেক্টরাল, টেকনিকাল অ্যান্ড ইকোনমিক কোঅপারেশন। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাতটি দেশ নিয়ে আঞ্চলিক এ জোট গঠিত। আগামী ১১ জুলাই জোটভুক্ত দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে। ‘বিমসটেক’ এর সদস্য দেশগুলো হলো- বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মিয়ানমার, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড। এ আঞ্চলিক জোট মূলত বঙ্গোপসাগরের সীমান্তবর্তী দেশগুলোকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য কাজ করে। বিমসটেকের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে এ বছরের সেপ্টেম্বরে। শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের পুনরায় নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যোগ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। গত বছর থাইল্যান্ডের ব্যাংককে প্রথম বিমসটেক পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। গত মাসে নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, মরিশাস এবং সেশেলসের নেতারা রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রধানমন্ত্রী মোদীর শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নয়াদিল্লিতে ছিলেন। ১৯৯৭ সালে যাত্রা শুরু করা এ জোটে প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড সদস্য ছিল। ২০০৪ সালে এর সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৭। সার্ক তার গতি হারিয়ে ফেললে বিশেষ করে নয়াদিল্লির জোরালো সমর্থনে বিমসটেক প্রতিষ্ঠিত হয়। বিমসটেক এর বর্তমান মহাসচিব হলেন ইন্দ্র মণি পান্ডে। তিনি একজন ভারতীয় কূটনীতিক। এর স্থায়ী সচিবালয় ঢাকায় অবস্থিত, প্রধান হিসেবে একজন ভারতীয় কূটনীতিক পেয়েছে ঢাকা।

নওগাঁয় ভটভটি উল্টে ২ গরু ব্যবসায়ী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : নওগাঁর নিয়ামতপুরে ভটভটি উল্টে দুই গরু ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন, উপজেলার দামকুড়া গ্রামের শরিফ উদ্দিন (৬২) এবং একই উপজেলার বনগাঁ পাড়া গ্রামের তরিকুল ইসলামের ছেলে শামীম রেজা (২৮)। নিয়ামতপুর থানার ওসি আল মাহমুদ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, দুই ব্যবসায়ী দুপুরে ভটভটি যোগে গরু ক্রয়ের উদ্দেশ্যে উপজেলার ছাতড়া গরুর হাটে যাচ্ছিলেন। পথে নিয়ামতপুর-টিএলবি সড়কের সাংশইল ব্রিজ এলাকায় এলে ভটভটিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের খাদে পড়ে। এ সময় গাড়ির নিচে চাপা পড়ে দুইজন নিহত হয়। এ ঘটনায় আরও ৫ জন আহত হয়েছে। ওসি আরও জানান, সংবাদ পাওয়ার পর ঘটনাস্থল থেকে লাশ দুটি উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

নারায়ণগঞ্জে কাউন্সিলর আতিকুরের ৪ বাড়ি ক্রোকের আদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের তারাব পৌরসভার কাউন্সিলর আতিকুর রহমানের চারটি বাড়ি ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন আদালত। দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত রোববার ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মোহাম্মদ আসসামছ জগলুল হোসেন এ আদেশ দেন। গতকাল সোমবার দুদকের প্রসিকিউটর মীর আহমেদ আলী সালাম এ তথ্য জানিয়েছেন। দুদক সূত্রে জানা যায়, তারাবতে আতিকুরের ৩৮ শতক জমির ওপর নির্মিত চারতলা বাড়ি, চার শতক জমির ওপর নির্মিত চারতলা ও সাড়ে সাত শতক জমির ওপর নির্মিত ছয়তলা বাড়ি রয়েছে। এ ছাড়া তারাবতে পাঁচ শতক জমির ওপর আতিকুরের আরেকটি টিনশেড বাড়ি রয়েছে। ২০১৭ সালে তারাব পৌরসভায় আতিকুর ২৮ শতক জমি কেনেন। ২০১৮ সালে তিনি তারাব এলাকায় আরও চার শতক জমি কেনেন। একই বছর আতিকুর আরও দেড় শতক জমি কেনেন। আতিকুর রহমান ২০১৫ সালে প্রথম কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। এরপর তিনি আরও একবার কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন। ২০২০ সালে কাউন্সিলর আতিকুরের জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের বিষয়টি অনুসন্ধান শুরু করে দুদক। অনুসন্ধানে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগের সত্যতা পাওয়ার পর ২০২১ সালে আতিকুরকে তার সম্পদ বিবরণী জমা দেওয়ার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়। পরে দুদক কার্যালয়ে আতিকুর সম্পদের বিবরণী জমা দেন। সম্পদ বিবরণীর তথ্য পর্যালোচনা করে দুদক জানতে পারে, আতিকুর স্থাবর সম্পদ দেখিয়েছেন ৩ কোটি ৬১ লাখ টাকার। আর অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ উল্লেখ করেন আট লাখ ৬৪ হাজার টাকা। তবে দুদকের অনুসন্ধানে উঠে আসে, কাউন্সিলর আতিকুরের স্থাবর সম্পদের পরিমাণ ছয় কোটি ৭৫ লাখ টাকার। আর অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ৮০ লাখ টাকা। সব মিলিয়ে তার সম্পদের পরিমাণ সাত কোটি ৫৫ লাখ টাকা। অনুসন্ধানে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগের সত্যতা পাওয়ার পর গত ১৪ মার্চ তার বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। মামলার তথ্য অনুযায়ী, আতিকুরের গ্রহণযোগ্য বৈধ আয় ৪০ লাখ ৪৫ হাজার টাকা। তার ঋণের পরিমাণ এক কোটি ২০ লাখ টাকা। তার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের পরিমাণ পাঁচ কোটি ৯৪ লাখ টাকা।

বগুড়ায় রথযাত্রায় ৫ জনের মৃত্যুতে বিরোধীদলীয় নেতার শোক

স্টাফ রিপোর্টার : বগুড়ায় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের রথযাত্রায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পাঁচজনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান জি এম কাদের। গতকাল সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক শোকবার্তায় নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন বিরোধীদলীয় নেতা। শোকবার্তায় জি এম কাদের বলেন, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এমন শোকাবহ সংবাদে আমি ব্যক্তিগতভাবে মর্মাহত। এমন দুঃখজনক সংবাদে জাঁতি ব্যথিত। আমরা আশা করছি, আগামী দিনগুলোতে সব ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট সব মহল সচেতন থাকবেন। বগুড়ায় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের রথযাত্রায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পাঁচজনের মৃত্যুতে একইভাবে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন জাতীয় পার্টি মহাসচিব মো. মুজিবুল হক চুন্নু।

সোনামসজিদ স্থল বন্দরে পান

বন্ধ করে দেন এবং ১নং গেট দিয়ে গাড়ি প্রতি ১০০ টাকা নজরানার বিনিময়ে প্রতিদিন ২০/২৫ করে খালি ট্রাক প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। সূত্রটি আরো জানান, নাইট চার্জ নেওয়া পরেও ভারতীয় খালি গাড়ি বের হওয়ার সময় ২০০ রুপি চাঁদা আদায় করে যার কোন রশিদ দেওয়া হয় না। পানামার মধ্যে লেবার বকশিসের নামে গাড়ী প্রতি ১২০০-১৫০০ টাকা চাঁদা আদায় করা হয়, আরো অভিযোগ রয়েছে, পানামার জিএম বেলাল হোসেন এর নেতৃত্বে ৪/৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর একটি সিন্ডিকেট দূর্নীতিতে জড়িত। ওই সিন্ডিকেটে যাদের নাম পাওয়া গেছে তারা হলেন টিপু সুলতান, পোর্ট ম্যানেজার মাইনুল ইসলাম, সুমন (হিসাব রক্ষক) ও, সাব্বির হোসেন সৌবির । একমাত্র পানামা পোর্ট কর্তৃ পক্ষের অনিয়ম ও দূর্নীতির কারণেই পণ্য আমদানী ব্যাপক হারে কমেছে। গত দুই বছর আগে এ বন্দর দিয়ে প্রতিদিন প্রায় সাড়ে ৩ থেকে ৪শ ট্রাক পণ্য আমদানী হতো।এখন হয় মাত্র ১৫০ থেকে ২০০ ট্রাক। গোপন সূত্রে আরোজানা গেছে পানামাপোর্টে ভারতীয় পণ্যবাহী ট্রাক প্রবেশ ফি বাংলাদেশী ১৬০.২০ নেয়ার নিয়ম থাকলেও নেয়া হচ্ছে ১৮০রুপী। এ বিষয়ে আমদানী রপ্তানী কারক গ্রুপের সভাপতি কাজী সাহাবুদ্দিন বলেন, দূর্নীতি সবখানে হচ্ছে সোনামসজিদ পানামাপোট তার বাইরে নয়। তিনি আরো বলেন গত ০১-০৬-২০২৪খ্রী: তারিখে আমি বাংলাদেশ স্থল বন্দরের চেয়ারম্যান বরাবর একটি আবেদন করেছি। তাতে উল্লেখ আছে যে ভারতীয় পণ্যবাহী ট্রাকে এন্ট্রি ফি ১৮০রুপি আদায়, পানামার অবকাঠামে ইকুইপমেন্ট অপর্যাপ্ত থাকা সত্বেও পূনাঙ্গ চার্জ আদায় করে থাকে। পানামা পোর্টের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সিফাত আরা হক বলেন এখানে ভারতীয় রুপী নেয়া হয় না। বাংলাদেশী টাকা নেয়া হয়ে এবং ১৬০.২০টাকাই নেয়া হয়। এখানে কোন ধরনের অনিয়ম বা দূর্নীতি হয় না। পানামা পোর্টের জেনারেল ম্যানেজার বেলাল উদ্দিন বলেন অন্যান্য বন্দরে সাথে মিল রেখেই বন্দরের নিয়ম অনুযায়ী সোনামসজিদ স্থল বন্দরের পানামা পোর্টের সমস্ত কার্যক্রম চলছে। কোন অনিয়ম বা দুর্নীতি হয় না।

কোটা আন্দোলনকারীদের ৬৫

বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসেল আহমেদ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আসাদুল্লাহ আল গালিব, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের, মো. তৌহিদ আহমেদ আশিক, ইডেন মহিলা কলেজের সাবিনা ইয়াসমিন। সহ-সমন্বয়ক হিসেবে আছেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিফাত রশিদ, হাসিব আল ইসলাম, আব্দুল্লাহ সালেহীন অয়ন, নিশিতা জামান নিহা, রেজোয়ান রিফাত, মেহেদী হাসান, মো. আবু সাঈদ, নুমান আহমাদ চৌধুরী, রিজভি আলম, সানজানা আফিফা অদিতি, ফাহিম শাহরিয়ার, গোলাম রাব্বি, কুররাতুল আন কানিজ, মিনহাজ ফাহিম, মো. মহিউদ্দিন, মেহেদী হাসান মুন্না, সরদার নাদিম সরকার শুভ, রিদুয়ান আহমেদ, নূরুল ইসলাম নাহিদ, রাইয়ান ফেরদৌস, সাব্বির উদ্দিন রিয়ন, হামজা মাহবুব, এবি যুবায়ের, তানজিলা তামিম হাপসা, বায়েজিদ হাসান, শাহেদ, মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ, দিলরুবা আক্তার পলি, ঈশী সরকার, ফাতিহা শারমিন এনি, সামিয়া আক্তার, মাইশা মালিহা, সাদিয়া হাসান লিজা, তারেক আদনান। ঢাকা কলেজের আফজালুল হক রাকিব, কবি নজরুল সরকারি কলেজের মো. মেহেদী হাসান, সরকারি তিতুমীর কলেজের মো. সুজন মিয়া, বোরহান উদ্দিন ডিগ্রি কলেজের ইব্রাহীম নিরব, নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির আতিক মুন্সি, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের এস এম সুইট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের খান তালাত মাহমুদ রাফি, খুলনার বি এল কলেজের সাজিদুল ইসলাম বাপ্পি।

জাপান বাংলাদেশের বিশ্বস্ত

বন্দর রেল নেটওয়ার্কে যুক্ত হলে গভীর সমুদ্র বন্দর থেকে সরাসারি রেলপথে কন্টেইনার পরিবহন করা যাবে এবং মাতারবাড়ি বন্দর থেকে বিভিন্ন স্থানে পণ্য পরিবহন করা যাবে দ্রুত। জাপানের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ রেলওয়ের সাথে কাজ করার এবং ভবিষ্যতে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করার আশ্বাস দিয়ে বলেন, বাংলাদেশের সাথে জাপানের সুসম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। ভবিষ্যতে বিভিন্ন খাতে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সেই সম্পর্কের আরও উন্নয়ন ঘটবে। এসময় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. হুমায়ুন কবির, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক সরদার সাহাদাত আলীসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপি নেতা ইশরাকের রিমান্ড

রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। আগেও কয়েক দফা শুনানি পেছানো হয়। পরে আদালত শুনানির জন্য ৮ জুলাই তারিখ ধার্য করেন। ইশরাকের পক্ষের আরেক আইনজীবী তাহেরুল ইসলাম তৌহিদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন। এর আগে গত ২৫ মে মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের পরিদর্শক মো. কবির হোসেন হাওলাদার ইশরাকের ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। গত ৩০ মে ইশরাকের উপস্থিতিতে রাষ্ট্রদ্রোহের এই মামলায় রিমান্ড শুনানির জন্য দিন ধার্য ছিল। তবে ওই দিন ইশরাক কারাগারে অসুস্থ থাকায় তাকে আদালতে হাজির করেনি কারা কর্তৃপক্ষ। পরবর্তী রিমান্ড শুনানির জন্য গতকাল সোমবার ৮ জুলাই তারিখ ধার্য করেন আদালত। জানা যায়, গত ১৯ মে ইশরাক ১২ মামলায় জামিন চেয়ে আবেদন করেন। ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মোহাম্মদ আসসামছ জগলুল হোসেন ১১টি মামলায় জামিন দিলেও পল্টন থানার রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় নামঞ্জুর করেন। এরপর তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করতে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গত ২৯ অক্টোবর মহিউদ্দিন শিকদার নামে এক ব্যক্তি বাদী হয়ে রাজধানীর পল্টন থানায় মামলা করেন। মামলায় মিয়া আরেফীসহ লে. জেনারেল (অব.) হাসান সারওয়ার্দী, বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনকে আসামি করা হয়েছে।

রাজধানীতে দুই নারীসহ ৪ জনের

তার স্বামীর নাম ইব্রাহিম। এদিকে একই দিন রাত সাড়ে ৭টার দিকে মিরপুর থানার এসআই সালমা বেগম মিরপুর ১০ নম্বর সেকশনের সি ব্লকের ১৭ নম্বর লেনের বাসা থেকে রাজিয়া আক্তার অন্তর (১৮) নামে এক শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার করেন। ভিকটিমের স্বজনদের বরাত দিয়ে সালমা বেগম জানিয়েছেন, মেয়েটিকে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ফাঁস লাগা অবস্থায় পাওয়া যায়। রাজিয়া শেরপুর সদর উপজেলার রাজন আলীর মেয়ে। অপরদিকে, একই দিন বিকালে টয়েলেটে যাওয়ার সময়ে বিমানবন্দর থানার ইশান কলোনীর পাশে সিভিল এভিয়েশন মাঠের দেয়ালের পশ্চিম পাশে বৈদুতিক তারের সঙ্গে বিদুৎস্পৃষ্ট হয়ে পড়ে ছিলেন মো. ইব্রাহিম দীপু। পরে পথচারীরা দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল নিয়ে গেলে সেখানে তার মৃত্যু হয়।বিমানবন্দর থানার এসআই মো. কবির হোসেন রাত সাড়ে ১০টায় তার লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠান। নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার সুলতানপুর গ্রামের সিরাজ মিয়ার ছেলে ইব্রাহিম দীপু। বর্তমানে দক্ষিণখান আশকোনায় থাকতেন। একই দিন রাত ১১টার দিকে বনানী থানার এসআই শরীফ হোসেন বনানী এইচ- ব্লক, ১১ নম্বর রোডের, ৪৩ নম্বর বাসার দ্বিতীয় তলার একটি বাথরুমের বাথটাব থেকে ইমরান হক সাজনের (৫০) লাশ উদ্ধার করেন। মৃতের স্বজনদের কাছ থেকে পুলিশ জানতে পেরেছেন, ওই বাসায় তিনি একাই থাকতেন। তার স্ত্রী, সন্তান বা স্বজনদের কেউ তার সঙ্গে থাকতেন না। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। এর আগে দুই বার স্ট্রোক করেছিলেন। তার চাচা ফারুক গত রোববার ফোনে না পেয়ে পুলিশের সহযোগিতায় বাসায় গিয়ে তার লাশ উদ্ধার করেন। পুলিশ আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ ঢামেক মর্গে পাঠায়। সাজনের বাবা নাম মৃত মোজাম্মেল হক।

গাইবান্ধায় বন্যায় ১৪০

গাইবান্ধার সদর উপজেলার ৫টি ইউনিয়ন, সুন্দরগঞ্জের ৯টি, সাঘাটার ৮টি ও ফুলছড়ি উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। পানিবন্দি মানুষের জন্য স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলে মোট ১৮১টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। গাইবান্ধা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক খোরশেদ আলম বলেন, বন্যায় চার উপজেলায় ২ হাজার ৫৪৫ হেক্টর জমির আউশ ধান, পাট ও ভুট্টাসহ বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি ডুবে গেছে। পানি দ্রুত নেমে গেলে ক্ষয়ক্ষতি কম হবে। অন্যথায় ফসল পচে নষ্ট হয়ে যাবে। গাইবান্ধা জেলা প্রশাসক কাজী নাহিদ রসুল বলেন, এ পর্যন্ত গাইবান্ধার ৪টি উপজেলার বন্যার্ত মানুষের মাঝে ৩ হাজার ৫০ প্যাকেট শুকনা খাবার, ১৬৫ টন জিআর চাল এবং ১০ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আরও ২৬৫ টন চাল মজুত রয়েছে। ত্রাণ বিতরণ ও উদ্ধার কার্যক্রমের জন্য নৌকা, স্পিডবোট প্রস্তুত রয়েছে। এ ছাড়া বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেলা এবং উপজেলায় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হয়েছে।

টিসিবির পণ্য বিক্রি শুরু

নিজ এলাকার পরিবেশকদের দোকান বা নির্ধারিত স্থান থেকে পণ্য কিনতে পারবেন কার্ডধারী ক্রেতারা।

ভারতে হারানো মোবাইল উদ্ধার হলো

হয়, হারানো মোবাইলটি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম শহরে চালু হয়েছে। তিনি আরও জানান, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের অফিশিয়াল ফেসবুক পেইজে যোগাযোগ করেন এক ভারতীয় নাগরিক। সঙ্গে মোবাইল হারিয়ে যাওয়ার জিডি ও মোবাইলটি চালু করার লোকেশন পাঠান। ম্যাসেজ পেয়ে সিএমপির জনসংযোগ শাখা থেকে মোবাইলটি উদ্ধারে সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদান করার আশ্বাস দেওয়া হয়। মহানগর গোয়েন্দা (বন্দর ও পশ্চিম) বিভাগের উপপরিদর্শক (এসআই) মো.রবিউল ইসলাম জানান, মোবাইল ফোনটিতে কোনো সিম প্রবেশ না করানো সত্তেও নানা কৌশলে কাজ শুরু করি। প্রাথমিকভাবে ভারত থেকে চুরি করা মোবাইল চট্টগ্রামে বিক্রি করে- এমন চারজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করি। তারা চোরাই পথে মোবাইল চট্টগ্রামে এনে রিয়াজউদ্দিন বাজারের তামাকুমন্ডি লেইনে বিভিন্ন খুচরা দোকানদারদের কাছে পৌঁছে দেয় এবং নিজেরাও বিক্রি করে। তিনি আরও জানান, চোরাই মোবাইল সিন্ডিকেটের হোতাকে টার্গেট করে অভিযান পরিকল্পনা করতে থাকলে সে বিষয়টি বুঝতে পেরে একজন ব্যবসায়ীর মাধ্যমে শনিবার মোবাইল ফোনটি আমার কাছে পৌঁছে দিয়ে পালিয়ে যায়। এই সিন্ডিকেট ভারতের সব চোরাই মোবাইল চট্টগ্রামে পাঠায়। বাংলাদেশে চুরি হওয়া দামি মোবাইল ভারতে ও ভুটানে পাঠিয়ে থাকে এই সিন্ডিকেট। তাদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত আছে। উদ্ধারের পর মোবাইলটি যথাযথ প্রক্রিয়ায় মালিকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। গত ২৪ এপ্রিল কলকাতার মহেশতলা থানা এলাকার জিনজিরা বাজার থেকে হারিয়ে যায় দীপান্বিতা সরকারের ব্যবহৃত আইফোন-১৩। ফোন হাতে পেয়ে দীপান্বিতা সিএমপি'র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

৬৫ হাজার আবেদন ঝুলে আছে

এ বিষয়ে ইসির এনআইডি মহাপরিচালক মো. মাহবুব আলম তালুকদার বলেন, আমরা এসওপি করেছিলাম ভালোর জন্যই। বিষয়টি নিয়ে আমাদের মাথাব্যাথা বেশি। এ নিয়ে কাজ করছি। অপেক্ষা করেন, দেখতে পাবেন। ইসির এনআইডি সার্ভারে ১২ কোটির মতো নাগরিকের তথ্য রয়েছে। এদের মধ্যে প্রতিদিন হাজার হাজার নাগরিক কোনো না কোনো সংশোধনের আবেদন জানান। সম্প্রতি উপজেলা নির্বাচনের কারণে সাড়ের পাঁচ লাখের মতো আবেদন ঝুলে পড়েছিল।

অভিযোগ গঠন বাতিল চেয়ে

পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মোশাররফ হোসেন কাজল। এরপর ১২ জুন গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক-কর্মচারীদের লভ্যাংশ আত্মসাতের মামলায় ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন আদালত। আগামী ১৫ জুলাই এ বিষয়ে সাক্ষ্যগ্রহণের তারিখ রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইনজীবী। ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ এর বিচারক সৈয়দ আরাফাত হোসেন এ আদেশ দেন। গ্রামীণ টেলিকমের কর্মীদের লভ্যাংশের ২৫ কোটি ২২ লাখ ৬ হাজার ৭৮০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ২০২৩ সালের ৩০ মে মামলা করে দুদক। মামলার এজাহারে বলা হয়, ইউনূস ও নাজমুল ইসলামসহ গ্রামীণ টেলিকম বোর্ড সদস্যদের উপস্থিতিতে ২০২২ সালের ৯ মে অনুষ্ঠিত ১০৮তম বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা ব্যাংকের গুলশান শাখায় হিসাব খোলা হয়। তবে ব্যাংকে হিসাব খোলা হয় একদিন আগেই। গ্রামীণ টেলিকমের কর্মচারীদের পাওনা লভ্যাংশ বিতরণের জন্য গ্রামীণ টেলিকম শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন এবং গ্রামীণ টেলিকমের সঙ্গে সেটেলমেন্ট চুক্তি হয় ওই বছরের ২৭ এপ্রিল। সেটেলমেন্ট চুক্তিতেও ৮ মে ব্যাংক হিসাব দেখানো আছে, যা বাস্তবে অসম্ভব। 'ভুয়া' সেটেলমেন্ট চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এবং ১০৮তম বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রামীণ টেলিকমের ৪৩৭ কোটি ১ লাখ ১২ হাজার ৬২১ টাকা ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের মিরপুর শাখা থেকে ঢাকা ব্যাংকের গুলশান শাখায় স্থানান্তর করা হয় ২০২২ সালের ১০ মে। পরে ১০৯তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অ্যাডভোকেট ফি হিসেবে অতিরিক্ত ১ কোটি ৬৩ লাখ ৯১ হাজার ৩৮৯ টাকা দেওয়ার বিষয়টি অনুমোদন দেওয়া হয়। অন্যদিকে ঢাকা ব্যাংকের গুলশান শাখার হিসাব থেকে গ্রামীণ টেলিকম শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন নামীয় ডাচ বাংলা ব্যাংকের লোকাল অফিসের হিসাব থেকে তিন দফায় মোট ২৬ কোটি ২২ লাখ ৬ হাজার ৭৮০ টাকা স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু কর্মচারীদের লভ্যাংশ বিতরণের আগেই তাদের প্রাপ্য অর্থ 'অসৎ উদ্দেশ্যে' ২০২২ সালের মে ও জুনের বিভিন্ন সময়ে সিবিএ নেতা মো. কামরুজ্জামান, মাইনুল ইসলাম ও ফিরোজ মাহমুদ হাসানের ডাচ বাংলা ব্যাংকের মিরপুর শাখার হিসাবে ৩ কোটি টাকা করে স্থানান্তর করা হয়। একইভাবে আইনজীবী মো. ইউসুফ আলীর কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলনের ধানমন্ডি শাখার হিসাবে ৪ কোটি টাকা এবং দ্য সিটি ব্যাংকের গুলশান শাখার হিসাবে ৫ কোটি টাকা এবং আইনজীবী জাফরুল হাসান শরীফ ও আইনজীবী মো. ইউসুফ আলীর স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের গুলশান নর্থ শাখায় যৌথ হিসাবে ৬ কোটি টাকা স্থানান্তর করা হয়, যা তাদের প্রাপ্য ছিল না। দুদকের রেকর্ডপত্র অনুযায়ী, অ্যাডভোকেট ফি হিসেবে প্রকৃতপক্ষে হস্তান্তরিত হয়েছে মাত্র ১ কোটি টাকা। বাকি ২৫ কোটি ২২ লাখ ৬ হাজার ৭৮০ টাকা গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বোর্ড সদস্যদের সহায়তায় গ্রামীণ টেলিকমের সিবিএ নেতা এবং আইনজীবীসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সেটেলমেন্ট চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে গ্রামীণ টেলিকম থেকে আত্মসাৎ করেছেন।

জনগণের কাছে আস্থা হারিয়েছে

তাদের এ আন্দোলনে জাতীয় পার্টি একমত বলে জানান। এসময় রংপুরের স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি এখন

ডিসিপ্লিনারি হাসপাতালে তার চিকিৎসা করা দরকার উন্নত কোনো দেশে নিয়ে গিয়ে। কিন্তু সরকার সেটি দিচ্ছে না। ফখরুল বলেন, আওয়ামী লীগের অনেক নেতা তাদের নিজেদের মামলাগুলো তুলে নিয়েছেন। যেমন তুলে নিয়েছেন শেখ হাসিনা। আর ম্যাডামের যে মামলাটি সেটি ভুয়াও সাজানো উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের যে আস্থা সেটা উঠে যাচ্ছে। সাধারণত আমরা জানি নিম্ন আদালতে যে মামলার রায় সেটির সাজা কমে আসে কিন্তু আমরা ম্যাডামের ব্যাপারে তার ভিন্ন দেখেছি। উচ্চ আদালত যে রায় দিয়েছেন নিম্ন আদালত থেকে সেটি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। কেন বাড়ানো হয়েছে? সাজার রায় বাড়ানো হয়েছে তাকে রাজনীতি থেকে দূরে সরানোর জন্য। বিএনপি মহাসচিব বলেন, আমরা আবারও বলছি, ম্যাডামকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা আমরাই করব। অন্য কাউকে করার প্রয়োজন নেই। আমরা তার মুক্তির দাবিতে আন্দোলন প্রবেশ করে যাচ্ছি, করে যাব। সরকারকে অমানবিক উল্লেখ করে তিনি বলেন, তারা এ বিষয়টি নিয়ে কোনোমতেই গুরুত্ব দিতে চায় না। সরকারপক্ষ বলে, ম্যাডামের সঠিক চিকিৎসা হচ্ছে। কিন্তু না। এখানে তার কোনো চিকিৎসাই হচ্ছে না। খালেদা জিয়া ও গণতন্ত্রকে আলাদাভাবে দেখানো যায় না এমন মন্তব্য করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, সরকারের যদি ন্যূনতম সদিচ্ছা দিয়ে গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে পারত। খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়ে আর কি কি আন্দোলন করার আছে এমন প্রশ্নের জবাবে বিএনপি মহাসচিব বলেন, আমরা আগে থেকেই বলে এসেছি। আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বিশ্বাসী। অগণতান্ত্রিক, নিয়মের বাইরে গিয়ে আমরা কিছু করতে চাই না। সরকারের উচিত দ্রুত সাড়া দিয়ে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির ব্যবস্থা করা। কোটা আন্দোলন নিয়ে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ বিষয়টিকে আমরা দুইভাবে দেখি। মূল সমস্যাটাকে ডাইভার্ট করার জন্য আন্দোলন তৈরি করা হয়। ছেলেদের এ আন্দোলন একটি যৌক্তিক দাবি এটাকে অযৌক্তিক বলার কোনো কারণ নেই। যেটা সত্য সেটাকে সত্য বলব, যেটা যৌক্তিক সেটাকে যৌক্তিক বলবো এমন মন্তব্য করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, দেশের মানুষ এখনো যে তাদের দাবির স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়। সেটা আমাদের অনুপ্রাণিত করছে।

খালেদা জিয়াকে হাসপাতালে দেখতে

টা ১২ মিনিটে রওয়ানা হয়ে ৪ টা ৪৫ মিনিটে এভারকেয়ার হাসপাতালে পৌঁছান।

লাগামহীন পেঁয়াজের বাজার দফায়

পাইকারি বাজারের তুলনায় খুচরা বাজারে পেঁয়াজের দাম আরও অনেক বেশি। পশ্চিম রাজাবাজারে বর্তমানে প্রতিকেজি পাবনার পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ১১০ টাকা, যা এক সপ্তাহ আগে ছিল ১০০ টাকা এবং ঈদের আগে ছিল ৯০ টাকা। দফায় দফায় পেঁয়াজের দাম বাড়ার কারণ জানতে চাইলে কারওয়ান বাজারের পাইকারি পেঁয়াজ বিক্রেতা নুরুল ইসলাম বলেন, এখন বাজারে যে পেঁয়াজ পাওয়া যাচ্ছে সেটি হালি পেঁয়াজ। এ পেঁয়াজ আরও ৪-৫ মাস আগে কৃষক ঘরে তুলেছেন। এ পেঁয়াজ এখন শেষের দিকে। তাই কৃষক হাটে পেঁয়াজ কম বিক্রি করছেন। এ কৃষকদের কাছ থেকেই আড়তদাররা পেঁয়াজ কিনে আনেন। তাদের কাছ থেকে আমরা পাইকারি বিক্রেতারা কিনি। আমাদের কাছ থেকে কেনে খুচরা বিক্রেতারা। এছাড়া গত কয়েকদিন বৃষ্টির কারণে কৃষক তার পেঁয়াজ হাটে কম বিক্রি করছেন। যার কারণে বাজারে সরবরাহের সংকট তৈরি হয়েছে। দামও বেশ খানিকটা বেড়েছে। গত দুদিন বৃষ্টি না থাকায় পেঁয়াজের দাম কিছুটা স্থির হয়েছে। কিছুটা হয়তো কমবেও। তবে পেঁয়াজের দাম অনেক কমার সম্ভাবনা নেই। যদি বাইরে থেকে পেঁয়াজ আমদানি হয় তাহলে পেঁয়াজের দাম আবার আগের অবস্থায় আসতে পারে। নাহলে আবার পেঁয়াজের মৌসুম না আসা পর্যন্ত এভাবেই থাকবে। মিঠু নামে আরেক বিক্রেতা বলেন, ভারতেই পেঁয়াজের দাম বেশি। যার কারণে বাংলাদেশে আসা ভারতীয় পেঁয়াজের দামও বেশি। নতুন দেশি পেঁয়াজ না আসা পর্যন্ত ভারতীয় পেঁয়াজের দাম এমনই ৯০-১০০ টাকা থাকবে। পশ্চিম রাজাবাজারের মুদি দোকানদার মো. রুবেল বলেন, ঈদের আগে থেকে পেঁয়াজের দাম বাড়ছে। আড়তদাররা বলছেনু, সরবরাহ কম, তাই দাম বেশি। আসল কারণ জানি না। আমরা আড়ত থেকে দুই এক বস্তা পেঁয়াজ কিনে আনি। যদি আড়তে পেঁয়াজের দাম কমে তাহলে আমরাও কম দাম বিক্রি করতে পারবো। এদিকে পেঁয়াজের দাম বাড়ার জন্য অসাধু ব্যবসায়ীদের দায়ী করছেন ক্রেতারা। তাদের দাবি, বড় বড় ব্যবসায়ীরা অতি মুনাফার লোভে সিন্ডিকেট করে পেঁয়াজের দাম বাড়াচ্ছেন। এতে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা। চাহিদার তুলনায় তাদের কম পেঁয়াজ কিনতে হচ্ছে। কারওয়ান বাজারে পেঁয়াজ কিনতে এসেছিলেন বেসরকারি চাকরিজীবী ফেরদৌস রহমান। একটি পাইকারি দোকান থেকে ৫২০ টাক দরে এক পাল্লা পেঁয়াজ কিনেছেন তিনি। তিনি বলেন, দুই সপ্তাহ আগে ৩৪০ টাকা দরে পেঁয়াজ কিনেছি। আজ কিনতে হলো ৫২০ টাকা দিয়ে। দুই সপ্তাহের ব্যবধানে পেঁয়াজের দাম এত বেশি বাড়ার কথা না। এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো অদৃশ্য সিন্ডিকেট কাজ করছে। সরকারের উচিত সাধারণ মানুষের কথা বিবেচনা করে এ বাজার সিন্ডিকেটকে থামানো। নাহলে মানুষ একসময় তার মৌলিক অধিকার পূরণে ব্যর্থ হবে। এখনই বাজার করতে গিয়ে মানুষের নাভিশ্বাস উঠে যাচ্ছে। সামশ তাবরিজ নামে আরেক ক্রেতা বলেন, প্রতিদিন রান্নায় পেঁয়াজ প্রয়োজন হয়। চাইলেও এটিকে বাদ দেওয়া যায় না। কিন্তু যেভাবে দাম বাড়ছে তাতে পেঁয়াজ না খাওয়া ছাড়া উপায় নেই। এখনই চাহিদার তুলনায় অর্ধেক কিনতে হচ্ছে। শুধু পেঁয়াজ নয়, আলু, কাঁচা মরিচসহ প্রতিটি নিত্যপণ্যের দামই এখন সাধারণ ক্রেতাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে। এদিকে বেশ কয়েক সপ্তাহ বাড়তি দামের পর কিছুটা কমেছে ডিমের দাম। বর্তমানে কারওয়ান বাজারে প্রতিহালি লাল ডিম ৪৮ টাকা ও সাদা ডিম ৪৪ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে, যা এক সপ্তাহ আগেও যথাক্রমে ৫০ ও ৪৬ টাকা ছিল। ঈদের আগে ছিল যথাক্রমে ৬০ টাকা ও ৫৫ টাকা।

কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি

অব্যবস্থাপনা, সিদ্ধান্তহীনতা, নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী আইন পরিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজন এবং সর্বোপরি সদিচ্ছার অভাব। তারা বলেন, আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি, এখানে অনেকেই আছেন যারা নন এমপিও স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা কিংবা কারিগরিতে শিক্ষকতা করছেন। কেউবা আবার খণ্ডকালীনভাবে শিক্ষকতা করছে। যারা নিয়োগ বঞ্চিত, তারা যেমন যোগ্যতাসম্পন্ন তেমনি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। নিয়োগ দিলে নিয়োগ বঞ্চিতদের সঙ্গে সরকারও লাভবান হবে। তারা আরও বলেন, গত ২০ মার্চ এনটিআরসিএ অফিসের সামনে পাঁচ ঘণ্টার অবরোধে এনটিআরসিএ চেয়ারম্যান তাদের নিয়ে গোল টেবিল বৈঠক করেন। সে সময় তিনি সমঝোতার প্রস্তাব দেন। তারা আন্দোলন ও কর্মসূচি থেকে বিরতি দিলে রোজার ঈদের পর শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে তাদের আলোচনায় বসার ব্যবস্থা তিনিই করবেন। শূন্য পদ লাখের বেশি, আপত্তি নেই। তিনি বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রীকে জানাবেন। প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত যাবেন। নেতা বলেন, তারা প্রস্তাবে রাজি হয়ে আন্দোলন ও কর্মসূচি থেকে বিরতি নেন। কিন্তু সময় অতিবাহিত হলেও চেয়ারম্যান কথা রাখতে পারেননি। তিনি এখন বলছেন, শিক্ষামন্ত্রী রাজি নন। সম্মানিত চেয়ারম্যান তার কথা রাখেননি। শিক্ষামন্ত্রী ও চেয়ারম্যান কথা রক্ষার্থে কোনো পদক্ষেপ নেননি। তারা বলেন, তারা এনটিআরসিএ চেয়ারম্যান ও শিক্ষামন্ত্রীকে জানাতে চান, ১৫ জুলাইয়ের আগে নিবন্ধিত নিয়োগ বঞ্চিত শিক্ষক ফোরামের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় মাধ্যমে নিয়োগ ঘোষণা না দিলে সেদিন থেকেই কঠোর থেকে কঠোরতর কর্মসূচি চলবে। তারা আরও বলেন, আগামী ১৫ জুলাই এনটিআরসিএ বোরাক টাওয়ার অফিসের সামনে কঠোর কর্মসূচির পালন করা হবে। ১-১৭তম পর্যন্ত নিয়োগ বঞ্চিতদের নিয়োগ কার্যকর করতে হবে, নিয়োগের ঘোষণা দিতে হবে। এ সময় তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি নীলিমা চক্রবর্তী, সিনিয়র সহ-সভাপতি নাসরিন সুলতানা, সহ-সভাপতি জান্নাতুল ফেরদৌসী, সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক দুলাল নিয়া, রাকিবুল হুদা, মাহমুদা খাতুন, বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক গণ-সুমন দাসসহ জেলা প্রতিনিধি, কেন্দ্রীয় সদস্য ও সাধারণ সদস্যরা। একদিকে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে চলমান কোটাবিরোধী আন্দোলন। এতে ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক জনজীবন। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধে স্থবির হয়ে পড়ছে রাজধানী ঢাকা। অন্যদিকে সর্বজনীন পেনশনের 'প্রত্যয়' কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বাদ রেখে আগের মতোই পেনশন-ব্যবস্থা চালু রাখাসহ তিন দফা দাবিতে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা একযোগে সর্বাত্মক কর্মবিরতি পালন করছেন। এর মধ্যেই কঠোর কর্মসূচির ঘোষণা দিলেন এনটিআরসিএ নিবন্ধিত নিয়োগ বঞ্চিত শিক্ষক ফোরামের নেতারা।

সরকার কোটা বাতিলে আন্তরিক

আমাদের যোগাযোগও আছে। আনুষ্ঠানিক বসা হয়তো হয়নি। সিদ্ধান্ত নিতে হবে বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে। এখানে আমলা সুপিরিয়র না শিক্ষক সুপিরিয়র সে বিতর্কে আমরা যাবো না। যার যার পদমর্যাদার ভিত্তিতে যেটা বাস্তবসম্মত আমরা সেটাই করতে চাই। এর আগে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কার্যালয়ে দুই মন্ত্রী ও দুই প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। এতে আইনমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী থাকায় চলমান কোটাবিরোধী আন্দোলন নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। তবে এ বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। গতকাল সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টায় ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন ওবায়দুল কাদের। সংবাদ সম্মেলন শেষে দলের দপ্তর সম্পাদকের কক্ষে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বেগম শামসুন্নাহার চাপা ও তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাতের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। এতে আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া উপস্থিত ছিলেন। ধানমন্ডি কার্যালয় সূত্র জানায়, দপ্তর সম্পাদকের কক্ষে শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল এবং তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলন শেষে সেখানে যান সড়ক পরিবহন সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। পরে বৈঠকে যোগ দেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বেগম শামসুন্নাহার চাপা ও আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া। সূত্র মতে, কোটাবিরোধী আন্দোলনের নানা দিক ও করণীয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। নতুন করে আন্দোলন দানা বাঁধা, আন্দোলনে বিএনপির সমর্থন দেওয়া, শিক্ষকদের আন্দোলনও একই সময় হওয়া, পরিস্থিতির পর্যালোচনা এবং ইস্যুটি কোন দিকে যেতে পারে- এসব বিষয় আলোচনায় উঠেছে। তবে এ নিয়ে বৈঠকে অংশ নেওয়া কেউ কোনো কথা বলেননি। বৈঠক শেষে একে মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা বেরিয়ে গেলেও কেউ গণমাধ্যমের সঙ্গে আলোচনার বিষয়বস্তু জানাননি। একাধিক সূত্র জানিয়েছে, সরকারি চাকরিতে কোটা একটি 'যৌক্তিক' পর্যায়ে রাখার ব্যাপারে ইতিবাচক আওয়ামী লীগ সরকার। বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধা, নৃগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধীদের কোটা আংশিক থাকতে পারে। বিষয়টি বিচারাধীন থাকায় আইনমন্ত্রীকে এ ব্যাপারে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে আলোচনার বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছি, আসলে সেগুলো এই মুহূর্তে গণমাধ্যমের সঙ্গে আলোচনা করার মতো বিষয় না। কোটা আন্দোলন প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আদালতে যে বিষয়টি বিচারাধীন আছে, আমরা এ বিষয়ে এই মুহূর্তে কোনো মন্তব্য করবো না। সেটা আদালতের বিষয়। আমাদের অবস্থান হচ্ছে, যেহেতু আদালতে যে বিষয়টি বিচারাধীন আছে সে বিষয়ে আমরা মন্তব্য করবো না। অপেক্ষা করতে হবে। সরকার তো আপিল করেছে। সুতরাং আমি এ বিষয়ে মন্তব্য করবো না। তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাতের কাছে জানতে চাইলে সাংবাদিকেদের তিনি বলেন, সামগ্রিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। রাজনৈতিক, সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে। এটা রুটিন একটা বিষয়। কোটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচলা হয়েছে। নির্দিষ্ট একটা বা দুইটা বিষয় নিয়ে নয়। সামগ্রিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।। আজকের বসার বিষয়টা আপনারা জেনেছেন, এই বসাটা নিয়মিত। একটা আমরা নিয়মিত বসি। বিভিন্ন জায়গায় বসা হয়।

নারায়ণগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতার বাড়িতে ডাকাতি, মালামালসহ গ্রেপ্তার ৮

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম হোসেনের বাড়িতে ডাকাতির ঘটনায় লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধারসহ ৮ ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার দুপুরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) গোলাম মোস্তফা রাসেল। এর আগে ৭ জুলাই রাতে ৮-১০ জন ডাকাত ধারালো রামদা, ধারালো চাপাতি, ধারালো চাইনিজ কুড়াল নিয়ে সাদ্দাম হোসেনের (আড়াইহাজার উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক) বাড়ির (দুপ্তারা ইউনিয়নের কালীবাড়ী) ভেতরে প্রবেশ করে তাকেসহ তার বড় ভাই মামুন, সুমন, ভাবি সামী আক্তার, বড় বোন পপির মুখ বেঁধে তাদের কাছ থেকে ২ লাখ ৫২ হাজার টাকাসহ মোট ৫ ভরি ১২ আনা ওজনের স্বর্ণালংকারসহ বিভিন্ন ব্রান্ডের মোট ৩টি হাত ঘড়ি লুট করে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় মামলা করেন সাদ্দাম হোসেন। পরে পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে লুণ্ঠিত ৫ ভরি স্বর্ণালংকার, টাকা উদ্ধারসহ ৮ ডাকাতকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তাররা হলেন- রাসেল মিয়া (৩৫), জুয়েল মিয়া (২২), কালিমুল্লাহ (৩২), নাঈম (২৭), রাসেল মিয়া (২৯), শান্ত (২১), শাকিল মুখা (২৫) ও নাদিম (২৬)। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পুলিশ জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার আসামিরা ঘটনার সত্যতাসহ জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন। আসামিদের নামে আগের ডাকাতি মামলা রয়েছে।

কোটা সংস্কারের দাবিতে রেললাইন অবরোধ রাবি শিক্ষার্থীদের

স্টাফ রিপোর্টার : বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে রেললাইন অবরোধ করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা। কোটা সংস্কারের দাবিতে এ আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন তারা। গতকাল সোমবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ফ্লাইওভারসহ বিভিন্ন পয়েন্টে এ অবরোধ কর্মসূচি চলে। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বলছেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত রাজপথ ছাড়ব না। বঙ্গবন্ধুর বাংলায় বৈষম্য মানি না। আর তাদের দাবি মানা না হলে এ আন্দোলন আরও তীব্র হবে। কোটাপদ্ধতি সংস্কার আন্দোলন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয় পরিষদের সদস্য মেহেদী সজীব বলেন, আজকে আমরা রেললাইন অপরাধ করেছি। আমাদের লাগাতারে কর্মসূচি চলবে। যতদিন পর্যন্ত আমাদের দাবি আদায় না হবে। শিক্ষার্থীদের দাবি, ২০১৮ সালে ঘোষিত সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতি বাতিল ও বৈষম্যমূলক কোটা সংস্কার করতে হবে। সেক্ষেত্রে সংবিধান অনুযায়ী কেবল অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। সরকারি চাকরির নিয়োগ পরীক্ষায় কোটা সুবিধা একাধিক ভোগের সুযোগ এবং কোটায় যোগ্য প্রার্থী না পাওয়া গেলে শূন্য পদগুলোতে মেধা অনুযায়ী নিয়োগ দিতে হবে। আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহস্রাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেন।

র‍্যাবের নতুন মুখপাত্র লে. কর্নেল মুনীম ফেরদৌস

স্টাফ রিপোর্টার : র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) পাঁচ পরিচালককে বদলি করে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গত রোববার র‍্যাবের মহাপরিচালক (ডিজি) ব্যারিস্টার হারুন অর রশিদ স্বাক্ষরিত এক আদেশে তাদের বদলি করা হয়। বদলি আদেশে র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক কমান্ডার আরাফাত ইসলামকে র‍্যাব-৮ এর অধিনায়ক, র‍্যাব-৪ এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবদুর রহমানকে র‍্যাব সদর দপ্তরের অপারেশনস উইংয়ের পরিচালক, র‍্যাব-৮ এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী যুবায়ের আলম শোভনকে র‍্যাব-৩ এর অধিনায়ক, র‍্যাব-৫ এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুনীম ফেরদৌসকে আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক ও র‍্যাব-৩ এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফিরোজ কবীরকে র‍্যাব-৫ এর অধিনায়ক করা হয়েছে।

বিএসএফের বিরুদ্ধে তৃতীয় লিঙ্গের একজনকে নির্যাতনের অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : পঞ্চগড়ের বাংলাবান্ধা সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্যদের হাতে কিরণ (৪৫) নামে তৃতীয় লিঙ্গের একজন মারধরের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ ওঠেছে। গতকাল সোমবার সকালে কিরণকে উদ্ধার করে প্রথমে তেঁতুলিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। পরে পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সীমান্তের একটি সূত্র জানায়, গত রোববার রাতে বাংলাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে ১১ জনের তৃতীয় লিঙ্গের একটি দল অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করেন। তারা নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় থাকতেন। সানজিতা নামে একজনের নেতৃত্বে কাজের খোঁজে ভারতে যাওয়ার জন্য সীমান্তে যান। এ নিয়ে বাংলাবান্ধা এলাকার কয়েকজন গরু চোরাকারবারি ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে তাদের সীমান্ত পার করে দেবেন বলে কথা হয়। গত রোববার রাতে তারা বাংলাবান্ধার একটি বাড়িতে ছিলেন। রাত ১টায় বৃষ্টির মধ্যে তাদের সীমান্তে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় ১০ জন দৌড়ে ভারতের ভেতরে চলে গেলেও পায়ে সমস্যা থাকায় বিএসএফ সদস্যদের হাতে ধরা পড়েন কিরণ। এ সময় কয়েকজন বিএসএফ সদস্য তাকে লাঠি ও রাইফেলের বাট দিয়ে বেদম মারপিট করেন। একপর্যায়ে তাকে বাংলাদেশি সীমান্তে ফেলে যান তারা। গুরুতর আহত কিরণ বলেন, ভারতে না কি কাজ পাওয়া যায় এবং রোজগারও বেশি। এজন্য ১০ জনের সঙ্গে আমিও ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। দালালদের ১০ হাজার টাকা দিতে হয়েছে। মধ্যরাতে তারা সীমান্তে দৌড় দিতে বললে আমার দলের ১০ জন দৌড়ে চলে যায়। আর আমি পড়ে গেলে বিএসএফ আমাকে ধরে তিন ঘণ্টা মারধর করে সীমান্তে ফেলে যায়। পরে বিজিবি সদস্যরা উদ্ধার করেন। তেঁতুলিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফজলে রাব্বি বলেন, ওই ব্যক্তিকে বিএসএফ মারধর করেছে। বিজিবির মাধ্যমে তাকে উদ্ধার করে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. রহিমুল ইসলাম বলেন, তাকে তেঁতুলিয়া থেকে এখানে রেফার করা হয়েছিল। তার হাত-মুখসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। হাতে ফ্যাকচার হতে পারে। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রংপুরে পাঠানো হয়েছে। পঞ্চগড় ১৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল জিয়াউল হক বলেন, তিনি অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করেছিলেন। বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। এ ঘটনায় থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি হয়েছে। এ নিয়ে পতাকা বৈঠকের জন্য আহ্বান করা হয়েছে বিএসএফকে।

ঝিনাইদহে পাউবোর এক হাজার গাছ কর্তন, ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এমপি

স্টাফ রিপোর্টার : ঝিনাইদহের শৈলকুপায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) রোপণ করা এক হাজার গাছ কেটে ও উপড়ে ফেলার ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনার পর স্থানীয় সংসদ সদস্যসহ (এমপি) পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। গতকাল সোমবার সকালে ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য নায়েব আলী জোয়ার্দার, পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জাহিদুল ইসলাম, শাখা কর্মকর্তা কাজী মহসিনসহ কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। কর্তৃপক্ষ জানান, খালের গাছ নষ্টের ঘটনায় তারা শৈলকুপা থানায় মামলা করেছেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সংসদ সদস্য নায়েব আলী বলেন, গাছ কাটা, ফসল কাটার মতো জঘন্য কাজ যারা করে, তারা মানুষ না। যারা গাছ উপড়ানোর মতো কাজ করেছে, আমি চাই তারা আইনের আওতায় আসুক। সে যদি আমার নিজের লোকও হয়, আমি ছাড় দেবো না। আমি চাই, পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দোষীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনুক। এ ব্যাপারে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জাহিদুল ইসলাম বলেন, পানি উন্নয়ন বোর্ড এখানে তিন হাজার গাছ লাগিয়েছে। গাছগুলো লাগানোর পর কেউ বা কারা নষ্ট করে দিয়েছে। যারা এই কাজ করেছে তাদের আইনের আওতায় আনা হোক। আমরা এ ব্যাপারে থানায় এফআইআর জমা দিয়েছি। উল্লেখ্য, শনিবার রাতে শৈলকুপা উপজেলার কাজীপাড়া গ্রামের খালের পাড়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের রোপণ করা এক হাজার গাছের চারা উপড়ে ফেলে দুর্বৃত্তরা।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে অলি আহমদর সমর্থন

স্টাফ রিপোর্টার : সারা দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এবং শিক্ষার্থীদের কোটাবিরোধী চলমান দুই আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) প্রেসিডেন্ট অলি আহমদ বীর বিক্রম। তিনি বলেছেন, সন্তানদের চাকরির জন্য মুক্তিযুদ্ধ করিনি; বৈষম্য দূরীকরণের জন্যই আমরা দেশ স্বাধীন করেছি। শিক্ষকদের আন্দোলন এবং কোটা আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন প্রদান করছি। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের দাবি আদায়ে এলডিপি সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে। গতকাল সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি এসব কথা জানান। অলি বলেন, সারা দেশে শিক্ষার্থীদের চলমান আন্দোলনের দাবি-দাওয়া যৌক্তিক ও ন্যায়সংগত। মেধাভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। ছাত্রসমাজের কোটা সংস্কার আন্দোলনের ন্যায্য ও যৌক্তিক দাবিগুলোর সঙ্গে এলডিপি একমত। তিনি বলেন, একইভাবে সারা দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যে প্রতিবাদ শুরু হয়েছে, তা অবশ্যই যৌক্তিক ও সমর্থনযোগ্য। আমরা তাদের এই যৌক্তিক আন্দোলন সমর্থন করছি এবং অবিলম্বে এই পেনশন স্কিম প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।

ইসলামী ব্যাংকের ৩৩০০ কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতি, দুদকের চিঠি

স্টাফ রিপোর্টার : ইসলামী ব্যাংকের তিন হাজার ৩০০ কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতির ঘটনায় বাংলাদেশ ব্যাংক ও নাবিল গ্রুপের ১১ প্রতিষ্ঠানকে চিঠি দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। চিঠিতে ২০২২ সালের ২২ ডিসেম্বর ইসলামি ব্যাংকের ঋণ জালিয়াতির বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, চট্টগ্রামের আসাদগঞ্জের ইউনাইটেড সুপার ট্রেডার্সের মালিক মো. গোলাম কিবরিয়া চৌধুরীসহ অন্যান্যের বিরুদ্ধে ঋণের নামে ইসলামি ব্যাংকের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে বর্ণিত ঋণগুলো সম্পর্কে রেকর্ডপত্র ও তথ্যাদি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। দুদকের উপ-পরিচালক ইয়াসির আরাফাত জানান, চিঠিতে চট্টগ্রামের চাকতাই ইসলামি ব্যাংক শাখার গ্রাহক মেসার্স মুরাদ এন্টারপ্রাইজ ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান, ইসলামি ব্যাংকের জুবলী রোড শাখার গ্রাহক ইউনাইটেড সুপার ট্রেডার্স ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান, ইসলামি ব্যাংক খাতুনগঞ্জ করপোরেট শাখার গ্রাহক সেঞ্চুরি ফুড প্রোডাক্টস লিঃ ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান, ইসলামি ব্যাংকের রাজধানীর গুলশান করপোরেট শাখা, রাজশাহী ও নিউমার্কেট শাখা, রাজশাহী এবং পাবনা শাখা, পাবনার গ্রাহক নাবিল গ্রুপের ১১টি প্রতিষ্ঠানের ঋণ জালিয়াতির অনুসন্ধানকালে প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র প্রয়োজন। বাংলাদেশ ব্যাংক ছাড়াও ঋণ জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত এসব প্রতিষ্ঠানের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানান দুদকের উপ-পরিচালক ইয়াসির আরাফাত।

বিকল্প রুট চালু করলেও আতঙ্কে সেন্টমার্টিন যাচ্ছে না ট্রলার

স্টাফ রিপোর্টার : দীর্ঘ ৩৩ দিন পর বিকল্প নৌরুট চালুর একদিন পর টেকনাফ থেকে সেন্টমার্টিন রুটে নৌযান চলাচল আবারও ব্যাহত হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল থেকে একটা নৌযানও ছেড়ে যেতে পারেনি টেকনাফ থেকে। মিয়ানমারের সংঘর্ষের জেরে ভয়ে ট্রলার ছাড়েননি মালিকরা। এই রুটের ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি আবদুর রশিদ বলেন, টেকনাফ সংলগ্ন মায়ানমারে সংঘর্ষের কারণে টেকনাফের গোলারচর বিকল্প রুটের কোনো ট্রলার শাহপরীর দ্বীপ জেটি থেকে গতকাল সোমবার সেন্টমার্টিনের উদ্দেশে ছেড়ে যায়নি। সেন্টমার্টিন থেকে একটি ট্রলার দুপুরে নিরাপদে টেকনাফে পৌঁছেছে। পরিস্থিতি শান্ত হলে আজ মঙ্গলবার এ রুটে ট্রলার ও স্পিডবোট চলাচল করবে বলেও জানান তিনি। তিনি বলেন, গোলারচর হয়ে এই রুটটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হলেও বর্তমানে নাইক্ষ্যংদিয়া হয়ে আগের রুটটি ফিরিয়ে আনার কোনো উপায় জানা নেই। গত ৬ জুন থেকে নাফ নদের মোহনার নাইক্ষ্যংদিয়া পয়েন্টে বাংলাদেশি ট্রলার ও স্পিডবোট লক্ষ্য করে মিয়ানমার থেকে গুলির ঘটনায় কক্সবাজারের সেন্টমার্টিন দ্বীপ ও টেকনাফ উপজেলার মধ্যে নৌ যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। এদিকে, ১৪ জুন ঈদুল আজহার আগে কক্সবাজার থেকে একটি পর্যটকবাহী জাহাজ খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও যাত্রী নিয়ে সেন্টমার্টিনে গিয়েছিল। পরদিন জাহাজটি ফিরে আসে। অন্যান্য কিছু ট্রলারও পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের জন্য বিকল্প রুটে গেছে। তবে ৬ জুন থেকে দ্বীপ ও মূল ভূখণ্ড টেকনাফের মধ্যে নিয়মিত চলাচল বন্ধ রয়েছে। সর্বশেষ গত রোববার টেকনাফের কায়ুকখালি খাল থেকে তিনটি সার্ভিস ট্রলার শতাধিক যাত্রী, কয়েক বস্তা চাল-ডাল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে সেন্টমার্টিন যায়। একইভাবে সেন্টমার্টিন থেকে তিনটি সার্ভিস ট্রলার ও তিনটি স্পিডবোটে প্রায় ২০০ যাত্রী নিয়ে টেকনাফে এসেছেন বলে জানিয়েছেন সেন্টমার্টিন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মুজিবর রহমান। এদিকে নৌ পরিবহনের নিয়মিত চলাচল স্থগিত করার ফলে সেন্টমার্টিনে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিকে সীমান্তের ওপারে বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠছে টেকনাফ পৌরসভা ও এর আশপাশের এলাকা। নাফ নদের ওপারে রাখাইন রাজ্যে মিয়ানমার জান্তা বাহিনী ও বিদ্রোহী আরাকান আর্মির মধ্যে গত কয়েক মাস ধরে ভয়াবহ সংঘর্ষের জেরে এসব ঘটনা ঘটছে।

সম্পাদকীয়

কোটা বাতিলের আন্দোলন

সমঝোতার মাধ্যমে সমাধান হওয়া জরুরি

সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা বাতিল করে ২০১৮ সালে জারি করা পরিপত্র পুনর্বহালের দাবিতে দেশের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করছেন। একই সময়ে সরকারের চালু করা সর্বজনীন পেনশন স্কিম 'প্রত্যয়' বাতিলের দাবিতে আন্দোলনে রয়েছেন দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকরাও। বলার অপেক্ষা রাখে না, সরকারের দুটি পৃথক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে দেশের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম থমকে গেছে। কোটাব্যবস্থা বাতিলের দাবিতে বুধবার দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষার্থীরা। এর আগের দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদযাত্রা কর্মসূচি, জাহাঙ্গীরনগর ও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দ্বারা ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ কর্মসূচির খবর পাওয়া গেছে। ১৯৭২ সাল থেকে সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা চালু থাকলেও ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে তা সংস্কারের দাবিতে চাকরিপ্রার্থী ও শিক্ষার্থীদের অহিংস আন্দোলন শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে এ আন্দোলনের উত্তাপ ক্রমেই বাড়তে দেখা যায়। সেসময় সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ সর্বত্র প্রাধান্য পায় কোটা সংস্কারবিষয়ক আলোচনা। শিক্ষার্থীদের টানা আন্দোলন ও অবস্থান কর্মসূচির কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে ওই বছরের ১১ এপ্রিল জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে সব কোটা বাতিলের ঘোষণা দেন। ফলে সে বছরের অক্টোবরে সরকারি চাকরিতে নবম থেকে ১৩তম গ্রেডে (যেসব পদ আগে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির চাকরি বলে পরিচিত ছিল) নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটাব্যবস্থা বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। তবে একটি রিটের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৫ জুন সরকারি চাকরিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে (৯ম থেকে ১৩তম গ্রেড) মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলসংক্রান্ত পরিপত্র অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন হাইকোর্ট। বস্তুত এর পরই পুনরায় বিষয়টি নিয়ে শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে উত্তেজনা দানা বাঁধে।

এটা তো ঠিক, চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলন সরকার বা কোনো দলের বিরুদ্ধে নয়। তাদের আন্দোলন অধিকারের প্রশ্নে। তাই এসব দাবি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। আবার এটাও ভুলে গেলে চলবে না, আন্দোলনের নামে নৈরাজ্যের অপসংস্কৃতি নিন্দনীয় ও অপরাধযোগ্য। সরকার ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতেই পরিস্থিতির সুরাহা হবে, এটাই প্রত্যাশা

এ বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই যে, একটা সময় পর্যন্ত জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান-সন্ততি ও নারীসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য চাকরিতে কোটা পদ্ধতির প্রয়োজন ছিল। তবে সময়ের পরিক্রমায় পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। বিশ্বের সর্বত্র এখন মেধাকে দেওয়া হয় সর্বাধিক গুরুত্ব। আমাদের দেশেও প্রশাসনসহ সরকারি কর্মকাণ্ডে দক্ষতা বাড়াতে মেধার প্রতি গুরুত্ব বাড়ানোর বিকল্প নেই। চাকরিক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসানেও এর প্রয়োজন। সংবিধানের ১৯(১), ২৯(১) ও ২৯(২) অনুচ্ছেদে চাকরির ক্ষেত্রে সব নাগরিকের সমান সুযোগের কথা বলা হয়েছে। আবার এটিও সত্য, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য সংবিধানে কোটার বিষয়ে বলা রয়েছে। আমরা মনে করি, পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমেই এ বিষয়টির সুরাহা করা দরকার। এটা তো ঠিক, চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলন সরকার বা কোনো দলের বিরুদ্ধে নয়। তাদের আন্দোলন অধিকারের প্রশ্নে। তাই এসব দাবি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। আবার এটাও ভুলে গেলে চলবে না, আন্দোলনের নামে নৈরাজ্যের অপসংস্কৃতি নিন্দনীয় ও অপরাধযোগ্য। সরকার ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতেই পরিস্থিতির সুরাহা হবে, এটাই প্রত্যাশা।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কর্মবিরতি

শিক্ষা কার্যক্রমে অচলাবস্থা কাম্য নয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য ১ জুলাই থেকে চালু হয়েছে 'প্রত্যয়' নামের পেনশন কর্মসূচি। অর্থ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে-স্বশাসিত, স্বায়ত্তশাসিত, রাষ্ট্রায়ত্ত, সংবিধিবদ্ধ বা সমজাতীয় সংস্থা এবং তাদের অধীন অঙ্গপ্রতিষ্ঠানগুলোর চাকরিতে ১ জুলাই থেকে যারা যোগ দেবেন, তাদের জন্য এ কর্মসূচি প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে ওইসব প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান পেনশন ব্যবস্থা বিলুপ্ত হবে। তবে এ কারণে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সুবিধা 'কমবে' এমন আশঙ্কায় ব্যবস্থাটি প্রত্যাহারের দাবিতে শিক্ষকরা অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি শুরু করেছেন। জানা গেছে, 'প্রত্যয়' পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীর মূল বেতনের ১০ শতাংশ বা সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা (দুটির মধ্যে যেটি কম) বেতন থেকে কেটে নেওয়া হবে। এর সঙ্গে সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা। এই অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিপরীতে সর্বজনীন পেনশন কর্তৃপক্ষের অ্যাকাউন্টে জমা হবে। যেমন, এ স্কিমে ৩০ বছর মাসিক ২ হাজার ৫০০ টাকা হারে চাঁদা দিলে একজনের বেতন থেকে যাবে ৯ লাখ টাকা। সংশ্লিষ্ট সংস্থা জমা করবে আরও ৯ লাখ টাকা। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর মোট চাঁদা হবে ১৮ লাখ টাকা। জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ও মেয়াদের ভিত্তিতে অবসরকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী পেনশন ভোগ করবেন। সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি যদি ৭৫ বছর বয়সে মারা যান, তাহলে অবসরের ১৫ বছরে পেনশন পাবেন ১ কোটি ১২ লাখ ১৯ হাজার ৪০০ টাকা, যা তার জমার ১২ দশমিক ৪৭ গুণ। বলা হচ্ছে, এই পেনশন কর্মসূচি রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টিযুক্ত হওয়ায় এর অর্থ আয়করমুক্ত, শতভাগ ঝুঁকিমুক্ত ও নিরাপদ।

দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সর্বাত্মক কর্মবিরতি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। আমরা আশা করব, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঠদানে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তার আশু সমাধান হবে

তবে সিদ্ধান্তটিকে 'বৈষম্যমূলক' আখ্যা দিয়ে এর বিরোধিতা করছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন। তাদের বিরোধিতার জায়গাটি অবশ্যই খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। তাদের বক্তব্যকে আমলে নেওয়া দরকার। গত দু'মাসে বেশ কয়েক দফা কর্মবিরতিও পালন করেছেন তারা। তবে সোমবার থেকে এ কর্মবিরতি অনির্দিষ্টকালের জন্য শুরু হয়েছে। ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধসহ 'প্রত্যয়' স্কিম প্রত্যাহারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ৯টি কর্মসূচি দিয়েছে। এর আগের দিনও পূর্ণ দিবস কর্মবিরতি পালন করেন তারা। শিক্ষকদের কর্মবিরতির কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন করে সেশনজট তৈরির শঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ শঙ্কার যৌক্তিকতাও রয়েছে, কারণ গত দু'মাসে শিক্ষকরা কর্মবিরতি পালন করলেও পূর্বনির্ধারিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এবারের কর্মসূচিতে ক্লাস, পরীক্ষা ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড বন্ধ রয়েছে। বন্যাসহ নানা কারণে এমনিতেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর একাডেমিক ক্যালেন্ডার পিছিয়ে গেছে, তার ওপর শিক্ষকদের সর্বাত্মক কর্মবিরতি যে শিক্ষার্থীদের পাঠগ্রহণকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, তা বলাই বাহুল্য। আমরা মনে করি, শিক্ষা কার্যক্রমে অচলাবস্থা দীর্ঘ হওয়া সমীচীন নয়। এ পেনশন স্কিম আসলেই বৈষম্যমূলক কিনা কিংবা এর মাধ্যমে শিক্ষিত জাতি গড়ার কারিগরদের সুযোগ-সুবিধা আসলেই হ্রাস পাচ্ছে কিনা, তা শিক্ষা ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের খতিয়ে দেখা উচিত। আশার কথা, দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সর্বাত্মক কর্মবিরতি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। আমরা আশা করব, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঠদানে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তার আশু সমাধান হবে।

সর্প ব্যবসা ও গবেষণা

কর্ম সংস্থানের সম্ভাবনাময় খাত

ড. মিহির কুমার রায়

সর্প নিয়ে অনেক পৌরাণিক কাহিনি ইতিহাসের আদি পূর্বে উল্লিখিত আছে। সর্প পূজা, সর্প বন্দনা, সর্প লালন, সর্প চাষ, সর্প শিক্ষা, সর্প গবেষণা, সর্প ব্যবসা ইত্যাদি যুগে যুগে সময়ের আবর্তে অনেক রূপান্তর ঘটেছে সত্যি কিন্তু পালিত প্রাণী হিসাবে তার অর্থনৈতিক গুরুত্ব থাকলেও সমাজব্যবস্থায় তুলনামূলক বিচারে এই বিষয়টি তেমন উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিতে পারেনি যেমন শিক্ষায় কিংবা গবেষণায়। বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রাণী বিদ্যা বিভাগে অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে সর্পের শিক্ষা কিংবা গবেষণা পাঠ্যসূচিতে থাকলেও কোনো গবেষক সর্প নিয়ে গবেষণা করে স্নাতকোত্তর, এমফিল কিংবা পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছে তেমনটি দেখা যায় না। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণী বিদ্যা বিভাগের সাবেক গবেষক ও রিয়াদ চিড়িয়াখানার সাবেক কিউরেটর অধ্যাপক ড. আলী রেজা খান সর্প নিয়ে অনেক গবেষণাধর্মী পুস্তিকা কিংবা প্রবন্ধ রচনা করলেও তার ফলাফলের ভিত্তিতে কতগুলো প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প কিংবা অ্যাকশন প্রোগ্রাম প্রণীত হয়েছে তা বলা যায় না কেবল উদ্যোগী গবেষক, কর্মসূচি সংগঠক ইত্যাদির অভাবের কারণে। অথচ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে, কর্ম সংস্থানে, জীবন রক্ষাকারী ওষুধ তৈরিতে, বিনোদনের খোরাক জোগাতে, রপ্তানি বাণিজ্যে, চামড়ার পণ্য তৈরিতে, ওষুধ তৈরিতে, সর্পের অবদান কোনোভাবেই খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। অ্যান্টি ভেইন তৈরিতে সাপের বিষের চাহিদা অতুলনীয় আবার গোবড়া সর্প থেকে পটাশিয়াম সাইওনাইট সংগ্রহ করে ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। সর্পের বিষের চাহিদা আন্তর্জাতিক বাজারে রয়েছে যা রেমিট্যান্স অর্জনের একটি বড় বাহক হতে পারে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষত জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্প মাংস ও সর্প ডিম সুস্বাদু পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে খাদ্যতালিকায় স্থান করে নিয়েছে। এতসব গুণাবলি থাকা সত্ত্বেও সর্প আতঙ্ক ও সর্প নিধন যেন আমাদের জীবনে এমন শিকড় গেড়ে বসেছে যে সর্প দেখলেই আতঙ্ক আর নিধন ছাড়া মনে হয় তা আর সমাপ্তি ঘটবে না; কিন্তু এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো তার একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন। অন্যান্য গৃহপালিত পশুর মতো সর্পকে পোষার অনেক প্রক্রিয়া এই উপমহাদেশে বিশেষত পাহাড়, জঙ্গলবেষ্টিত অঞ্চলগুলোতে রয়েছে। যেমন- কোনোকে সাপুড়ে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কৌশলগত দিক নিয়ে তখন সে বলবে আমি ভারতের আসাম রাজ্যের কামরূপ জেলা থেকে সর্প বিদ্যায় প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছি অর্থাৎ সর্ব বিদ্যা যে একটি পাঠ্যসূচির বিষয় এখান থেকে তা অনুমান করা যায়। সে যাই হোক না কেন বাংলাদেশে বর্তমানে বর্ষাকাল কেবল আষাঢ় কিংবা শ্রাবণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অর্থাৎ বর্ষাকাল এখন আগের চেয়ে বেশি বিস্তৃত এবং এই সময়টিতে সর্প লোকালয়ের দিকে মানুষের বাড়ি কিংবা গাছে আশ্রয় নেয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই কর্মকাণ্ডগুলোকে কেবল সাপুড়ে কিংবা ওঝা কিংবা বেদেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে যদি ব্যবসা উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তবে এই লাভজনক পেশায় অনেকেই সর্প খামার নির্মাণে এগিয়ে আসবে বলে প্রতীয়মান। তা হলে ব্যবসায়ের উপাদান হিসেবে এই প্রাণীটির বাংলাদেশে বর্তমান অবস্থা কি তা নিয়ে আলোকপাত করা যাক-

আইইউসিএন বাংলাদেশের সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে দেশের প্রায় ৩০ শতাংশ বন্যপ্রাণী হুমকির সম্মুখীন বিশেষত- মানুষ সৃষ্ট সর্পের বাসস্থান বনভূমি ঝোপঝাড় ধ্বংসের কারণে। বাংলাদেশে প্রাণী গবেষক আবদুর রাজ্জাকের মতে দেশে প্রায় ৯০ প্রজাতির সাপের মধ্যে ২৭ প্রজাতি বিষাক্ত যার মধ্যে ১৩টি সমুদ্রে বসবাস করে, বাকিগুলো স্থলে যাদের বেশির ভাগের অবস্থান সিলেট-চট্টগ্রামের গভীর বন-জঙ্গলে। সর্প দেখলেই আতঙ্ক তাকে মারতে হবে এ ধরনের একটি মতবাদ বংশ পরাক্রমায় বহন করা হচ্ছে অথচ বিজ্ঞান বলছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে, খাদ্যশৃঙ্খল অটুট রাখতে, ইঁদুর, কীট-পতঙ্গ, পোকা-মাকড় ইত্যাদি বিনষ্ট করতে সর্পের ভূমিকার জুড়ি নেই। প্রকৃতিতে খাবারের প্রয়োজনে ও প্রজননের সুবিধার্থে সর্প লোকালয়ে চলে আসে আর এমনিতেই মানুষ সর্প দেখার সঙ্গে সঙ্গেই মেরে ফেলে। সম্প্রতি পত্রপত্রিকায় খবর বেরিয়েছে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে চারশরও বেশি গোখরা সর্প নিধন করা হয়েছে যা দেশের অর্থনীতি তথা প্রাণী সম্পদ উন্নয়নে একটি বড় আঘাত। অথচ এ নিবারণে দেশে কোনো আইন নেই, সাপ উদ্ধারকারী দক্ষ কোনো লোক নেই, উদ্ধার করলেও তার দায়ভার কেউ নিতে চায় না। এ ধরনের একটা পরিস্থিতিতে দক্ষ সাপুড়ে তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ তার সঙ্গে যন্ত্রপাতির প্রয়োজন রয়েছে। দেশে দক্ষ সাপুড়ের সংখ্যা কত তা নিয়ে কোনো পরিসংখ্যান সরকারের প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরে নেই যা প্রয়োজনমাফিক ব্যবহার করা যাবে অর্থাৎ বংশানুক্রমে পাওয়া সাপুড়ে বিদ্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের যে সনাতনী দক্ষতা রয়েছে এবং তার সঙ্গে যদি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি যোগ করা যায় তা হলে এটি একটি উন্নত ব্যবস্থা হতে পারে; কিন্তু বাদ সাধে আমাদের সমাজব্যবস্থা, সাপুড়ের ছেলেমেয়েরা এখন আর সাপুড়ে হতে চায় না কারণ এ কাজের শৈল্পিক কোনো অর্থনৈতিক মর্যাদা নেই অথচা ব্যবসায়িক উৎপাদন হিসেবে এর অনেক সম্ভাবনা রয়েছে যা এখন সময়ের দাবি। একজন সাপুড়েকে প্রশ্ন করা হয় সর্প শিকারের কৌশল সম্পর্কে এবং অনায়াসেই সে বলে ফেলতে শুরু করে যে মাটির গন্ধ থেকে বোঝা যায় এলাকায় সর্পের অবস্থান আছে কি নেই। যদি বিষয়টি ইতিবাচক হয় তবে মন্ত্রের মাধ্যমে সর্পকে গর্তের ভেতর থেকে বের করা সম্ভব হয়। এখন প্রশ্ন- এভাবে সর্প ধরে কি হবে, এসব সর্পের সংগঠিত বাজার কি? কে বা কারা এর দায়ভার নেবে? এই বিষয়গুলো এখনো অস্পষ্ট অথচ কিছুকিছু অসাধু ব্যবসায়ী সাপুড়ের কাছ থেকে সর্পের মহামূল্যবান বিষ কিংবা চামড়া কিনে বিদেশে পাচার করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে যা হঠাৎ খবরের কাগজে পাওয়া যায়। তাহলে সরকার সর্পের বাজারকে উন্মুক্ত করছে না কেন? কেন সর্প খামার প্রতিষ্ঠায় প্রণোদনাসহ লাইসেন্স প্রদানে আগ্রহী নয়? সরকারি মালিকানাধীন কোনো সর্পের খামার আছে বলে আমার জানা নেই যা অবিলম্বে প্রকাশ করা উচিত। তবে বেসরকারি উদ্যোগে সর্পের খামারের দু-একটির খবর পাওয়া যায়- যেগুলো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে খুব ভালো করে উঠতে পারছে না। এরকমই একজন উদ্যোক্তা পটুয়াখালীর সদর উপজেলার নন্দীপাড়া গ্রামের বাসিন্দা ৫০ বছর বয়সি আবদুর রাজ্জাক যিনি বেশ কয়েক বছর বন্যপ্রাণী ফটোগ্রাফার হিসেবে সৌদি আরবে কাজ করেন। সেই সুবাদে বণ্যপ্রাণীর প্রতিকার তার আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে যার বহির্প্রকাশ ঘটে ২০০১ সালে। সৌদি আরব থেকে ফিরে আসার পর স্বীয় বাড়িতে সর্প খামার প্রতিষ্ঠার একটি পরিকল্পনা করেন যা বাস্তবায়িত হয় ২০০৯ সালে। এই উদ্যোক্তা ২৫ লাখ টাকার নিজস্ব তহবিল থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নমুনার ১৫০টি সর্প সংগ্রহ করে খামার শুরু করে। বর্তমানে সর্প ডিমের তা দিয়ে আরও ১৫০টির নতুন বাচ্চা খামারে সংযোজিত হয়। সরকারের প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় ব্যক্তি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত খামারটির প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয় ২০০৮ সালে। আবার সর্পের বিষ ব্যবসায়িকভাবে বিক্রির জন্য ২০১১ সালে সরকারের কাছে অনুমোদন চেয়ে আবেদন করা হয় যা এখন পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়নি। যদি অনুমোদন মেলে তা হলে ১৫০টি পরিপক্ব সর্প থেকে বিষ আহরণ করে প্রতি মাসে সাত কোটি টাকা আয় করা সম্ভব হবে। এরইমধ্যে অনেক ওষুধ কোম্পানি সর্পের বিষ ক্রয়ের আগ্রহ দেখিয়েছে যা অল্প বিনিয়োগে অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা। এই খামারে মোট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চাকরিজীবীর সংখ্যা আট এবং সরকার যদি প্রশিক্ষণসহ বিনিয়োগ সহায়তা দিতে পারে তাহলে এই লাভজনক ব্যবসায় অনেক উদ্যোক্তা আগ্রহ দেখাবে। সরকার সর্প খামার আইন প্রণয়ন করতে পারে এই শিল্পের মানোন্নয়নের জন্য। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষত ভারত, চীন, থাইল্যান্ড ও যুক্তরাজ্যে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সর্প খামারকে একটি লাভজনক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সেই সব দেশের সফল অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ এই শিল্পকে উজ্জীবিত করতে পারে। এ ব্যাপারে প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে। কৃষির উপখাত হিসেবে এই খাতটি তুলনামূলক বিচারে অনেক পশ্চাৎপদ যা বর্তমান বছরের বাজেট প্রস্তাবনা থেকেই বোঝা যায় যা মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মিলে উন্নয়ন বাজেট মাত্র এক হাজার পনেরো কোটি টাকা যার বেশির ভাগ প্রাণীর খাদ্য ও ভ্যাকসিন আমদানিতে ব্যয়িত হবে। তাহলে প্রাণীর খামার উন্নয়ন বা আধুনিক খামার স্থাপন বিশেষত সর্পকে ঘিরে সে অর্থ কোথায়? প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন একটি এনজিও যারা প্রকৃতির প্রাণিজগৎ নিয়ে আকর্ষণীয় সংবাদ প্রচার করে যার মধ্যে সর্প একটি উল্লেখযোগ্য দিক এবং এই প্রচার মাধ্যমে কেবল তাদের ক্ষয়িষ্ণু বিলুপ্তির দিকগুলো তুলে ধরে। অথচ এটিকে হৃদয়ে মাটি ও মানুষের মতো একটি উদ্বুদ্ধমূলক অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত করা যায় যেখানে প্রাণী উদ্যোক্তারা আরও খামারমুখী হবে এবং ব্যাংকিং খাত বিনিয়োগে এগিয়ে আসবে; কিন্তু সমস্যা হলো প্রকল্প তৈরি নিয়ে কারণ বাংলাদেশে সর্প বিশেষজ্ঞের যথেষ্ট অভাব রয়ে গেছে যারা সর্পের স্বভাব প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত। প্রকৃতিগতভাবে সর্প সরীসৃপজাতীয় নিরীহ প্রাণী যারা বুকে ভর দিয়ে হাটে এবং বনের লতাপাতা, পোকা-মাকড়, ব্যাঙ, ইঁদুর ইত্যাদি খেয়ে বেঁচে থাকে। গবেষকরা বলেন একটি সর্প যে শক্তির সঞ্চার করে তা পাঁচটি মানুষের শক্তির সমান। এই প্রাণীটি কোনোভাবে বিরক্ত না হলে তারা মানুষ কিংবা অন্য প্রাণীকে আক্রমণ করে না। তা হলে সর্প দেখে আতঙ্কের কারণ কি যার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এবং একেবারেই অনমূলক। বাংলাদেশে ৯০ প্রজাতির সর্পের পদচারণ থাকলেও কয়েক দশকে এগুলোর কোনো তথ্য নথিভুক্ত হয়নি। সাধারণভাবে যেসব সর্প সচরাচর দেখা যায় সেগুলো হলো ধোড়া, ঘরগীনি, কুপলী, মাচ্চা, দুধরাজ, ফনীমনসা অজগর, শামুখখোর ইত্যাদি। আবার বিষধর সর্পের মধ্যে গোখরা, পদ্ম গোখরা, শঙ্কিনী, কালনাগিনী, আলদ ইত্যাদি অন্যতম। এর বাইরেও অনেক সর্প হতে পারে; কিন্তু প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর কিংবা অন্য কোনো দাতা সংস্থা কর্তৃক অর্থায়িত কোনো বেসরকারি সংগঠন সারা দেশে সর্পের ওপর জরিপ চালিয়েছে তার কোনো নজির জানা নেই অথচ কোনো প্রকার প্রকল্প গ্রহণ করতে গেলেই এ ধরনের ফলাফল অপরিহার্য। বাংলাদেশের প্রখ্যাত প্রাণী গবেষক ড. খান সর্পের ওপর অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পন্ন করলেও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সর্পের অবস্থান নিয়ে কোনো গবেষণা প্রতিবেদন চোখে পড়ে না। তাই বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিয়ে সামনে আগাতে হবে আর অহেতুক সর্প নিধন নয়, তাকে মানবিকতার বিচারে মেনে নিতে হবে এই হোক জাতির কাছে প্রত্যাশা।

বিষধর সর্পের মধ্যে গোখরা, পদ্ম গোখরা, শঙ্কিনী, কালনাগিনী, আলদ ইত্যাদি অন্যতম। এর বাইরেও অনেক সর্প হতে পারে; কিন্তু প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর কিংবা অন্য কোনো দাতা সংস্থা কর্তৃক অর্থায়িত কোনো বেসরকারি সংগঠন সারা দেশে সর্পের ওপর জরিপ চালিয়েছে তার কোনো নজির জানা নেই অথচ কোনো প্রকার প্রকল্প গ্রহণ করতে গেলেই এ ধরনের ফলাফল অপরিহার্য। বাংলাদেশের প্রখ্যাত প্রাণী গবেষক ড. খান সর্পের ওপর অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পন্ন করলেও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সর্পের অবস্থান নিয়ে কোনো গবেষণা প্রতিবেদন চোখে পড়ে না। তাই বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিয়ে সামনে আগাতে হবে আর অহেতুক সর্প নিধন নয়, তাকে মানবিকতার বিচারে মেনে নিতে হবে এই হোক জাতির কাছে প্রত্যাশা

লেখক: গবেষক ও সাবেক ডিন, সিটি ইউনিভার্সিটি

বেঁটে নারকেল গাছ নিয়ে কিছু কথা

জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস

ফল, জল এবং তেল– একের মধ্যে শুধু তিন নয়; নারকেল থেকে আরও অনেক কিছু পাওয়া যায় এবং এর অনেক রকমের ব্যবহার। বাংলাদেশে কমবেশি ৩৫ হাজার হেক্টর জমিতে ১০ কোটি নারকেল উৎপাদিত হয়। চাহিদা ৩৫ কোটি। অতএব আরও ২৫ কোটি নারকেল আমাদের বেশি উৎপাদন করতে হবে। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া তো দূরের কথা উল্টো কমে যাচ্ছে। এবং এই কমার প্রবণতা ২০১৬-১৭ থেকে লক্ষণীয়। সে বছর উৎপাদন ছিল ৬ লাখ ৮৮ হাজার টন। ২০২১-২২ সালে এই পরিমাণ কমে দাঁড়ায় ৫ লাখ ১০ হাজার টনে। ২০২২-২৩ সালে ছিল ৫ লাখ ছয় হাজার টন। চলতি বছরের উপাত্ত আমার হাতে আসেনি। আমার বিশ্বাস আরও কমে গেছে। অথচ এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। কারণ নারকেলের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারের সরকারের বিশেষ নজরদারি আছে। তবে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে শুরুতেই কোনো দুর্বলতা ছিল কিনা কে জানে! দেখা যায় যে শুধু বাইরে থেকে খাটো জাত এনেই দেশে চট-জলদি নারকেলের উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। সেখানে এ-সংক্রান্ত গবেষকদের তেমন সম্পৃক্ততা দেখছি না।

দেশে উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ আইন আছে। বাইরে থেকে আনা কোনো ফল বা ফসল গবেষণা ছাড়া মাঠে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বিধিনিষেধ আছে। অথচ একটি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথমে ভারত; পরে ভিয়েতনাম থেকে সরাসরি খাটো জাতের নারকেলের চারা আমদানি করে কোনো প্রকার গবেষণা ছাড়াই মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়। ভারতের জাতগুলো ছিল কেরালা ডোয়ার্ফ– এগুলো সম্ভবত হাইব্রিড জাত ছিল। ভিয়েতনাম থেকে আনা জাতগুলোও খাটো জাতের। সব খাটো জাতগুলো তিন বছরের মধ্যে ফল দেবে বলে জানানো হয়।

২০১৩ থেকে শুরু করে কয়েক বছর ধরে প্রায় সাত-আট লাখ চারা বিতরণ করা হয়। কিছু ব্যতীক্রম ছাড়া সব গাছ লম্বা হয়ে গেছে। অধিকাংশ গাছে ফল নেই। কিছু ফল আসলেও কৃষকদের বক্তব্য মোতাবেক তিন বছর কেন ছয় বছরেও গাছগুলোতে ফুল আসেনি। অনেক ক্ষেত্রেই গাছ রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। আমদানিকৃত গাছে পোকামাকড়ের উপদ্রব বেড়ে যাওয়া এবং সময়মতো ফল না ধরায় অনেকেই তাদের বাগান কেটে ফেলেছেন। এ সমস্ত কারণেই একটি পর্যবেক্ষণ কমিটি করে দেয়া হয় পুরো প্রেক্ষাপটটি খতিয়ে দেখার জন্য। উক্ত কমিটিতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী এবং সম্প্রসারণবিদরা ছিলেন। তারা সরেজমিনে বিভিন্ন পরিবেশে স্থাপন করা খাটো নারকেলের বাগান এবং কৃষকের বাগানগুলো পরিদর্শন করে প্রতিবেদন জমা দেন। তাদের প্রতিবেদনে তারা যা বলতে চেয়েছেন– ভিয়েতনাম থেকে খাটো জাতের সিয়াম ব্লু এবং সিয়াম গ্রিন জাতের গাছে প্রচুর নারকেল ধরার কথা থাকলেও তেমনটি দেখা যায়নি। আড়াই থেকে তিন বছরের মধ্যে গাছে ফল ধরবে বলে জানানো হয়। কিন্তু বাস্তবে সেটা হয়নি। বেশির ভাগ বাগানে চার বছরের গাছে পুষ্পমঞ্জুরী দেখা গেলেও সেগুলোতে নারকেল ধরেনি। তবে চার বছরের বেশি বয়সের কিছু গাছগুলোতে ফল দেখা যায় এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফলের সংখ্যা বাড়তে দেখা যায়। তবে ফুল এবং ফল ঝরে যাওয়ার প্রবণতা প্রকট। এমনকি ডাব হওয়ার পরও একসময় ঝরে যেতে দেখা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি ফলও থাকে না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হলো গাছগুলো খাটো জাতের বলা হলেও কোনো গাছই খাটো জাতের নয়। গাছের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির হার দেশি জাতগুলোর মতো বা ক্ষেত্র বিশেষে বেশি। প্রশ্ন উঠেছে আমদানিকৃত গাছগুলোর বিশুদ্ধতা নিয়েও। আড়াই বছরে গাছে ফল ধরে এমন ভুল তথ্য প্রচার করে একধরনের ব্যবসায়ী নিজেরা প্রচুর লাভবান হয়েছে। কিন্তু চাষির কোনো লাভ হয়নি। এদের রোগবালাই- পোকামাকড়ের আক্রমণ দেশি জাতের তুলনায় বেশি। নতুন কিছু পোকামাকড়ের উপদ্রবও দেখা গেছে। এগুলোর পরিচর্যার খরচ বেশি। এই পর্যবেক্ষণের আগেই বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকবৃন্দ এই জাতীয় নারকেলের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি ভয়ানক খবর দিয়েছিলেন। তারা জানিয়েছিলেন যে এ ধরনের খাটো জাতের নারকেল গাছ আমদানির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে একধরনের সাদা মাছির উপদ্রব মারাত্মভাবে বেড়ে গেছে। এমনকি সাম্প্রতিককালে নারকেল উৎপাদন কমে যাওয়ার মূল কারণ হিসেবে তারা এই সাদা মাছিকে দায়ী করেছেন। এই মাছি গাছের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দুইভাবে ক্ষতি করে থাকে। যেমন পাতার রস খেয়ে গাছকে দুর্বল করে দেয়। ফলে গাছের নিজের খাদ্য তৈরির ক্ষমতা দারুণভাবে কমে যায়। এই পোকার শরীর থেকে একধরনের মধুর মতো মিষ্টি দ্রব্য নিঃসরণের ফলে পাতার উপর একধরনের ছত্রাকজনিত কালো পর্দা তৈরি হয়। এতেও গাছের খাদ্য তৈরির ক্ষমতা কমে যায়। ফলে গাছ শুধু তার সজীবতা হারায় না, অনেক ক্ষেত্রে মারাও যায়। আরও খারাপ খবর হলো এই মাছিটি শুধু নারকেল গাছের মধ্যেই সীমবদ্ধ নেই। কলা, পেয়ারা, আম, জাম, শিম, মরিচ, কচু, চা, কফি, সয়াবিন, সুপারিসহ কমবেশি ৬১ প্রজাতির গাছকে আক্রমণ করতে পারে। যাই হোক পর্যবেক্ষণ কমিটির সুপারিশ হলো– ভিয়েতনামের খাটো জাতের নারকেল বাগান করে কৃষক এবং উদ্যোক্তা দুজনেই ঠকেছেন। তাদের ভাষায় একটা নিভৃত পরিবেশে আলাদাভাবে ব্যাপক গবেষণা করার পরই এ ধরনের খাটোজাত আমদানির অনুমতি দেয়া উচিত। তবে সিয়াম ব্লু বা গ্রিন জাতের নারকেল আর নয়। পাশাপাশি কায়ক্লেশে টিকে থাকা এ ধরনে বাগান থেকে পাওয়া নারকেল থেকে চারা উৎপাদন ও সম্প্রসারণ বন্ধ করার কথাও বলেছেন। যাই হোক এই উপর্যুক্ত পর্যবেক্ষণের একটা দুর্বলতা ছিল। তারা ভারত থেকে আমদানিকৃত কেরালা হাইব্রিড জাতের নারকেলের বিষয়ে কিছু বলেননি। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি– এই জাতটির অবস্থাও সংগীন। আর হাইব্রিড হওয়ায় অতিরিক্ত কিছু বিষয় বিবেচনায় আনার দরকার ছিল। কৃষি সম্প্রসারণের অধীনে রোপণ করা এই জাতের কিছু ভালো খবর এবং ফলবতী গাছের ছবি আমি সামাজিক মাধ্যমে দেখেছি। তাহলে কি তড়িঘড়ি করে আমদানি করা বীজের মধ্যে সমস্যা ছিল! হাইব্রিডের প্রথম প্রজন্মের বীজের সঙ্গে অন্য বীজ চলে এসেছে কিনা। যাই হোক খাটো জাতের নারকেল গাছের এহেন পরিণতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে একবার বিষয়টি জানার চেষ্টা করেছিলাম। তিনি একবাক্যে বলেছিলেন যে আবাদ ব্যবস্থাপনায় খুবই সতর্ক হতে হবে। তাহলে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে রোপণ করা খাটো জাতের নারকেল গাছগুলো দুরবস্থার শিকার কেন। সেগুলো আমার তদারকিতেই রোপণ করা হয়েছিল। পরিচর্যার খামতি ছিল না। তার মানে পরিচর্যা বিষয়ে আরও দক্ষ হতে হবে! একসময় আমি তাদের নারকেলের পরিচর্যা সম্পর্কিত পুস্তিকাটি দেখেছিলাম। সেখানে প্রতি মাসে যেভাবে পরিচর্যার কথা বলা হয়েছে সেটা মোটেই কৃষকবান্ধব নয়। আর কীভাবে সেই পরিচর্যা পদ্ধতিগুলো ঠিক করা হয়েছে সেটাও কতটা লাগসই কে জানে। শেষ কথা। দেশে সঙ্গনিরোধ আইন আছে। কিন্তু সেটার প্রয়োগ নিয়ে কথা হয়। কারণ সেটাকে পাশ কাটিয়ে, গবেষকদের পাশ কাটিয়ে কীভাবে এই নারকেলের জাতগুলো দেশে আমদানি করা হয়েছিল সেটা আমার মাথায় আসে না। আমাদের এদিকে একটু নজর দেয়া দরকার। নইলে যে ক্ষতি হয়ে গেছে তার থেকেও বড় ক্ষতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ এটা শুধু নারকেল নয় অন্য ফল, ফসলের বেলায়ও হতে পারে।

ফল, জল এবং তেল– একের মধ্যে শুধু তিন নয়; নারকেল থেকে আরও অনেক কিছু পাওয়া যায় এবং এর অনেক রকমের ব্যবহার। বাংলাদেশে কমবেশি ৩৫ হাজার হেক্টর জমিতে ১০ কোটি নারকেল উৎপাদিত হয়। চাহিদা ৩৫ কোটি। অতএব আরও ২৫ কোটি নারকেল আমাদের বেশি উৎপাদন করতে হবে। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া তো দূরের কথা উল্টো কমে যাচ্ছে। এবং এই কমার প্রবণতা ২০১৬-১৭ থেকে লক্ষণীয়। সে বছর উৎপাদন ছিল ৬ লাখ ৮৮ হাজার টন। ২০২১-২২ সালে এই পরিমাণ কমে দাঁড়ায় ৫ লাখ ১০ হাজার টনে।

লেখক : সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট; সাবেক নির্বাহী পরিচালক, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন

কুয়ালালামপুর বিমানবন্দরে রাসায়নিক লিক, অসুস্থ ২০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাসায়নিক লিক হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এতে কমপক্ষে ২০ জন অসুস্থ হয়েছে। বিমানবন্দরে একটি প্রকৌশল সেকশনে গতকাল বৃহস্পতিবার এ ঘটনা ঘটে। একজন জরুরি পরিষেবা কর্মকর্তা এসব তথ্য জানিয়েছেন। স্থানীয় উদ্ধার কর্মকর্তা মুহাম্মদ নুর খাইরি সামসুমিন এক বিবৃতিতে বলেন, মোট ছয়জন অসুস্থ ব্যক্তি বিমান বিপর্যয় ইউনিটে চিকিৎসা নিয়েছেন, ১৩ জনকে একটি চিকিৎসাকেন্দ্রে এবং একজনকে সরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। তিনি জানান, এই ২০ জন রাসায়নিকের সংস্পর্শে আসার পর তাদের মাথা ঘোরানো শুরু হয়। তারা ওই সেকশনে কাজ করলেও তারা মূলত তিনটি ভিন্ন কম্পানির কর্মী। এদিকে ঘটনাটি দেশটির প্রধান বিমানবন্দরে বিমান চলাচল ব্যাহত করেনি। জরুরি সেবা ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীদের ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। তবে কি কারণে রাসায়নিক লিক হয়েছে তা বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়নি। সেলাঙ্গর রাজ্যের দমকল বিভাগ জানিয়েছে, তারা স্থানীয় সময় সকাল ১১টা ২৩ মিনিটে রাসায়নিক লিক হওয়ার বিষয়ে একটি জরুরি ফোন পান। তখনই বিপজ্জনক পদার্থ নিয়ে কাজ করা একটি দলসহ তাদের কর্মীদের ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। পরে লিক হওয়ার রাসায়নিকটিকে মিথাইল মারকাপটান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা একটি বর্ণহীন দাহ্য গ্যাস। এটি কখনো কখনো জেট ফুয়েল উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। সূত্র : এএফপি, রয়টার্স

অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টের ছাদে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনের সমর্থনে এবার অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টের ছাদে উঠে পড়েছেন বিক্ষোভকারীরা। ছাদে উঠে বিক্ষোভকারীরা লাগিয়েছেন ফিলিস্তিনের সমর্থনে ব্যানার। খবর ডয়চে ভেলের। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গতকাল বৃহস্পতিবার ক্যানবেরায় অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টের ছাদে উঠে পড়েন ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভকারী। তাদের সঙ্গে ছিল ব্যানার- যেখানে লেখা, নদী হোক বা সমুদ্র, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা একমাত্র চাহিদা। এদিন অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টের ছাদে মোট চারজন ফিলিস্তিনপন্থী উঠেন বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। এই ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় দেশটির পার্লামেন্ট ভবনে। ইতোমধ্যে দেশটির পার্লামেন্ট সদস্যরা ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে। জানা যায়, চারজন বিক্ষোভকারী প্রায় এক ঘণ্টা পার্লামেন্টের ছাদে ছিলেন। তাদের একজনের হাতে ছিল একটি মেগাফোন। সেখান থেকে ফিলিস্তিনের পক্ষে এবং ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তিনি। পার্লামেন্টের বিরোধীপক্ষ প্রশ্ন তুলেছে, কীভাবে সমস্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা ভেঙে এভাবে ছাদে উঠলেন বিক্ষোভকারীরা? সম্প্রতি ফিলিস্তিন প্রশ্নে অস্ট্রেলিয়ার এক সেনেটরকে বরখাস্ত করেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী।

সেতু ভেঙে পড়ার হিড়িক ১৭ দিনে ১২টিতে ধস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের বিহার রাজ্যে সেতু ভেঙে পড়ার ঘটনা যেন থামছেই না। এই নিয়ে গত ১৭ দিনে পরপর ১২টি সেতু ভেঙেছে। এ নিয়ে প্রশাসনে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। সবশেষ সেতু ভাঙার ঘটনা ঘটেছে সারন জেলায়। সেখানে গণ্ডকী নদীর ওপর নির্মিত সেতুটি গতকাল বৃহস্পতিবার ভেঙে পড়ে। কিভাবে এটি ভাঙল তা স্পষ্ট নয়। ভারতীয় গণমাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় এই নিয়ে শুধু সারনেই তিনটি সেতু ভেঙে পড়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবি ও ভিডিও থেকে দেখা যাচ্ছে, নদীর ওপর তৈরি সেতুটি একবারে মাঝখান থেকে ভেঙে পড়েছে। সেতুর অনেকটা অংশ পানিতে পড়ে গেছে। এই সেতু সারন জেলার সঙ্গে সিওয়ান জেলার সংযোগ রক্ষা করে থাকে। তা ভেঙে পড়ায় গ্রামবাসীরা সমস্যায় পড়েছে। সেতুটি ১৫ বছরের পুরনো বলে জানা গেছে। তবে এই ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর নেই। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, সেতু ভেঙে পড়ার কারণ জানতে তদন্ত করা হবে। তবে কাছেই রাস্তার কাজ চলছিল। সেই কারণে সেতুটি ভেঙে পড়তে পারে। সব দিক খতিয়ে দেখা হবে। এদিকে গত ১৮ জুন বিহারে প্রথম সেতু ভাঙার খবর প্রকাশ্যে আসে। আরারিয়া জেলায় সেতু ভাঙার পর ২২ তারিখ সিওয়ানেও একইভাবে নদীর ওপর ভেঙে পড়ে একটি সেতু। এরপর ক্রমে পূর্ব চম্পারন, কিসানগঞ্জ, মধুবনী, মুজফফরপুরে সেতু ভেঙেছে। ৩ জুলাই সিওয়ানে তিনটি সেতু এবং সারনে দুটি সেতু ভেঙে পড়ে। গতকাল বৃহস্পতিবার সেই তালিকায় নতুন করে যুক্ত হলো সারনের আরো একটি সেতু। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, সেতু ভেঙে পড়ার কারণ জানতে তদন্ত করা হবে। তবে কাছেই রাস্তার কাজ চলছিল।

পিকেকে'র ৩০ স্থাপনা গুঁড়িয়ে দিলো তুরস্ক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইরাকের উত্তরাঞ্চলে বুধবার কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টির (পিকেকে) ৩০টির বেশি স্থাপনা ধ্বংস করে দিয়েছে তুরস্কের নিরাপত্তা বাহিনী। তুরস্কের জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বিমান অভিযানে স্থাপনাগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। খবর আনাদোলু এজেন্সির। লিখিত এক বিবৃতিতে তুরস্কের মন্ত্রণালয় বলেছে, মেতিনা, গারা, হাক্কুক, কান্দিল, এবং আসোস অঞ্চলে সিনিয়র লেভেল সন্ত্রাসীদের আবাসঘরে বিমান হামলা চালানো হয়েছে। উত্তর ইরাক থেকে আমাদের জনগণ ও নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর হামলা ঠেকাতে এবং সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই অভিযান চালানো হয়েছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, যে ৩৭টি স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে গুহা, আশ্রয়কেন্দ্র, আস্তানা ও গুদাম আছে। সেইসঙ্গে বহু সন্ত্রাসীকে 'হত্যা' করা হয়েছে। এ ছাড়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অভিযান চালানোর সময় প্রতিটি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে যেন নিরাপরাধ লোক, বন্ধুত্বপূর্ণ

উপাদান, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের কোনো ক্ষতি না হয়। আনাদোলু বলছে, পিকেকে গোষ্ঠী উত্তর ইরাক থেকে তুরস্ক ও সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে হামলা চালায়। পিকেকে'কে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ এবং তুরস্ক।

পদদলনে শতাধিক নিহত

দায় নিচ্ছেন না সেই ভোলে বাবা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের উত্তর প্রদেশের হাথরস জেলায় একটি ধর্মীয় আয়োজনে পদদলিত হয়ে ১২১ জনের মৃত্যুর ঘটনায় ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন কমিটির সদস্যদের মধ্যে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তবে ধর্মীয় এই আয়োজনের ধর্মগুরু হতাহতের দায় অস্বীকার করেছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে। ওই ধর্মীয় গুরু নারায়ণ সাকার হরি 'ভোলে বাবা' নামে পরিচিত। তার অনুসারীরাই ওই আয়োজনে গিয়েছিলেন। ঘটনার পর ভোলে বাবার আইনজীবী এপি সিং বলেছেন, কিছু অসামাজিক উপাদানের কারণে পদদলিতের এমন ঘটনা ঘটেছে।

ইসরায়েলে হিজবুল্লাহর ১০০ রকেট হামলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইরান সমর্থিত লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর সঙ্গে ইসরায়েলের উত্তেজনা ফের তুঙ্গে। দুই পক্ষের মধ্যে পুরো মাত্রার যুদ্ধ শুরু হতে পারে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। হিজবুল্লাহ জানিয়েছে, ইসরায়েলি হামলায় লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে তাদের শীর্ষ একজন কমান্ডার নিহত হয়েছে। এরপরেই ইসরায়েলে ১০০ রকেট হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি গোষ্ঠীটির। খবর আল জাজিরার। গত ৯ মাসে ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত গোষ্ঠীটির তিনজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিহত হলেন। বুধবার হিজবুল্লাহ জানিয়েছে, মুহাম্মদ নিমাহ নাসের যিনি হজ আবু নামে পরিচিত তিনি হামলায় নিহত হয়েছেন। এর জবাবে ইসরায়েলের বিভিন্ন সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে ১০০ কাতিউশা রকেট ছোঁড়া হয়েছে। হিজবুল্লাহর শীর্ষ এই কমান্ডার ঠিক কোথায় নিহত হয়েছেন- সেই সম্পর্কে

কোনো তথ্য দেয়নি গোষ্ঠীটি। তবে একটি সূত্র আল জাজিরাকে জানিয়েছে, লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে তায়ারের হোস এলাকায় তিনি নিহত হয়েছেন।
এ ছাড়া আরও একটি ঘনিষ্ট সূত্র বার্তা সংস্থা এএফপিকে নাসেরের নিহতের তথ্য নিশ্চিত করেছে। এর আগে গত জুনে ইসরায়েলি হামলায় তালেব আব্দাল্লাহ নামে হিজবুল্লাহর আরেক শীর্ষ কর্মকর্তা নিহত হন বলে এই সূত্র জানায়। গত জানুয়ারিতে ইসরায়েলি হামলায় উইসাম আল-তাউইল নামে গোষ্ঠীটির আরেক শীর্ষ কর্মকর্তা ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়। লেবাবন থেকে আল জাজিরার সাংবাদিক আসেদ জানান, নাসেরকে হত্যার জবাবে ইসরায়েলে ১০বার পৃথক হামলা চালিয়েছে হিজবুল্লাহ। তিনি বলেন, লেবাননের দক্ষিণ থেকে ছোঁড়া কিছু ক্ষেপণাস্ত্র ও রকেটের শব্দ আমরা শুনতে পেয়েছি এবং দেখেছি এসব অধিকৃত গোলান মালভূমিতে আঘাত করেছে। তবে ইসরায়েলে চালানো হিজবুল্লাহর সর্বশেষ হামলা নিয়ে এখন পর্যন্ত বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। ইসরায়েলের পক্ষ থেকেও এই হামলা নিয়ে কোনো মন্তব্য জানানো হয়নি। তবে দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলা উত্তেজনা আরও বাড়ালো।

বিনোদন

অপুকে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য বুবলীর

বিনোদন ডেস্ক : ঢালিউডের আলোচিত দুই নায়িকা অপু বিশ্বাস ও শবনম বুবলী দুজনেই সুপারস্টার শাকিব খানের সাবেক স্ত্রী। শাকিবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকলেও এই দুই নায়িকার মধ্যে যে দা-কুমড়া সম্পর্ক সেটি তাদের পরস্পরের প্রতি তির্যক মন্তব্যেই প্রকাশ পায়। সম্প্রতি আবারও অপু-বুবলী মেতেছেন বাকযুদ্ধে। পরিচালক মোহাম্মদ ইকবালের 'বিট্রে' সিনেমা থেকে বাদ পড়ার পর বুবলী জানিয়েছেন, শাকিব খানকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করার কারণেই পরিচালক মোহাম্মদ ইকবালের সিনেমা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন তিনি। বুবলীর এমন বক্তব্য প্রকাশ্যে আসার অপু বলেন, নিজে সিনেমা থেকে বাদ পড়ে শাকিবকে দেয়াল হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন তিনি। দুর্বল গেমপ্ল্যান। সিনেমা থেকে বাদ না পড়লে, শাকিবের প্রতি দরদ দেখানো এমন কোনো বাক্য ব্যবহার করতেন না। আসলে সবখানে শাকিব খানের নাম মুখে নিয়ে তিড়িং-বিড়িং করেন। সারাক্ষণ নিজের মতো বানানো মিথ্যা রচনা বলেন। এখন তার ক্যারিয়ারে আলোচনায় থাকার একমাত্র বিষয় আমি ও আমার ছেলে। জাতীয় টেলিভিশনে কী সব উদাহরণ দিচ্ছে, যার কোনো অর্থই নেই। কি কি সব নোংরা আপত্তিকর শব্দ ব্যবহার করছে, যা খুবই লজ্জাজনক। তার মুখে সবসময় দুর্গন্ধজনক শব্দগুলো থাকে, কারণ তার ভেতরটাও এ রকম। কিছুদিন আগে অপু বিশ্বাস দাবি করেন, শাকিব খানের শত্রুদের সঙ্গে বুবলীর ওঠাবসা বেশি। এ প্রসঙ্গে বুবলী বলেন, ২০০৮ সালে শাকিব অসুস্থ হলে সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিয়ে অন্য জায়গায় সিনেমায় সাইন করেছিলেন তিনি। আবার যে নায়কের সঙ্গে সিনেমা সাইন করে, তার মৃত্যুর পরই জানাজা শেষ হতে না হতেই পরিচালকদের অন্য নায়ক খুঁজতে বলায় ৫/৬টি সিনেমা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল এই মহিলাকে। আবার নিজ স্বার্থের জন্য শাকিবের কাছে ভিড়েছিল। সবই ইন্ডাস্ট্রির মানুষজন জানেন। জয়া আপু, বিদ্যা সিনহা মিম, ফারুক ভাই, কাজী হায়াত আঙ্কেল থেকে শুরু করে অনেক তারকার সঙ্গেই বিএফডিসিতে বেয়াদবি করেছিলেন তিনি, যা নিউজেও এসেছে। আর বেয়াদবির জন্য তিনি মারও খেয়েছেন। এই চিত্রনায়িকা আরও বলেন, ২০১৭ সাল থেকে শাকিব ও তার পরিবার নিয়ে কী অপমানজনক কথা বলেছিলেন উনি, সে সবই ভিডিওতে আছে। কোন নায়কের সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় ধরেছে, সেই কথাও আছে। অন্য নায়কের সঙ্গে যখন ফের প্রেমের গুঞ্জন উঠল, যখন ওই নায়কের সঙ্গে ওখানে কিছুদিন পর আর বনিবনা হলো না, তখন বলে যে এমন প্রেম প্রেম কথা নাকি ইচ্ছে করে উঠিয়েছেন। ইকবালের প্রসঙ্গ টেনে এই নায়িকা বলেন, উনি (অপু বিশ্বাস) নাকি ইকবাল ভাইয়ের ছায়াও দেখেন না। কিন্তু কেন? কারণ হচ্ছে, কিছুদিন আগে ইকবাল ভাইয়ের কাছের একজন প্রযোজক অনুদানের একটি সিনেমা থেকে বাদ দিয়েছিলেন তাকে। আবার সাইনিং মানিও ফেরত নিয়েছিলেন। সেলিম ভাই বা ইকবাল ভাই যখন সিনেমায় আমাকে চুক্তিবদ্ধ করেছিলেন, আমার কাজের অনেক প্রশংসা করেছিলেন। তখন তাকে নিয়ে সিনেমা বানাচ্ছিলেন না, বানালে ঠিকই করতেন। এ ধরনের কোনো উদাহরণ আছে, তার কাছে ওঁরা সিনেমা নিয়ে গেছেন অথচ ফিরিয়ে দিয়েছেন উনি। কিন্তু এখানে চালাকি করে শাকিবের নামের ওপর দিয়ে চালিয়ে দিলো। কাকে কি বোঝায় উনি? হাস্যকর। অপুকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বুবলী বলেন, সে ভেবেছে আমাকে ও আমার ছেলেকে নিয়ে সব সময় মিথ্যাচার করবে; আর আমিও বরাবরের মতো চুপ থাকব। কখনোই না। কেননা, আমার কখনোই তাকে নিয়ে কথা বলার রুচি হয় না।তবে যখন দেখছি সে তার নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য আদাজল খেয়ে শেহজাদকে তার বাবার থেকে আলাদা করার জন্য নেমেছে, তখন আমি চুপ থাকব কেন? সে এসব নিয়ে সারাক্ষণ বাজে "গেম প্ল্যান" করে বলেই এই "গেম প্ল্যান" শব্দ তার মুখ থেকে এসেছে। উনি ক্লান্ত হয়ে গেছেন। সংবাদমাধ্যম অনুযায়ী, এবার অপুর সে কথার জবাবে তাকে ইঙ্গিত করে বুবলী জানালেন, বুবলী নাম নিতে নিতে উনি মানসিক রোগী হয়ে গেছেন! শুধু তাই নয়, অপুকে 'ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চা'র সঙ্গেও তুলনা করেছেন। প্রকাশ্যে এনেছেন নানা গোপন কথাও! বুবলী বলেন, সব থেকে হাস্যকর হলো, উনি নিজের নিঃশ্বাসের থেকেও বুবলী নামটা বেশি নেন। সব জায়গায় শুধু বুবলী, বুবলী আর বুবলী। ভাইরাল হওয়ার জন্য তিনি এমন কিছু নেই, যা করছেন না। বুবলী নাম নিতে নিতে উনি মানসিক রোগী হয়ে গেছেন। বুবলী আরও বলেন, শাকিব আমার পরিবার। আমি সবসময় তার নাম নিয়েছি এবং সারাজীবন নেব। পরিবারের সদস্যের নাম নিতে কেউ কখনো ক্লান্ত হয় না। তবে যাদের স্বার্থ থাকে তারা ক্লান্ত হন। আর যে মহিলা (অপু বিশ্বাস) এসব বলছে, সে কে? যিনি ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চার মতো সবসময় আমাদের মাঝখানে

দুবাইয়ের শেখ বিয়ে করবেন নায়িকা মিষ্টি জান্নাত

বিনোদন ডেস্ক : ২০২৪ সালে চলচ্চিত্র অভিষেক হয় মিষ্টি জান্নাতের। এরপর আরও কয়েকটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন এই নায়িকা। তবে চলচ্চিত্রে অভিনয় করে খুব একটা আলোচনায় আসেননি তিনি। যতটা না এসেছেন কয়েকদিন আগে শাকিব খানের সঙ্গে বিয়ের প্রসঙ্গে আলোচনা এসে। যদিও শাকিবের সঙ্গে বিয়ের বিষয়টি তিনি নিজেই বলেছেন এবং আলোচনায় এনেছেন। এ ছাড়া অভিনেতা ও উপস্থাপক শাহরিয়ার নাজিম জয়কে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করে সেই আগুনে ঘি ঢালেন তিনি। বিষয়গুলো নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ায় এক সংবাদ সম্মেলন করে সকল বিতর্ক ও গুঞ্জনের জবাব দেন এই নায়িকা। তবুও থামেনি মিষ্টিকে নিয়ে আলোচনা। এখনও নানা বিষয় নিয়ে নিয়মিত আলোচনা চলে তাকে নিয়ে।
এবার এক সাক্ষাৎকারে বিয়ের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে মিষ্টি জান্নাত বলেন, বিয়ে করলে তো করা হয়ে যেতো। আবার বিয়ে করলে দেখা যায় বিচ্ছেদও হয়ে যেতো। কারণ অনেক নায়কদের বিচ্ছেদে হয়ে যাচ্ছে। এজন্যই ভাবছি আগামী বছরে বিয়ে করবো।
তিনি জানান, দেশ-বিদেশ থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসে। বিয়ে দেওয়ার জন্য তার মা বারবার বলেছে। এরপর মিষ্টি জান্নাত তার মাকে বলেন, তুমি যদি এখন আমার বিয়ে দাও তাহলে তো বিয়ের প্রস্তাব আসা বন্ধ হয়ে যাবে। এ অভিনেত্রী বলেন, আমার ইচ্ছে আছে যদি টাকার জন্য বিবাহিত কাউকে বিয়ে করি তাহলে দুবাইয়ের শেখদের করবো। অন্যের স্বামী বয়ফ্রেন্ডদের টানাটানি করা লাগে না ওরা এমনিতেই আমার কাছে আসে।

সিদ্ধার্থের নাম ভাঙিয়ে প্রতারণার অভিযোগ

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড অভিনেতা সিদ্ধার্থ মালহোত্রার এক ভক্ত অনেক বড় প্রতারণার শিকার হয়েছেন। অভিনেতার এক ফ্যান পেজের মাধ্যমে ৫০ লাখ রুপি খোয়ালেন মিনু বাসুদেব নামের সেই ভক্ত। হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সম্প্রতি 'এক্স'-এ শেয়ার করা একাধিক পোস্টে সিদ্ধার্থ মালহোত্রার ভক্ত দাবি করেন, সিদ্ধার্থের একটি ফ্যানপেজের মাধ্যমে ৫০ লাখ রুপির প্রতারণা করা হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী এ ভক্তের দাবি, দুই ব্যক্তি- আলিজা এবং হুসনা পারভিন দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন তিনি। সিদ্ধার্থের ফ্যানপেজের অ্যাডমিন তারা। তারা মিনু বাসুদেবকে জানিয়েছিলেন যে, বড় বিপদে আছেন সিদ্ধার্থ। তাকে বলা হয়েছিল যে, 'কিয়ারা সিদ্ধার্থের পরিবারকে হত্যার হুমকি দিয়ে সিদ্ধার্থকে বিয়ে করতে বাধ্য করেছে।' শুধু তাই নয়, বলা হয়েছে, 'কিয়ারা কালো জাদু করেছিল সিদ্ধার্থ মালহোত্রার ওপরে'। ওই ভক্তের দাবি, তাকে জানানো হয়, সিদ্ধার্থ তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলোর সমস্ত অ্যাক্সেস হারিয়ে ফেলেছেন। তাকে কথা বলানো হয়েছিল সিদ্ধার্থের পিআর টিমের এক সদস্যের সঙ্গে, যার নাম দীপক দুবে। এখানেই শেষ নয়, কিয়ারার টিমে থাকা রাধিকা নামের কারও সঙ্গে নাকি কথা বলানো হয়েছে তাকে। মিনু বাসুদেব আরও দাবি, তিনি সিদ্ধার্থ ও কিয়ারার খবর এনে দেয়ার জন্য সাপ্তাহিক চুক্তিতে টাকা দিতেন তাদেরকে। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাস থেকে সেই বছরেরই ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি মোট ৫০ লাখ টাকা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তার বন্ধুর থেকে নিয়েছেন সাড়ে ১০ হাজার টাকা। সিদ্ধার্থ মালহোত্রাকে অনুরোধ করে মিনু তার পোস্টে লেখেন, 'সিড, যদি সম্ভব হয় দয়া করে ওই মহিলাদের আমার টাকা ফেরত দিতে বলুন। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, যে নিরীহ ভক্তরা প্রতারিত হয়েছেন তাদের সকলের জন্য আমি সুবিচার চাই।

রায়হান রাফির পরবর্তী সিনেমার জিৎ

বিনোদন ডেস্ক : বাংলাদেশ, কানাডাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চলছে শাকিব খান-মিমি চক্রবর্তী অভিনীত রায়হান রাফির 'তুফান'। ভারতে ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে আজ শুক্রবার।
তার আগেই আলোচনা হচ্ছে রাফির নতুন সিনেমা নিয়ে। টালিপাড়ায় গুঞ্জন, রাফির পরের ছবির নায়ক নাকি জিৎ। খবর আনন্দবাজার অনলাইনের। গুঞ্জনের সত্যতা জানতে আনন্দবাজার অনলাইন যোগাযোগ করেছিল পরিচালকের সঙ্গে। রাফি বলেন, ভারতের সঙ্গে যৌথ প্রযোজনায় আরও ছবি তৈরির ইচ্ছে আছে। জিৎ দা বাংলার সুপারস্টার। তার সঙ্গে কাজ করতে পারলে খুবই ভাল লাগবে। কিন্তু বাংলা ইন্ডাস্ট্রির আরও অনেককেই আমার পছন্দ। তাই এখনই আলাদা করে কারও নাম উল্লেখ করার সময় আসেনি।

কলকাতা কাঁপাতে ব্যস্ত তুফান টিম

বিনোদন ডেস্ক : এবার ঈদে দেশের সর্বাধিক প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে শাকিব খান অভিনীত 'তুফান' ছবিটি। তুফান পরিচালনা করেছেন রায়হান রাফি। মুক্তির পর থেকে দেশের সিনেমা হলগুলোতে দর্শকদের ভিড় লক্ষ করা যাচ্ছে। গেল সপ্তাহে বাংলাদেশের পর সিনেমাটি একযোগে ১৫টি দেশে প্রদর্শিত হচ্ছে। গেল ২৮ জুন আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইডেন, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, স্পেন, পর্তুগাল, আবুধাবি, বাহরাইন, কাতার, ওমানের শতাধিক থিয়েটারে মুক্তি পেয়েছে 'তুফান'। তবে আজ শুক্রবার মুক্তি পাচ্ছে ভারতে। এরইমধ্যে সেখানে শুরু হয়েছে সিনেমাটির প্রচার। কলকাতাসহ বেশ কিছু শহরে ঝুলানো হয়েছে বিলবোর্ড। সেখানে শোভা পাচ্ছে তুফানের পোস্টার। তবে শুধু পোস্টার বা বিলবোর্ড নয়, ছবিটির প্রচার করতে কলকাতা পৌঁছে গেছে 'তুফান' টিম। এমনটাই জানিয়েছেন পরিচালক রায়হান রাফি। তিনি সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, এরইমধ্যে আমাদের টিম পৌঁছে গেছে। সেখানে আমরা ছবিটির প্রচারণা চালাবো। আমাদের টিমে শাকিব খান সহ সংশ্লিষ্ট সবাই আছেন।' জানা গেছে, সকালে চলে গেছেন রায়হান রাফিসহ বেশ কয়েকজন। আর বিকেলে কলকাতায় পৌঁছে গেছেন শাকিব খান। এদিকে টিমের সঙ্গে কলকাতা থেকে যোগ দেবেন মিমি চক্রবর্তীসহ কলকাকার প্রযোজক টিম। সবমিলিয়ে টানা কয়েকদিন তারা সেখানে প্রচারণায় অংশ নেবেন বলে জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, অ্যাকশন ধাঁচের এই সিনেমায় শাকিবের বিপরীতে অভিনয় করেছেন ঢাকার মাসুমা রহমান নাবিলা ও কলকাতার মিমি চক্রবর্তী। গ্যাংস্টারের কাহিনি নিয়েই এগিয়ে যাবে তুফানের গল্প। নব্বই দশকের একজন গ্যাংস্টারের ভূমিকায় দেখা যাবে শাকিব খানকে। এতে আরও অভিনয় করেছেন চঞ্চল চৌধুরী, মিশা সওদাগরসহ অনেকে।

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

বেগমগঞ্জে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ গুলিবিদ্ধ

বেগমগঞ্জ (নোয়াখালী) প্রতিনিধি : নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে দুর্বৃত্তদের ছোঁড়া গুলিতে এক মাদ্রাসা শিক্ষক গুরুত্বর আহত হয়েছে। তবে পুলিশের দাবি, মোটরসাইকেল ছিনতাই হলেও স্থানীয়দের ধারণা হয়তো তাকে খুন করার উদ্দেশ্যেই এই গুলির ঘটনা ঘটতে পারে। গুলিতে আহত শিক্ষকের নাম আমির হামজা (৪০)। তিনি চাঁদপুর জেলার কচুয়া থানার হোসেনপুর গ্রামের আশিক আলী তালুকদারের ছেলে এবং সোনাইমুড়ীর মারকাজুল হুফফাজ ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ। বুধবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে বেগমগঞ্জ-সোনাইমুড়ী সড়কের মিরওয়ারিশপুর গ্রামের হাজি দুলামিয়া বাড়ির দক্ষিণে এ ঘটনা ঘটে। পরে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার রাতে সাড়ে ১১টার দিকে আমির হামজা মোটরসাইকেল যোগে যাচ্ছিলেন। এ সময় হেলমেট পরা দুর্বৃত্তরা তার গতিরোধ করে। একপর্যায়ে তাকে লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে। এতে সে পিঠে গুলিবিদ্ধ হলে হামলাকারীরা তাকে রাস্তায় ফেলে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে সোনাইমুড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।
হামলার কারণ জানতে একাধিকবার ভুক্তভোগী মাদ্রাসা শিক্ষক আমির হামজার মুঠোফোনে কল করা হলেও কাউকে পাওয়া যায়নি। বেগমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো.আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, দুর্বৃত্তরা শিক্ষকের মোটরসাইকেল ছিনতাই করার চেষ্টা হতে পারে। হয়তো এই কারণে ও গুলি চালাতে পারে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ লিখিত অভিযোগ করেনি।

বাগেরহাটে গলায় ফাঁস দিয়ে স্বামী স্ত্রীর আত্মহত্যা

বাগেরহাট প্রতিনিধি : বাগেরহাটে গলায় ফাঁস দিয়ে ব্যবসায়ী মোঃ আবু দাউদ শেখ ও তার স্ত্রী কোহেলি সুলতানা লাকি আত্মহত্যা করেছেন। বৃহস্পতিবার সকালে বাগেরহাট সদর উপজেলার বৈটপুর এলাকায় নিজ বসতঘর থেকে মোঃ আবু দাউদ শেখের ঝুলন্ত দেহ এবং তার স্ত্রী কোহেলি সুলতানা লাকির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মোঃ আবু দাউদ শেখের মৃত্যু হয়। পুলিশ নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে নিয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে মুঠোফোনে কথা বলা নিয়ে পারিবারিক কলহের জেরে প্রথমে স্ত্রী এবং পরে স্বামী গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।
নিহত মোঃ আবু দাউদ শেখ (৪৫) বৈটপুর এলাকার মৃত আজিজ শেখের ছেলে। কোহেলি সুলতানা লাকি মোঃ আবু দাউদ শেখের স্ত্রী। নিহত দম্পতির এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। মেয়ে জান্নাতুল ফেরদাউস একাদশ শ্রেনিতে এবং ছেলে মোঃ আল কাইয়ুম ৭ম শ্রেনির শিক্ষার্থী।
বেমরতা ইউনিয়ন পরিষদের নারী ইউপি সদস্য সদস্য রেকসনা বেগম বলেন, আমি বাড়িতে ছিলাম আমার কাছে একটা ফোন আসে। আমি শুনতে পেলাম আবু দাউত ও স্ত্রী লাকি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কি করনে করছে এখন পযন্ত জানিনা।
ফয়সাল আহমেদ নামের এক প্রতিবাসী বলেন, গত বুধবার রাতে মোঃ আবু দাউদের ঘরের পাশে তার বড় ভাই নিজাম শেখের নাতনির জন্মদিনের অনুষ্ঠান ছিল। সেই অনুষ্ঠানে আবু দাউদের ছেলে-মেয়ে গেলেও, আবু দাউদ ও তার স্ত্রী যায়নি। কেন যায়নি এটি নিয়েও গুঞ্জন চলছে।

শুভ হত্যা মামলার ৬ আসামি কারাগারে

ফুলবাড়িয়া (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি : ময়মনসিংহের ফুলবাড়ীয়ায় স্বেচ্ছাসেবকলীগ কর্মী আক্তার উল আলম সরকার শুভ হত্যা মামলার ৬ আসামীকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত। জানাগেছে, উচ্চ আদালতের ৬ সপ্তাহের জামিন শেষে আসামিরা বৃহস্পতিবার। চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির হয়ে জামিন চাইলে ময়মনসিংহ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোমিনুল ইসলাম তাদের জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
আসামিরা হলো, জয়নাল আবেদীন, আরিফ, ফারুক হোসেন, মাহির মিশু, সাদ্দাম হোসেন, শাহজাহান। গত ১৩ মে রাতে উপজেলার দেওখোলা বাজারে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জয়নাল আবেদিন গ্রুপের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা এনামুর রহমান রবি, তার শ্যালক আক্তার উল আলম সরকার শুভসহ পাঁচ নেতাকর্মী গুরুতর আহত হয়। পরে আহত আক্তার উল আলম সরকার শুভর অবস্থা অবনতি হলে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়।

কুড়িগ্রাম : নাগেশ্বরীতে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করছে ইউএনও সিব্বির আহমেদ।

কুড়িগ্রামে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। জেলার ১৬টি নদ-নদীর পানি হ্রাস-বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় প্লাবিত হয়ে পড়ছে নতুন নতুন এলাকা। এতে করে পানিবন্দি হয়ে নানা দুর্ভোগে পড়েছে প্রায় অর্ধ লক্ষাধিক মানুষ। জেলায় ২য় দফা বন্যায় ইতোমধ্যে জেলার নাগেশ্বরী, ভূরুঙ্গামারী, উলিপুর, চিলমারী, রাজারহাট, রৌমারী, রাজিবপুর এবং সদর উপজেলার প্রায় ২৫টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে। এসব এলাকার প্রায় ১৫ হাজার পরিবারের অর্ধলক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে।
বৃহস্পতিবার সকালে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) সূত্রে জানা গেছে, ব্রক্ষপুত্রের পানি চিলমারী পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে বিপৎসীমার ৫৯ সেন্টিমিটার, নুনখাওয়া পয়েন্টে ৫১ সেন্টিমিটার এবং হাতিয়া পয়েন্টে বিপৎসীমার ৬৫ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ধরলার পানিসেতু পয়েন্টে বৃদ্ধি পেয়ে বিপৎসীমা উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।
অপর দিকে, কাউনিয়া পয়েন্টে তিস্তার পানি,পাটেশ্বরী পয়েন্টে দুধকুমার এবং শিমুলবাড়ী পয়েন্টে ধরলার পানি সামান্য হ্রাস পেয়ে বিপৎসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যার পানি প্রবেশ করায় জেলায় শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বন্যার পানিতে প্রতিদিন নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হওয়ায় জনদুর্ভোগ বেড়েই চলেছে। নদ-নদী তীরবর্তী চর ও নিম্নাঞ্চলের বসতভিটায় পানি প্রবেশ করায় চরম দুর্ভোগে পড়েছে মানুষজন। অনেক পরিবার গবাদিপশুসহ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে আশ্রয় নিয়ে কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। এছাড়াও বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে, আমন বীজতলা, পাট ও মৌশুমী ফসলের ক্ষেত। এসব ক্ষেতের ফসল নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছে কৃষকরা। কাঁচা-পাকা সড়ক তলিয়ে যাওয়ায় ভেঙ্গে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। এ অবস্থায় দুর্ভোগ বেড়েছে বানভাসিদের। পানিবন্দী হয়ে পড়েছে অন্ততঃ ১৫ হাজার পরিবারের ৫০ হাজার মানুষ। কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার যাত্রাপুর ইউনিয়নের পোড়ার চরের আবদুল হালিম বলেন, 'ব্রক্ষপুত্রের পানি ঘরের চারপাশে আসছে। গবাদিপশু নিয়ে দুঃচিন্তায় আছি।'
উলিপুর উপজেলার বেগমগঞ্জ ইউনিয়নের মুসার চরের মতিয়ার রহমান জানান, ওই চরের প্রতিটি বাড়ি পানিতে তলিয়ে গেছে। কেউ নৌকা, কেউ বা মাচা করে উঁচু স্থানে রয়েছে। সেখানকার প্রতিটা পরিবার খুব কষ্টে আছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ রাকিবুল হাসান জানান, জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত ব্রক্ষপুত্রসহ অন্যান্য নদ-নদীর পানি আরও ৪৮ ঘন্টা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকতে পারে। ব্রক্ষপুত্রের পানি তিনটি পয়েন্টে বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। অন্যন্য নদ নদীর পানি বিপৎসীমার নিচে রয়েছে। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা আবদুল হাই সরকার জানান, এখন পর্যন্ত বানভাসীদের জন্য ৯ উপজেলায় ১৭৩ মেট্রিক টন চাল ও ১০ লক্ষ টাকা বিতরণের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। মজুত আছে ৬০০ মেট্রিক টন চাল ও ৩০ লাখ টাকা। যা পর্যায়ক্রমে বিতরণ করা হবে। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল আরীফ জানান, বন্যা মোকাবিলায় জেলা প্রশাসন সার্বিক প্রস্তুতি নিয়েছে। সরকারিভাবে ত্রাণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বন্যার্তদের জন্য সরকারি সব ধরণের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

আত্রাইয়ে নিষিদ্ধ রিংজাল ও বানা জব্দ

রাণীনগর (নওগাঁ) প্রতিনিধি : নওগাঁর রাণীনগর ও আত্রাই উপজেলায় পৃথক অভিযানে সাড়ে ১১০০মিটার নিষিদ্ধ চায়না দুয়ারী রিংজাল ও এক হাজার মিটার বানা জব্দ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব জাল-বানা জব্দ করে আগুনে ভস্মিভূত করা হয়েছে। রাণীনগর উপজেলা সিনিয়র ম'স্য কর্মকর্তা শিল্পী রায় জানান, এদিন দুপুরে উপজেলার বেতগাড়ী ব্রীজ এলাকায় ছোট যমুনা নদীতে নিষিদ্ধ চায়না দুয়ারী রিংজাল দিয়ে মাছ ধরছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে থানাপুলিশকে সাথে নিয়ে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় নদী থেকে প্রায় সাড়ে ৭০০মিটার চায়না দুয়ারী রিংজাল জব্দ করে আগুনে ভস্মিভূত করা হয়েছে।

সিংড়ায় বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ

সিংড়া (নাটোর) প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় বিএনপির বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল ও নাটোর জেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক শহিদুল ইসলাম বাচ্চু সহ বিএনপির নেতাকর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে নাটোরের সিংড়ায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে স্থানীয় বিএনপি। বৃহস্পতিবার বিকেল ৬ টায় সিংড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল শেষে শহর বিএনপির অস্থায়ী কার্যালয়ে সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়। সমাবেশে উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও তাজপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান শাহাদৎ হোসেনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন পৌর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সাখাওয়াত হোসেন, উজেলা পরিষদেও সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক ভিপি শামীম হোসেন। উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ইব্রাহিম খলিল ফটিক, ডাহিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শারফুল ইসলাম বুলবুল, সাবেক কাউন্সিলর মহিদুল ইসলাম, বিএনপি নেতা আতিকুর রহমান লিটন, রেজাউল করিম জান্টু, রফিকুল ইসলাম বুলেন, রিয়াদ মোস্তফা প্রমূখ।

বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি বেড়েছে ভোগান্তি

শেরপুর প্রতিনিধি : পাহাড়ি ঢল আর বৃষ্টিপাত না থাকায় মহারশি, সোমেশ্বরী, ভোগাই ও চেল্লাখালী নদীর পানি কমতে শুরু করেছে। এতে শেরপুরের বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। আর পানিবন্দি অবস্থা থেকে মুক্তি মিললেও বন্যায় কাঁচা সড়ক, বীজতলা, সবজি ক্ষেত ও মাছের ঘের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় নতুন করে ভোগান্তিতে পড়েছেন স্থানীয়রা। তবে বাড়ছে পুরাতন ব্রক্ষপুত্র নদ ও মৃগী নদীর পানি। ফলে নতুন করে শেরপুর সদরের কয়েকটি গ্রাম প্লাবিত হবার শঙ্কা রয়েছে। মঙ্গলবার পাহাড়ি ঢল ও ভারী বৃষ্টির ফলে শেরপুরের ৩টি নদীর বিভিন্ন স্থানে বাঁধে ভাঙন দেখা দেয়। এসব এলাকায় পানি কমে যাওয়ায় ভেসে উঠতে শুরু করেছে ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন।
৪টি উপজেলায় পানিবন্দি রয়েছে অন্তত এক হাজারের বেশি পরিবার। দুইটি উপজেলার বিভিন্নস্থানে বাঁধ ভেঙে তলিয়ে গেছে শতাধিক মাছের ঘের, বিধ্বস্ত হয়েছে অন্তত ২০টি বসতবাড়ি। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কয়েক কিলোমিটার কাচা-পাকা সড়ক। এখনো পানিবন্দি রয়েছে প্রায় এক হাজার পরিবার। ৩০টি গ্রামের নিম্নাঞ্চলে জলাবদ্ধতা রয়েছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমনের বীজতলা, ভেসে গেছে পুকুরের মাছ। পানির তোড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশকিছু রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি ও গাছপালা। ঝিনাইগাতীতে প্রবল ঢলের স্রোতে মহারশী, সোমেশ্বরী নদীর বেশ কয়েকটি পয়েন্টে বাঁধ ভেঙে ঝিনাইগাতী বাজার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, উপজেলা পরিষদসহ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়। একইসঙ্গে উপজেলার রামেরকুড়া, খৈলকুড়া, ধানশাইল, কাংশা, ঝিনাইগাতী, চতল ও বনগাঁওসহ অন্তত ২০টি গ্রামে পানি প্রবেশ করে। ভোগান্তিতে পড়া ঝিনাইগাতী সদরের বাসিন্দা আফছর আলী বলেন, বন্যা হলে আমরা পানিবন্দি হয়ে পড়ি, ঘরবাড়ি ভেসে যায়। অথচ বছরের বছরের এভাবে আমাদের ক্ষতি হয়; তবুও বাঁধ হয় না। নেতারা মুখে বলে, কিন্তু কাজ করে না।
নালিতাবাড়ীর ভোগাই ও চেল্লাখালী নদীতে প্রবল বেগে ঢল নামে। উপজেলার বাঘবেড় ইউনিয়নের সন্ন্যাসীভিটা নয়াপাড়া এলাকায় ১শ মিটার বাঁধ ভেঙে যায়। পৌর শহরের গড়কান্দা এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেঙে পানি প্রবেশ করে লোকালয়ে। খালভাঙ্গা এলাকায় অন্তত তিনশ মিটার বাঁধ উপচে আশপাশের এলাকায় ঢলের পানি প্রবেশ করে। মঙ্গলবার সকালে গোল্লারপাড় এলাকায় শেরপুর-নালিতাবাড়ী সড়কের ওপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়, ফলে ব্যাহত হয় যানচলাচল। পরে বিকেলে পানি নেমে গেলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। এদিকে নদীগুলোর ভেঙে যাওয়া বাঁধ জরুরি মেরামতের জন্য কাজ শুরু করেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড।

সুন্দরগঞ্জে তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত

সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি : গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তিস্তা নদীতে পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় উপজেলার ৬ ইউনিয়নের নদী তীরবর্তী নতুন নতুন এলাকায় বন্যার পানি ঢুকে পড়ছে। পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন ৪ হাজার ৯'শ পরিবারের প্রায় ২৫ হাজার মানুষ। গত ৮ দিন ধরে অবিরাম বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলে তিস্তা নদীর পানি অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এতে করে হরিপুর, কাপাসিয়া, বেলকা, তারাপুর, শ্রীপুর ও কঞ্চিবাড়ী ইউনিয়নের তিস্তা নদীর তীরবর্তী নতুন নতুন এলাকাগুলোতে বন্যার পানি ঢুকে পড়ছে। পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন ওইসব ইউনিয়নের প্রায় ২৫ হাজার মানুষ। ইতোমধ্যে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র নামের এনজিওটি বন্যার সহনশীল প্রকল্পের আওতায় এ্যাকশন গ্রুপের সদস্যরা কমিউনিটি পর্যায়ে ভয়াভহ বন্যা আশার আশঙ্কায় মাইকিং করে সর্তকবার্তা প্রচার করছেন। পানিবন্দি মানুষদের বিভিন্ন নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহায়তা করছেন। কাপাসিয়া ইউপি চেয়ারম্যান মঞ্জু মিয়া জানান, তার ইউনিয়নে কোন স্থান নেই যেখানে বন্যত্বদের ঠাই দেয়া যাবে। ইউনিয়নটির ৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৮টি ওয়ার্ডেই বন্যার পানি ঢুকে পড়েছে। এখন পর্যন্ত কোন ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়নি। পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন ৭ সহস্রাধিক মানুষ। নৌকা ও ভেলা ব্যবহার ছাড়া তারা ঘর থেকে বেড় হতে পারছেন না। পানিবন্দি মানুষজনের দূভোগ দেখারমত নয়। জরুরি ভাবে তাদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা প্রয়োজন। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ওয়ালিফ মন্ডল জানান, এপর্যন্ত দূর্গতদের মাঝে বিতরণের জন্য ৫ মেট্রিক টন চাল ও ৪'শ প্যাকেট শুকনো খাবার বরাদ্দ পাওয়া গেছে।

পাট চাষীদের দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

পীরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি : রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলা অডিটোরিয়ামে গতকাল বৃহস্পিতবার দিনব্যাপী বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ''উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ শীর্ষক'' প্রকল্পের আওতায় পাট উৎপাদনকারী চাষী প্রশিক্ষণ-অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা প্রশাসন ও পাট অধিদপ্তর, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় আয়োজিত এ প্রশিক্ষণে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ৭৫ জন পাটচাষী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহকারী পরিচালক মোঃ সোলায়মান আলী বলেন, গবেষণায় দেখা গেছে, পাটশাক ক্যান্সার প্রতিরোধকারী, পলিথিন আসায় পাটের বিপর্যয় ঘটে। দেশে বে সরকারী ভাবে ২৫০ শতাধিক পাট কল রয়েছে। পাটের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করা হলে দেশের পরিবেশ মাটির স্বাস্থ্যসহ অর্থনৈতিক অবদান রাখতে পারে।
পাটের সাথে মাটির সম্পর্ক নিবিড়। পাট মাটিকে জৈবসার দেয়। জৈবসার কিন্তু মাটির প্রাণ। জমিতে কম পক্ষে ৫ভাগ জৈবসার থাকতে হয়। ৫ভাগ জৈবসার না থাকলে জমি মরুভূমিতে পরিনত হতে পারে। আমাদের দেশের কোন কোন জমিতে জৈবসার রয়েছে মাত্র ১ ভাগ। প্রতি বছরে আমাদের প্রায় ৫ হাজার মেঃ টন পাট বীজ প্রয়োজন হয়। ৭৯ থেকে ৮০ ভাগ বীজ ভারত থেকে যে কোনভাবে চলে আসে। তা দিয়ে আমাদের চাহিদা পুরন হয়। পাট বীজ উৎপাদন ও পাট চাষ করা না হলে দেশ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এজন্য পাটবীজ উৎপাদন করা হলে ভারত থেকে আর বীজ আনতে হবেনা। ৫/৬ বছর আগে পাটের মন ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা ছিল।
প্রশিক্ষণে পাট ও বস্ত্রমন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব জিল্লুর রহমান ভিডিও কলে সংযুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন। অন্যান্যের মধ্যে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. নিসার আব্দুল্লাহ, জেলা পাট কর্মকর্তা একেএম মাহবুবুল আলম এবং উপজেলা পাট কর্মকর্তা চায়না খাতুন বক্তব্য দেন। উপজেলা ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) ত্বকি ফয়সাল তালুকদার প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন।

ব্রিটিশ প্রতিনিধি দল এখন রাজশাহীতে

রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের (রাসিক) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম পরিদর্শনে এসেছেন ব্রিটিশ-এর একটি প্রতিনিধি দল। এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকালে নগর ভবনে প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তরকক্ষে চলমান প্রকল্প বিষয়ে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রাসিকের প্রধান প্রকৌশলী নুর ইসলাম প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমের তথ্য চিত্র উপস্থাপন করেন। প্রকল্পের আগামীর পরিকল্পনা বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম দেখে প্রতিনিধি দলটি সন্তোষপোষণ করেন। এর আগে প্রতিনিধি দলটি সকালে নগর ভবনে আসলে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।
প্রতিনিধি দলে ছিলেন এফসিডিওর ক্লাইমেট এণ্ড ইনভাইরমেন্ট টিম লীডার এ্যালেক্স হারভে, সিনিয়র গর্ভরনেন্স এডভাইজার নীল গান্ধি, লিভলিহুড এডভাইজার এণ্ড ডেপুটি টিম লিডার এবিএম ফিরোজ আহমেদ, ইউএনডিপি টিমের এসিসটেন্ট রেসিডেন্সিয়াল এডভাইজার আনোয়ারুল হক, প্রজেক্ট ম্যানেজার ইয়োস প্রধান, সিটি লেইসন কো-অর্ডিনেটর আব্দুল্লাহ আল মাসুম। সভায় রাসিকের সচিব মোবারক হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী উন্নয়ন মাহমুদুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী পরিকল্পনা সুব্রত কুমার সরকার, চীফ টাউন প্ল্যানার মো. শাহীনুল ইসলাম খান, চীফ কমিউনিটি ডেভেলমেন্ট অফিসার আজিজুর রহমান, উপ-সচিব তৈমুর হোসেন, সহকারী সচিব শমসের আলী, টাউন প্ল্যানার বনি আহসান, সহকারী স্থপতি জহুরুল আনোয়ার অনন্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জন্ম-মৃত্যুর নিবন্ধন টাস্ক ফোর্স কমিটির সভা

কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে জন্ম মৃত্যুর শতভাগ নিবন্ধন বাস্তবায়নের লক্ষে এক সভা বৃহস্পতিবার উপজেলা পরিষদ সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওয়াহিদুজ্জামানের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. লোপা চৌধুরী, সহকারী কমিশনার ভূমি তামারা তাসবিহা, পৌর মেয়র শওকত উসমান, উপজেলা প্রকৌশলী অন্তু বল, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা নাজমুন নাহার, মুমুরদিয়া ইউপি চেয়ারম্যান আলাউদ্দিন সাবেরী, বনগ্রাম ইউপি চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিন, সাংবাদিক রফিকুল হায়দার টিটু প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন পৌর ও ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের গ্রামপুলিশবৃন্দ।

আরমান খুনের প্রধান আসামিরা রিমান্ডে

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি : মৌলভীবাজার জেলার জুড়ীতে আরমান নামে এক যুবককে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। এ হত্যাকান্ডে জড়িত প্রধান আসামি তানভীর ও তার ভাই তুহিনকে গত মঙ্গলবার জুড়ী থানা পুলিশ দুই দিনের রিমান্ডে আনে। বুধবার আসামি তানভীরকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত করে তার দেখানো মতে আরমান হত্যায় ব্যবহৃত ছুরি উদ্ধার করা হয়। রিমান্ড শেষে বৃহস্পতিবার আসামীদের মৌলভীবাজার জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। জানা গেছে, নিহত আরমান উপজেলার জায়ফরনগর ইউনিয়নের গরেরগাঁও গ্রামের প্রবাসী সুমন আহমদের ছেলে। ঘটনাটি শনিবার (২২ জুন) গভীর রাতে গরেরগাঁও গ্রামে ঘটেছে। এ ঘটনায় একই গ্রামের তৈমুছ আলীর ছেলে রফিক মিয়া (৪২) গুরুতর আহত অবস্থায় সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। রোববার (২৩ জুন) নিহত আরমানের মৃতদেহ ময়নাতদন্ত শেষে গরের গাঁও জামে মসজিদে জানাজার পর দাফন করা হয়। হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে জুড়ী থানা পুলিশ ঘটনার দিন রাতেই অভিযান চালিয়ে চারজনকে আটক করেছে। আটককৃতরা হলেন একই গ্রামের মৃত চান মিয়ার ছেলে ইয়াজ মিয়া (৫০), তার দুই ছেলে তানভীর আহমেদ (২৫) ও তুহিন আহমেদ (১৬) এবং মৃত চেরাগ আলীর ছেলে তাজ উদ্দিন (৫৫)। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রফিক মিয়া জানান, তিনি একজন সিএনজি চালক। প্রতিদিনের মতো ঘটনার দিন সিএনজি চালিয়ে বাড়ীতে আসছিলেন।

ভোমরা স্থলবন্দরে ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমের উদ্বোধন

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল স্থলবন্দরে ডিজিটাল সেবা কার্যক্রম চালু করা হবে। সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দরে ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে উন্নত ও সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রত্যয়ে স্থলবন্দরসমূহ আজ আরও একধাপ এগিয়ে গেল। প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, উন্নত বিশ্বের অন্যান্য বন্দরের ন্যায় আমাদের দেশের স্থল বন্দরসমূহও একদিন স্মার্ট বন্দরে পরিণত হবে। প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, দেশের স্থল বন্দরের সেবা কার্যক্রম পেপারলেস করার লক্ষ্যে বেনাপোল ও বুড়িমারী স্থলবন্দরে আগেই অটোমেশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে। ভোমরা স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়নসহ ডিজিটাল সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।
প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, স্থলবন্দরগুলোকে আধুনিক ও অটোমেশনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য সরকারি ও উন্নয়ন সহোযোগি সংস্থার অর্থায়নে প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। গ্লোবাল এলায়েন্স ফর ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন (জিএটিএফ) এর অর্থায়নে প্রায় ৯ (নয়) কোটি টাকা ব্যয়ে ভোমরা স্থলবন্দরে সম্পাদিত ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম প্রতিবেশী দেশের সাথে পণ্য সরবরাহ কার্যক্রম সচল রাখার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। প্রতিমন্ত্রী খালিদ হাসান মাহমুদ চৌধুরী বৃহস্পতিবার (৪ জুলাই) দুপুরে সাতক্ষীরার ভোমরা স্থল বন্দরে ভোমরা ই-পোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ স্থল বন্দ কর্তৃপক্ষ এবং সুইসকন্টাক্ট বাংলাদেশ এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোঃ জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক স্বাস্থ্য মন্ত্রী সংসদ সদস্য ডাঃ আ ফ ম রুহুল হক, সংসদ সদস্য আশরাফুজ্জামান আশু, সংসদ সদস্য লায়লা পারভীন সেঁজুতি, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হুমায়ূন কবির, পুলিশ সুপার মোঃ মতিউর রহমান সিদ্দিকী, গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন(ভার্চুয়াল) এর পরিচালক ফিলিপ ইসলাম, সুইসকন্টাক্ট বাংলাদেশ এর কান্ট্রিডিরেক্টর মুজিবুল হাসান। এসময় স্থল বন্দর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের আগে ভোমরা স্থল বন্দরে ই-পোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবর উদ্বোধন করেন। এরপর প্রতিমন্ত্রী খালিদ হাসান মাহমুদ চৌধুরী সাতক্ষীরার বসন্তপুর নৌবন্দর পরিদর্শন করেন।
প্রসঙ্গত, প্রায় অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় পর ফের চালু হচ্ছে সাতক্ষীরার কালিগঞ্জের বসন্তপুর নৌ বন্দর। বাণিজ্যিক গুরুত্ব বিবেচনায় এই বন্দর চালুর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে গেজেট। নতুন অর্থনৈতিক কেন্দ্র গড়ে উঠার পাশাপাশি প্রসার ঘটবে নৌ-পথে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের। সেই সাথে অল্প সময়ের মধ্যে ভারতে যেতে পারবে দেশের দক্ষিণ পশ্চিাঞ্চলের মানুষ। ফলে বসন্তপুর নৌ বন্দর খুলে দিতে পারে সাতক্ষীরার অর্থনৈতিক সম্ভাবনার নতুন দুয়ার। রাজা প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস সমৃদ্ধ বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তবর্তী জেলা সাতক্ষীরা। জেলার কাকশিয়ালি-ইছামতি ও সীমান্তের কালিন্দী নদীর মহেনা ঘিরে জেলার কালিগঞ্জের বসন্তপুরে গড়ে উঠেছে নৌ বন্দর। ব্রিটিশ শাসনামলে এখানে নোঙ্গর করে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর নৌবহরও। দেশ ভাগের পর এখানে আর্ন্তজাতিক নৌ বন্দরও চালু করা হয়। সেময় এখানে নিয়মিত চলতো আমদানি রপ্তানি। ছিল ইমিগ্রেশন কার্যক্রমও।
প্রাচীনকালে এটিই ছিল দেশের একমাত্র আর্ন্তজাতিক নৌ-বন্দর। কোলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের খুব নিকটে সাতক্ষীরার বসন্তপুর নৌ বন্দর অবস্থিত। তবে ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর নৌ-বন্দরটি বন্ধ হয়ে যায়। তবে এখানে স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে এখনো রয়েছে বন্দরের কাস্টমস অফিস, জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে আছে তৎকালিন ইমিগ্রেশন অফিস, স্টাফ কোর্য়াটারসহ রযেছে বিভিন্ন জরাজীর্ণ ভবন। সম্প্রতি ভারত ও বাংলাদেশের সাথে বানিজ্যিক গুরুত্ব বিবেচনায় নৌবন্দরটি আবারো চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বিআইডব্লিউটি ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সম্ভাব্যতা যাচাই শেষে প্রকাশ করা হয়েছে গেজেট।
বন্দরের জমি উদ্ধার করে দেয়া হয়েছে কাটাতারের বেড়া। খুব শীঘ্রই শুরু হবে অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ। নৌবন্দরটি চালু হলে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বাড়বে আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম। কমবে পরিবহন ব্যয়। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এই এলাকার হাজারো মানুষের। এ ছাড়া ভারত থেকে আসা পণ্যবাহী জাহাজকে আর ব্যবহার করতে হবে না সুন্দরবনের নদী। সার্বিক বিবেচনায় বসন্তপুর নদীবন্দর দ্রুত চালুর প্রত্যাশায় একটি কমিটি গঠন করা হয়।

কিশোরগঞ্জ : গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সততা চর্চায় শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে দুর্নীতিবিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার ও আলোচনা সভা

বালিয়ামারী বর্ডার হাট ৫ ফিট পানির নিচে

চররাজিবপুর (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি : উজানে ভারী বর্ষণ ও নেমে আসা পাহাড়ী ঢলে কুড়িগ্রামের চর রাজিবপুর উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতি অবনতি হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ঢলের পানিতে উপজেলার বালিয়ামারী বর্ডার হাটে পানি উঠে ৩ ফুট পানির নিচে নিমজ্জিত হয়েছে। তলিয়ে গেছে অনেক কাচাঁ রাস্তা, রেইন কাটে ভেঙ্গে গেছে অধিকাংশ রাস্তা ঘাট। তলিয়ে গেছে, পাট, তীল, শাকসবজি ও বীজতলা। ভোগান্তি বেড়েছে বানভাসী মানুষের। নদী ভাঙ্গনের শিকার হয়েছে ২ শতাধিক বাড়ি ঘর। সরে জমিন ও জনপ্রতিনিধিদের তথ্যমতে, জানা গেছে থেমে থেমে বৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে চর রাজিবপুর উপজেলার সীমান্ত এলাকা ও ব্রক্ষপুত্র নদের পানি বৃদ্ধি পেয়ে আরও বেশ কয়েকটি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। রাজিবপুর সদর ইউনিয়ের বালিয়ামারী, বালিয়ামারী ব্যাপারী পাড়া, পূর্ব ব্যাপারী পাড়া, জালচিড়া পাড়া, মিয়াপাড়া, বাউল পাড়া, করাতি পাড়া, মুন্সি পাড়া, টাঙ্গালিয়া পাড়া, ফাটক পাড়ার এলাকার মানুষ গত ৩ দিন যাবত পানিবন্দি জীবনযাপন করছে। বালিয়ামারী ১নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ফরিজল হক জানান, তার এলাকার অধিকাংশ মানুষ মৎস্যজীবি। কাজকর্ম না থাকায় আয় রোজগার নেই। অনেকের অনাহারে-অর্ধাহারে জীবনযাপন করতে হচ্ছে। স্থানীয় ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বর্ডার হাটে পানি উঠার কারণে গত সপ্তাহে ২ দিন এবং গত কালও বর্ডার হাটটি বন্ধ ছিল। ফলে আয়-রোজগার কমে গেছে। রাজিবপুর সদর ইউনিয়নের ইউপি চেয়ারম্যান মিরন মো: ইলিয়াস জানান, বন্যার্তদের মাঝে বিশুদ্ধপানি ও পুষ্টিকর খাবার দেওয়া প্রয়োজন। বানভাসিদের পাশে বৃত্তবান সকলকে এগিয়ে আসা দরকার বলে দাবী করেন।
কোদাল কাটি ইউপি চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর ছক্কু জানান, তার এলাকার অর্ধেক মানুষ পানি বন্দি হয়ে পড়েছে।
এ ছাড়া শংকর মাধবপুর ও উত্তর কোদালকাটি গ্রামে গত ৩ দিনে প্রায় ১৩০ বাড়ীঘর নদী গর্ভে বিলিন হয়েছে।
অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানি উঠেছে। মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের নয়াচর বালক নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাওলানা আবদুল কাদের জানান, রাস্তাঘাট তলিয়ে যাওয়ায় তার এলাকার নয়াচরের সাথে ফকির পাড়া ও চরনেওয়াজি সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া বড়বের চর কীর্তনতারী, সন্যাসীকান্দি এলাকায় নদী ভাঙ্গন শুরু হয়েছে।

কে পাচ্ছেন গোল্ডেন বুট?

স্পোর্টস ডেস্ক : ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ ষোলোর সব খেলা শেষ হওয়ার পর বাকি আছে আর ৮ দল। আগামী ১০ দিনে ৭ ম্যাচ পর জানা যাবে কারা হবে ২০২৪ ইউরোর চ্যাম্পিয়ন। দ্বিতীয় রাউন্ড পর্যন্ত খেলার বিচারে বাকিদের চেয়ে কিছুটা এগিয়ে স্পেন। খেলাধুলার তথ্য-উপাত্ত ও খুঁটিনাটি পরিসংখ্যান নিয়ে প্রায় তিন দশক ধরে কাজ করা সুপরিচিত ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান অপ্টা অ্যানালিস্টের ভবিষ্যদ্বাণী সূচকে উঠে এসেছে স্পেনের নাম। তবে খুব একটা পিছিয়ে নেই ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানিও। অপ্টা অ্যানালিস্টের বিশ্লেষণে জানা গেছে, এখন পর্যন্ত স্পেনের শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা ১৯.৪৮ শতাংশ। গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচের পর শেষ ষোলোতেও সহজ জয় পেয়ে ২০১২ সালের পর আবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে ভালোভাবেই এগোচ্ছে তারা। গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচে মাত্র এক জয়ে শেষ ষোলোতে নাম লেখানো ইংল্যান্ড পরে ২-১ গোলে হারায় স্লোভাকিয়াকে। এখন পর্যন্ত প্রত্যাশামাফিক খেলতে না পারলেও তথ্য-পরিসংখ্যানের বিচারে তাদের সম্ভাবনা ১৮.৯৮ শতাংশ। ইংল্যান্ডের মতোই প্রথম পর্বে তিন ম্যাচে এক জয়ের সঙ্গে দুটি ড্র করে ফ্রান্স। শেষ ষোলোয় আত্মঘাতী গোলের সৌজন্যে তারা হারিয়ে দেয় বেলজিয়ামকে। কোয়ার্টার-ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ পর্তুগাল। এই বাধা টপকে শিরোপা জেত্র ১৮.১৮ শতাংশ সম্ভাবনা ফ্রান্সের। উড়তে থাকা স্পেনের বিপক্ষে কোয়ার্টার-ফাইনালে খেলবে জার্মানি। বেশ ভালো ছন্দে আছে স্বাগতিকরাও। এখন পর্যন্ত ৪ ম্যাচে ১০ গোল করা দলটির পক্ষে শিরোপা জেতার ১৭.১৫ শতাংশ সম্ভাবনার কথা বলছে অপ্টা। শেষ আটে থাকা দলগুলোর মধ্যে তুরস্কের সবচেয়ে কম ৩.৪৯ শতাংশ সম্ভাবনার কথা জানাচ্ছে অপ্টা। এ ছাড়া অন্য তিন দল নেদারল্যান্ডস, পর্তুগাল ও সুইজারল্যান্ডের কোনো তথ্য দেয়নি তারা। এর পাশাপাশি ফুটবলারদের মধ্যে আছে ব্যক্তিগত অর্জনের প্রতিযোগিতাও। এখন পর্যন্ত ৩টি করে গোল দিয়েছেন নেদারল্যান্ডসের কোডি হাকপো, জর্জিয়ার জর্জেস মিকাউতাদজে, জার্মানির জামাল মুসিয়ালা ও স্লোভাকিয়ার ইভান শারাঙ্গ। স্লোভাকিয়া ও জর্জিয়া এরইমধ্যে বিদায় নেওয়ায় মিকাউতাদজে ও শারাঙ্গের আর গোল বাড়ানোর সুযোগ নেই।

পাঁচ ক্রীড়াবিদ যাবেন প্যারিস অলিম্পিকে

স্পোর্টস ডেস্ক : ২৪ জুলাই থেকে ১১ আগস্ট ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অনুষ্ঠিতব্য অলিম্পিক গেমসে অংশগ্রহণ করতে পারবেন বাংলাদেশের পাঁচ ক্রীড়াবিদ। পাঁচ জনের মধ্যে একজন সরাসরি খেলার সুযোগ পেয়েছেন। বাকি চার জন ওয়াইল্ডকার্ড পেয়ে খেলতে যাবেন। চার জনের ওয়াইল্ডকার্ড পাওয়া নিশ্চিত হয়ে গেছে। সোমবার রাতে সর্বশেষ পেয়েছেন সাঁতারের দুই ক্রীড়াবিদ সামিউল ইসলাম রাফি এবং সোনিয়া খাতুন ওয়াইল্ডকার্ড পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন সাঁতার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এমবি সাইফ। রাফি ১০০ মিটার এবং সোনিয়া ৫০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতারে লড়বেন। ফেডারেশন জানিয়েছে ৪ জনের নাম পাঠানো হয়েছিল তাদের মধ্যে রাফি এবং সোনিয়াকে ওয়াইল্ডকার্ড দিয়েছে। অন্য দুজন ছিলেন সোনিয়া আক্তার এবং আসিফ। ফেডারেশনের দাবি ৪ জনেরই টাইমিং পাঠানো হয়েছিল আন্তর্জাতিক সুইমিং ফেডারেশনে, ওখান থেকেই এই দুটি নাম উল্লেখ করে দিয়েছে। রাফি বর্তমানে থাইল্যান্ডে অনুশীলন করছেন। সাঁতার ছাড়াও অ্যাথলেটিকসে ওয়াইল্ডকার্ড পেয়েছেন লন্ডন প্রবাসী ইমরানুর রহমান, তিনি ১০০ মিটার স্প্রিন্টে দৌড়াবেন। ইমরানুর মূলত ৬০ মিটার স্প্রিন্টের প্লেয়ার, তিনি ১০০ মিটারের না। তারপরও তাকেই বারবার পাঠানো হয়। দেশের দ্রুততম মানব হলেও অলিম্পিক গেমসের মতো বিশ্বসেরা আসরে গিয়ে ১০০ মিটারে কিছুই করতে পারছেন না। ভারত অন্যান্য ইভেন্টে চেষ্টা করে পদক জয় করছে। তারপরও বাংলাদেশ অ্যাথলেটিকস ফেডারেশন এসব নিয়ে ভাবছে না। শুটিংয়ে ওয়াইল্ডকার্ড পেয়েছেন রবিউল ইসলাম। একমাত্র ক্রীড়াবিদ সাগর ইসলাম আর্চারিতে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। সাগরের পর অন্যরা ওয়াইল্ডকার্ড পেয়েছেন। এটি আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কাউন্সিল থেকে দেওয়া হয় অংশগ্রহণ করার জন্য। বাংলাদেশ চেয়েছিল আরো কয়েকটি ওয়াইল্ডকার্ড। বক্সিং এবং গলফেও আশা করেছিল পাওয়া যাবে। এখন আর সেই আশা নেই। ৪টা কার্ড পেয়েছে। এর বেশি হচ্ছে না। বিশেষ করে বক্সিংয়ে আশাটা বেশিই ছিল। কারণ বক্সিংয়ে ৫৭ কেজি ওজন শ্রেণিতে এশিয়ান গেমসে ভালো করেছিলেন সেলিম হোসেন। ৫ম হয়েছিলেন তিনি। ৪০ দেশের ৫৭ বক্সারের মধ্যে ৫ম হওয়াটা অনেক কঠিন ব্যাপার। সেলিম হোসেন পদকের কাছে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পেরে ওঠেননি তিনি। বক্সিং ফেডারেশন খুব করে চেয়েছিল যেন সেলিমকে পাঠানো যায়। এখন আর আশা নেই। গত বুধবার বক্সিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক তুহিন জানিয়েছেন অলিম্পিকে আমাদের বক্সারের যাওয়া হচ্ছে না। ওয়াইল্ডকার্ড পাচ্ছি না। আমাদের আর কোনো আশা নেই।' তিনি বলেন, 'আমরা চেয়েছিলাম সেলিম হোসেনকে পাঠাব। ওর পারফরম্যান্স ভালো। আশা ছিল পেয়েও যাব। কিন্তু এতদিন অপেক্ষা করে দেখলাম, অন্য সবার ওয়াইল্ডকার্ড এসে গেছে। আমাদেরটা আসেনি। আর নাকি আসবেও না।'

বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়াতে চায়

স্পোর্টস ডেস্ক : ফিফা বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে এক পয়েন্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে বাংলাদেশকে। বিশ্বকাপ স্বপ্ন আগেই শেষ। এখন এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে জামাল ভূঁইয়াদের লড়াই করতে হবে।
আগামী বছর থেকে বাছাইপর্ব শুরু হবে। তার আগে চলতি বছর বাকি সময়ে ফাঁকা থাকবে ফিফা উইন্ডো। সেখানে একের পর এক ম্যাচ খেলে নিজেদের এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা লাল-সবুজদের। বর্তমানে বাংলাদেশের র‍্যাঙ্কিং ১৮৫ নম্বরে। ভুটান, নেপাল কিংবা কম্বোডিয়া তাদের চেয়েও এগিয়ে। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন(বাফুফে) চাইছে ফিফা উইন্ডোগুলো কাজে লাগিয়ে নিজেদের পারফরম্যান্সের উন্নতির পাশাপাশি র‍্যাঙ্কিংয়েও এগিয়ে যেতে। যেটা এই বছর খুব জরুরি। বিশেষ করে এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বের ড্রয়ের জন্য বাংলাদেশ আপাতত চারটির মধ্যে শেষ পটে আছে। তাই যে করেই হোক অন্তত তৃতীয় পটে থাকতে পারলে ড্রতে তখন অপেক্ষাকৃত কঠিন দল কম পড়বে। তখন লড়াই করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া পথ কিছুটা সহজ হতে পারে। তাই হাভিয়ের কাবরেরার অধীনে দল যেন উইন্ডোগুলোতে ভালো ফল করতে পারে সেই চেষ্টায় বাফুফে। আপাতত সেপ্টেম্বর নিয়ে ভাবনা। জাতীয় টিমস কমিটির চেয়ারম্যান ও বাফুফের অন্যতম সহ-সভাপতি কাজী নাবিল আহমেদবলেছেন, 'আমরা সবসময় চাই দেশের ফুটবল এগিয়ে যাক। জাতীয় দল উন্নতি করুক। সেই চেষ্টা করে যাচ্ছি। এবারও চাইছি বছরের উইন্ডোগুলোতে ঠিকঠাক খেলতে। যেন জাতীয় দল নিজেদের পারফরম্যান্স দেখাতে পারে। আর পারফরম্যান্স ভালো হলে তখন এমিনতেই র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হবে।' এশিয়ান কাপের বাছাই পর্ব নিয়ে রয়েছে বাফুফের ভাবনা।
কাজী নাবিলের কথায়, 'আমরা যদি এবছর ইতিবাচক ফল করতে পারি। তাহলে তখন র‍্যাঙ্কিংয়ে ভুটান-কম্বোডিয়া ছাড়াও অন্য দলকে ছাড়িয়ে যেতে পারবো। এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বের ড্রতে আমরা কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় থাকতে পারবো। আপাতত সেপ্টেম্বরের উইন্ডোতে কাদের বিপক্ষে খেলা যায় সেসব নিয়ে কাজ চলছে। আশা করছি, জাতীয় দল ভালো খেলতে পারবে।'

দ্বিতীয় রাউন্ডেই বিদায় নিলেন ওসাকা

স্পোর্টস ডেস্ক : পাঁচ বছর পর উইম্বলডন খেলতে নেমেছিলেন। ভুলের মাত্রা বেশি হওয়ায় দ্বিতীয় রাউন্ডেই বিদায় নিয়েছেন চারটি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের মালিক নাওমি ওসাকা। তাকে সরাসরি সেটে হারিয়েছেন ১৯তম বাছাই এমা নাভারো। চারবারের চেষ্টায় তৃতীয় রাউন্ডের বাধা কখন পার হতে পারেননি ওসাকা।
গত বছর সন্তান জন্মদানের পর ওয়াইল্ড কার্ড নিয়ে খেলতে নেমেছিলেন। বিগত বছর গুলোতেও নানা সংগ্রামের মধ্যে যেতে হয়েছে। ২০২২ সালে টুর্নামেন্ট খেলা হয়নি ইনজুরির কারনে। তার আগের বছর তো মানসিক স্বাস্থ্যের কথা বলে খেলা থেকে সাময়িক বিরতি নিয়েছিলেন। প্রথম রাউন্ডে র‍্যাঙ্কিংয়ের ৫৩ নম্বর ডায়ান প্যারির চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লেও সেই বাধা টপকাতে পেরেছেন।
কিন্তু আমেরিকার নাভারোর কাছে পেরে উঠেননি তিনি। আনফোর্সড এরের সংখ্যাই ছিল ১৬টি! তুলনায় প্যারির ছিল মাত্র ৫টি। তাতে দ্বিতীয় রাউন্ডে ওসাকার হার সঙ্গী হয়েছে ৬-৪, ৬-১ গেমে। ওসাকা ব্যর্থ হলেও ছেলেদের শিরোপা প্রত্যাশী ইয়ানিক সিনার ও কার্লোস আলকারেজরা তৃতীয় রাউন্ড নিশ্চিত করেছেন। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন চ্যাম্পিয়ন সিনার তুমুল লড়াইয়ের জন্ম দিয়ে মাতেও বেরেত্তিনিকে ৭-৬ (৭-৩), ৭-৬ (৭-৪), ৭-৬ (৭-৪) গেমে হারিয়েছেন। লড়াইটা স্থায়ী ছিল তিন ঘণ্টা ৪২ মিনিট। আলকারেজ শুরুতে শঙ্কার জন্ম দিলেও ৭-৬ (৭-৫), ৬-২, ৬-২ গেমে অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্সান্ডার ভুকিচকে হারিয়েছেন।

প্রথম ভারতীয় হিসেবে হার্দিকের রেকর্ড

স্পোর্টস ডেস্ক : সম্প্রতি সময়টা দুর্দান্ত কাটাচ্ছেন ভারতের তারকা অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। সেই সঙ্গে ১৩ বছর পর বিশ্বকাপ শিরোপার খরা কাটানোর জন্য অসামান্য অবদান রাখেন তিনি। এবার আইসিসির পক্ষ থেকে সেই পুরস্কার পেলেন এই অলরাউন্ডার। ক্যারিয়ারে প্রথম বারের মতো টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে অলরাউন্ডারদের র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান দখল করলেন তিনি। শুধু তাই নয়, হার্দিকই প্রথম ভারতীয় অলরাউন্ডার-যিনি টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে অলরাউন্ডারদের তালিকায় শীর্ষস্থানে পৌঁছেছে। এর আগে কোনো ভারতীয় গড়তে পারেনি এমন কীর্তি। বিশ্ব ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি তাদের সাপ্তাহিক হালনাগাদ প্রকাশ করেছে। সেই হালনাগাদে দেখা ২২২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দুই ধাপ উন্নতি করে লঙ্কান তারকা অলরাউন্ডার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার সঙ্গে যৌথভাবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের শীর্ষস্থানে অবস্থান করছেন তিনি। সদ্য শেষ হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আট ম্যাচে ছয় ইনিংস ব্যাট করে ৪৮ গড়ে তার ব্যাট থেকে আসে ১৪৪ রান। বাংলাদেশের বিপক্ষে দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলেন ৫০ রানের অপরাজিত ইনিংস। যা বিশ্বকাপে এই অলরাউন্ডারে এক ম্যাচের সর্বোচ্চ রান। এছাড়াও আট ইনিংসে বল করে ১৭.৩৬ গড়ে শিকার করেন ১১টি উইকেট। অন্যদিকে ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২০ রান দিয়ে শিকার করেন ৩ উইকেট। সেই সঙ্গে শেষ ওভারে তার দুর্দান্ত বোলিংয়ে দ্বিতীয় বারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা উঁচিয়ে ধরে রোহিত শর্মার দল। অন্যদিকে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সময়টা ভালো না কাটলেও অতীতের পারফরম্যান্সও রেটিংয়ে এগিয়ে থাকায় পান্ডিয়ার সঙ্গে যৌথ অবস্থানে আছেন লঙ্কান অলরাউন্ডার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা।

ভ্রমণ

কম খরচেই ঘুরে আসুন পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকতে

ভ্রমণ ডেস্ক : চট্টগ্রামের অন্যতম এক দর্শনীয় স্থান পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকত। ভ্রমণপিপাসুদের কাছে স্থানটি বেশ জনপ্রিয়। পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকত বন্দরনগরী চট্টগ্রামের একটি জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র। কর্ণফুলী নদীর মোহনায় অবস্থিত পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকত। চট্টগ্রাম শহরের জিরো পয়েন্ট থেকে মাত্র ১৪ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত পতেঙ্গা। প্রিয়জনকে নিয়ে যারা একদিনের ট্যুরে ঘুরতে যেতে চান, তাদের জন্য সেরা হতে পারে এই সমুদ্রসৈকত। খুবই কম খরচেই ঘুরে আসতে পারবেন সেখান থেকে। পতেঙ্গা সৈকতের চারপাশে প্রকৃতির নৈসর্গিক মনোরম দৃশ্যের হাতছানি সঙ্গে সমুদ্রপাড়ের কর্মব্যস্ততা ও বিশাল সমুদ্রের সঙ্গে কর্ণফুলী নদীর মিলনমেলা। সাগর পাড়ের বালুকা রাশি, বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ মন ভরিয়ে দেবে আপনার। দেখা পাবেন নানা বয়সী মানুষ কতই না আনন্দ করছে সেখানে। সৈকতজুড়ে চার কোণাবিশিষ্ট কংক্রিটের ব্লকগুলো দিয়েছে ভিন্ন মাত্রা। এতে সৈকতের সৌন্দর্য অনেকটাই বেড়েছে। ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে এর প্রচুর ক্ষতি হয়। বর্তমানে বাঁধ দিয়ে রক্ষাণাবেক্ষণ করায় সৈকতের সৌন্দর্য অনেকটা বেড়েছে। জোয়ারের সময় ঢেউয়ের আঁচড় যেন নয়নাভিরাম দৃশ্যের অবতারণা করে। আর সে বাঁধের উপর সবুজ ঘাস দেখলে মনে হবে যেন সবুজের কার্পেট বসানো আছে। জোয়ারের সময় সিসি ব্লকের ওপর আছড়ে পড়া সমুদ্রের ঢেউ এক নয়নাভিরাম দৃশ্যের অবতারণা করে। এতসব মনোমুগ্ধকর পরিবেশের কারণে চট্টগ্রাম শহরের পতেঙ্গা সৈকতটি অন্যান্য সৈকত থেকে খানিকটা আলাদা। কক্সবাজারে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত যারা যাননি কিংবা সময়ের অভাবে দেখার সুযোগ পাননি, তাদের জন্য পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকত হতে পারে সবচেয়ে ভালো বিকল্প। এরই মধ্যে এই সৈকত বিশ্ব পরিচিতি পেয়েছে। বিকেল হতে না হতেই হাজারো পর্যটক ভিড় জমায় এই সমুদ্রসৈকতে। সেখানকার পরিবেশ এতোটাই মনোমুগ্ধকর যে তীরে দাঁড়ালেই কানে বাজে সাগরের কল্লোল। দেখা মিলবে বিশ্বের নানা দেশের নানা পতাকাবাহী নোঙর করা সারি সারি জাহাজ। সৈকতের পাশে ও ঝাউ বনে গড়ে তোলা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের খাবারের দোকান। সমুদ্রে কিছুটা সময় কাটানোর জন্য আছে স্পিড বোট। সমুদ্র তীরে ঘুরে বেড়ানোর জন্য আছে সি বাইক ও ঘোড়া। ঝাউবন ঘেঁষে উত্তর দিকে একটু সামনেই রয়েছে বঙ্গোপসাগর ও কর্ণফুলি নদীর মোহনা। ভাগ্য ভালো হলে বিকেলে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখতে পাবেন, যদি আবহাওয়া বৈরি না থাকে। সূর্যাস্ত যাওয়ার দৃশ্য দেখলে মনে হবে যেন সূর্য সাগরের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। আর এমন লাল রং ধারণ করে সূর্য তখন যা অসম্ভব দৃশ্য তৈরি হয়ে যায়।
মহূর্তে আপনার মন জুড়ে যাবে। আবার সকালে যখন সূর্য উদয় হয়, তখন মনে হবে সাগর থেকে যেনো সূর্য উঠতেছে। কি ঠান্ডা মনোরম পরিবেশে অবস্থিত পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত।যা নিজ চোখে কেউ না দেখলে বিশ্বাস করবে না।
সতর্কতা : সৈকতে ঘুরতে গিয়ে কোনো আপত্তিকর পরিস্থিতি এড়াতে দল বেধে যাওয়াই ভালো। কোনো বিপদ কিংবা অভিযোগ থাকলে সৈকতের ভ্রাম্যমাণ পুলিশ ফাঁড়িতে জানাতে পারেন। আর অধিক লোকের সমাগম আছে ওই দিকে অবস্থান করাই ভালো। সৈকতে বেড়াতে গেলে নিজস্ব ক্যামেরা নিয়ে যেতে পারেন। স্পিডবোড, নৌকা, ঘোড়া যেখানেই চড়ুন! আগে দেখে শুনে ভাড়া শুনে নিলে ভালো হয়।
কীভাবে যাবেন ও কোথায় থাকবেন? : আবার যারা ঢাকা বা দেশের অন্যান্য স্থান থেকে আসবেন পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকত দেখতে তারা প্রথমে চট্টগ্রাম শহরে চলে যাওয়া ভালো। তারপর চট্টগ্রাম শহরের এ কে খান কিংবা জিইসি থেকে খুব সহজে যেতে পারেন সৈকতে। পতেঙ্গা চট্টগ্রাম থেকে ১৪ কিলোমিটার দক্ষিণে। চট্টগ্রাম শহর থেকে অটো রিকশায় করে যেতে সময় লাগে ঘণ্টাখানেক। ভাড়া পড়বে ২৫০ টাকার মতো। আর বাসে যেতে চাইলে তো কথাই নেই, বহদ্দার হাট, লালখান বাজার মোড়, জিইসি মোড়, নিউ মার্কেট, চকবাজার মোড় থেকে সরাসরি বাস পাবেন। বাসের গায়ে লেখা দেখবেন সি বিচ। আর যারা চট্টগ্রামে বসবাসকারী তাদেরকে নতুন করে যাবার উপায় বলার দরকার নেই। সড়কপথে যেতে চাইলে অলংকার মোড় এ কে খান হয়ে সরাসরি চলে যেতে পারবেন সৈকতে। তাছাড়া সি বিচ লেখা বাসগুলোতে চেপে বসলেই হবে শুধু। আর যদি নগরীর জিইসি মোড় থেকে যেতে চান তবে ১৮০-২০০ টাকায় সিএনজি অটোরিকশা নিয়েও যেতে পারবেন।
অন্যদিকে ট্রেনে বা রেলপথে কেউ চট্টগ্রাম আসতে হলে তাকে ট্রেনে ঢাকা-চট্টগ্রামের রুটে মহানগর প্রভাতি ঢাকা ছাড়ে সকাল ৭টা ৪০ মিনিটে, চট্টলা এক্সপ্রেস সকাল ৯টা ২০ মিনিটে, মহানগর গোধূলি ঢাকা ছাড়ে বিকেল ৩টায়, সুবর্ণ এক্সপ্রেস ঢাকা ছাড়ে বিকেল ৪টা ২০ মিনিটে, তূর্ণা ঢাকা ছাড়ে রাত ১১টায়। ভাড়া ১৬০-১১০০ টাকা। আর যদি কেউ সেখানে রত্রিযাপন করতে চান তাহলে বেশ কিছু উন্নতমানের আবাসিক হোটেল আছে। আবাসিক হোটেলগুলো ভাড়া নিয়ে রাত কাটাতে পারেন।

সিকিমে পাঁচ বছরে রেকর্ড বিদেশি পর্যটক

ভ্রমণ ডেস্ক : ভারতের পাহাড়ি রাজ্য সিকিম বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। গত পাঁচ বছরে রেকর্ড পরিমাণ বিদেশি পর্যটক পেয়েছে সিকিম। রাজ্যের পর্যটন দপ্তর সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে জানিয়েছে, পাঁচ বছরে প্রায় ৭ লক্ষ বিদেশি পর্যটক সেখানে ভ্রমণে গেছেন। গত বছর বিভিন্ন দেশ থেকে ভ্রমণে আসেন প্রায় এক লক্ষ পর্যটক। ডিসেম্বরে রংপো এবং পরবর্তীতে নাথু লা পর্যন্ত রেলপথ চালু হলে ওই সংখ্যা ঝড়ের গতিতে বাড়বে বলে মনে করছে ওই রাজ্যের পর্যটন দপ্তর। বিদেশি পর্যটক টানতে কার্যত বিস্ময়কর রেকর্ড তৈরি করেছে দেশটির দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য সিকিম। সেখানকার পর্যটন দপ্তরের সাম্প্রতিক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, ২০১৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ওই রাজ্যে ৬ লক্ষ ৬১ হাজার ২৪৮ জন বিদেশি পর্যটক ভ্রমণে গেছেন। শুধু ২০১৯ সালেই এসেছেন ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩৮৮ জন বিদেশি।
পরের বছর করোনা মহামারির আতঙ্কে বিশ্বজুড়ে পর্যটন শিল্পে বিপর্যয় নামে। ২০২০ সালে মাত্র ১৯ হাজার ৯৩৫ জন বিদেশি পর্যটকের দেখা মেলে। ২০২১ সালে ওই সংখ্যা আরও নেমে হয় ১১ হাজার ৫০৮ জন। পর্যটন নির্ভর রাজ্যটির অর্থনীতিতে মন্দার ছায়া নেমে আসে। যদিও ২০২২ সাল থেকে ফের ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। ওই বছর বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা বেড়ে হয় ৬৮ হাজার ৬৪৫। এর পর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। গত বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা একলাফে বেড়ে হয় ৯৩ হাজার ৯০৮ জন। চলতি বছরেও ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত রয়েছে। সিকিম পর্যটনের উপদেষ্টা রাজ বসু বলেন, তিস্তার হড়পা বানে বিধ্বস্ত হয়েছিল উত্তর সিকিমের বিস্তীর্ণ এলাকা।
সেই বিপদ থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ নিতে হয়েছে রাজ্যটিকে। সিকিম পর্যটন দপ্তরের কর্তাদের একাংশের মতে চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে সিকিমে রেল পরিষেবা চালু হতে পারে। সেটা হলে ২০২৫ সাল থেকে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়বে। ওই রেলপথে রয়েছে ১৪টি সুড়ঙ্গ এবং ১৭টি সেতু। ছয়টি সুড়ঙ্গের কাজ শেষ হয়েছে।

বৃষ্টি মাথায় দার্জিলিংয়ে তিলধারণের ঠাঁই নেই

ভ্রমণ ডেস্ক : টুপটাপ বৃষ্টিভেজাবুও তিলধারণের ঠাঁই নেই। বৃষ্টি মাথায় দার্জিলিং যেন ভিন্ন রূপে দেখা দিয়েছে। ভারতে ভোটের রেশ কাটতেই ফের পর্যটকের ভিড় বেড়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা মেঘের রাজ্যে। মিরিক, ঘুম, বাতাসিয়া লুপ, জাপানি মন্দির চত্বরড়কোথাও যেন তিলধারণের ঠাঁই নেই। ট্যুর অপারেটরদের সূত্রে জানা গেছে, আগামী ২২ জুন পর্যন্ত ওই পরিস্থিতি চলবে। দার্জিলিং হিল্যান্ডার টুর অ্যান্ড ট্রাভেলসের ডিরেক্টর নবীন ছেত্রী ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন পর্যটকের সংখ্যা কমে গিয়েছিল। ফলাফল প্রকাশের পর ভিড় বাড়ছে। ২২ জুন পর্যন্ত পাহাড়ে হোটেল, হোমস্টে সবই বুকিং আছে। হোটেল মালিকদের সূত্রে জানা গেছে, সমতলে গরমের তীব্রতা বেশি থাকায় এবার পাহাড়ে পর্যটকের সংখ্যা অন্য বছরের তুলনায় অনেক বেশি। বেশি পর্যটক এসেছেন কলকাতা ও বাংলাদেশ থেকে। দেখা গেছে, পর্যটকরা কেনাকাটা ও ছবি তোলা চালিয়ে যাচ্ছেন সমান তালে। খাবারের দোকানগুলোতে বসার জায়গা মিলছে না। এবার শুধু দার্জিলিং শহর নয়। এখানে থাকার জায়গা না পেয়ে অনেকেই কালিম্পং, আলগারা, পেডং, লাভায় ভিড় করেছেন। এখানে মে মাস থেকেই সব বুকিং হয়ে আছে। তবে বৃষ্টির জন্য সান্দাকফু, ফালুটে যাতায়াত অনেকটাই কমেছে। এদিকে পর্যটকের ভিড় বাড়তে দার্জিলিং শহরে যানজটের সমস্যাও তীব্র হয়েছে। ঘুম থেকে দার্জিলিং শহর পর্যন্ত রাস্তাজুড়ে সকাল থেকে পর্যটকদের গাড়ির লম্বা লাইন। তবে কিছু সমস্যা পোহাতে হোলেও শৈল শহরে পৌঁছে মনোরম আবহাওয়া পেয়ে খুশি সবাই। কুয়াশা গায়ে মেখে পাহাড়ি রাস্তায় পা ফেলছেন সব বয়সের মানুষ।